BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

জীবরহস্য।

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

ইংরাজী ভাষা হইতে

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

মির্জাপুর, অপর সারকিউলর রোড, নং ৫৯।

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE.

1861. *June.*

Price Seven Annas. মূল্য ।৵০ সাত আনামাত্র।

এই পুস্তক এবং অনুবাদক সমাজের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, শোভা বাজার বটতলা ২৮৩ নং গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের পুস্তকালয়ে, অথবা মাণিকতলার শিম-তলা লেন, ২৪ নং অনুবাদক সমাজের সহকারি-সম্পাদকের কার্য্যালয়ে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়েও ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে, এবং মফস্বলের প্রত্যেক জিলার বিদ্যালয় সম্পর্কীয় ডেপুটী ইন্স্পেক্টর মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করিলেও পাওয়া যায়।

অনুবাদক সমাজের পুস্তকাগারে বর্ত্তমান সুলভ অপরের অন্তত নানাবিধ উত্তমোত্তম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহারা গ্রহণেচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের নাম ও বাসস্থানের নাম, এবং মূল্য ও ডাকমাসুল সমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিলে, পুস্তক পাঠান যাইবে।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের সহকারী
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সন ১২৬৬ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ দিবসে অনুবাদক সমাজকর্ত্তৃক জীবরহস্যের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। উক্ত সমাজের বিজ্ঞতম অধ্যক্ষ শ্রীল শ্রীযুক্ত রেভরেণ্ড জে লং সাহেব মহোদয় মহাশয় নানাবিধ ইংরাজী প্রাণিবৃত্তান্ত পুস্তক হইতে যে অভিপ্রায়ে উহা সঙ্কলিত করেন, আর যে কারণে ঐ সঙ্কলিত বিষয়গুলি আমি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করি; তদ্ভাবৎ বৃত্তান্ত প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছি। গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া মনে২ আমাদিগের এই আশংসা হইয়াছিল, যে, লোকে উহার বিশেষ ফলোপধায়ক-গুণ বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তাদিগের প্রতি অননুরাগ প্রকাশ করিবে। কিন্তু সে আশংসা একেবারে আমাদিগের তিরোহিত হইয়াছে, কি বালক কি বালিকা কি যুবক কি যুবতী সকলেই ঐ পুস্তক পাঠে ও পুস্তক-বৃত্তান্ত শ্রবণে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন সহস্র পুস্তক বিক্রীত হইয়াছে। সুশীলার উপাখ্যান ব্যতিরেকে অনুবাদক সমাজের এক-

চিত কোন পুস্তক এতাদৃশ গৃহীত হয় নাই। সু-পণ্ডিত বহুদর্শী প্রাণিবেত্তাদিগের কৃত জীবতত্ত্ব-বিবিধ ঐহিক জ্ঞানের আকর এবং পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য প্রকাশক পুস্তক বটে, কিন্তু বাঙ্গালা পুস্তক জীবরহস্য যে লোকসমাজে তদ্রূপ গ্রাহ্য হইবে স্বপ্নেও আমরা এমন আশা করি নাই। যাহা হউক, জীবরহস্য প্রস্তুত করিয়া আমাদের পরিশ্রমাতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছে। অতএব এই উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া অদ্য আমরা জীব-রহস্যের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিলাম। যদি প্রথম ভাগের ন্যায় এই পুস্তকখানি সর্ব্বত্র পরি-গৃহীত হয়, তবে অচিরে ঈশ্বররহস্য পুস্তক প্রকাশ করণে বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে। কিম-ধিক মিতি।

শ্রী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের সহকারী
সম্পাদক।

২০এ জ্যৈষ্ঠ।
১২৬৮ সাল।

জীবরহস্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

পক্ষী।

কসেরুক অর্থাৎ মেরুদণ্ডযুক্ত জীবদিগের মধ্যে পক্ষী-কে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিগণিত করা যায়। শরীরের গঠন, বাহ্যিক দৃষ্টি এবং সন্তানোৎপাদন বিষয়ে গবাদি স্তন্যজীবী পশু এবং পক্ষীজাতিতে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষীরা ডিম্ব প্রসব করে, এই জন্য প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগকে অণ্ডজ কহিয়া থাকেন। পক্ষী পক্ষিণী কিয়ৎকাল অণ্ডের উপরিভাগে বসিয়া তা না দিলে ঐ অণ্ড হইতে শাবক উদ্ভব হয় না, একারণ প্রসূত অণ্ড হইতে সন্তানোৎপত্তি সময়ান্তরে হয়।

পক্ষীজাতির গঠন বড় সুন্দর, উহারা অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাধারণ সাদৃশ্য আছে। পক্ষীমাত্রেরই দুটি পা, দুটি পাখা, শৃঙ্গবৎ কঠিন এক একটি চঞ্চু, এবং পালকে শরীর আবৃত হইয়া থাকে। পক্ষীহীন দেশ এ ভূমণ্ডলে নাই, যে দেশে যেরূপ থাকা উচিত সকল দেশেই সুন্দর২ পক্ষী শ্রেণীতে পরিভূষিত আছে, অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের ন্যায় তাহারা সকলেই বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের

অসীম জ্ঞান এবং সৃষ্টি ও রক্ষণ-কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। অত্যন্ত উষ্ণ দেশে যত সুন্দরং পক্ষী আছে এমত সুন্দর পক্ষী পৃথিবীর কোন অংশে নাই। আহা, সেই স্থানে এই জীবগণ নিবিড়ারণ্যমধ্যে যখন ইতস্ততঃ উড্ডয়মান হওত কেলি করিয়া বেড়ায়, সুচিক্কণ চকচক্যা অত্যাশ্চর্য্য বর্ণ প্রদর্শন করিয়া যখন হরিততৃণপূর্ণ বিশাল ক্ষেত্রমধ্যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়, অনুপম সুন্দর এবং কোমল আকৃতিবিশিষ্ট পক্ষিগণ যখন বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকে, তখন দেখিলে আমাদিগের নয়ন কি পরিতৃপ্তই হয়।

নানা জাতীয় শোকেয় পক্ষী ময়না, ময়ূর প্রভৃতি যে সকল পক্ষীর শোভা লোকে অনুপম বোধ করেন, তাহারা সকলেই উষ্ণদেশ নিবাসী। উষ্ণদেশে যত পক্ষী আছে, শীতল দেশে তত পক্ষী নাই। ল্যাপলণ্ড প্রভৃতি অতি শীতল দেশে যে সকল পক্ষী বাস করে, তাহারা সকলেই প্রায় জলচর পক্ষী, ঝিল ও সমুদ্রজাত ঝিনুক ও গেঁড়ী তাহাদিগের জীবন ধারণের প্রধান উপায়। বারি বৃষ্টির ন্যায় সেখানে হিমানী বৃষ্টি হয়, তাহাতে পথ ঘাট অনাবৃত ভূমি সকলই বরফে ঢাকা পড়ে, সুতরাং স্থলচর পক্ষিগণ মৃত্তিকাতে পদস্পর্শ পূর্ব্বক আহারান্বেষণ করিতে পারে না, এই জন্যই হিমকোটি-স্থিত দেশ সকল স্থলচর পক্ষীর বাসোপযোগী হয় না। পৃথিবীর হিমকোটি এবং উষ্ণকোটির মধ্যস্থিত যে দেশ অর্থাৎ যেং দেশ নিতান্ত উষ্ণ এবং নিতান্ত শীতল নহে, সেই সকল প্রদেশে ভিন্ন জাতীয় পক্ষীর সমাগম অধিক হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালের অসহ্য সূর্য্যোত্তাপ নিবারণ-হেতু উষ্ণদেশ-বাসী পক্ষীরা তথায় গমন করিয়া সুখে গ্রীষ্মকাল যাপন করে, শীতকালের অনিবার্য্য তুষারহইতে পরিত্রাণ পাই-বার আশয়ে হিমকোটি-বাসী পক্ষিগণ তথায় গমনকরত অসহ্য শীত নিবারণ করে।

পক্ষীজাতির দৃষ্টিশক্তি বড়ই তীক্ষ্ন হয়, অধিক দূর-বর্ত্তী ক্ষুদ্র বস্তুও তাহারা অনায়াসে লক্ষ করিতে পারে। ক্ষুদ্রকীটাহারী চাতকপক্ষী গগণমণ্ডলে উড়তেং পাঁচ সাতবার ঊর্দ্ধমধ্যে ক্রমত ঘুরিয়া ফিরিয়া ভূমিতে অব-রোহণ পূর্ব্বক সত্বর এমনি কীট শিকার* করে, যে মনুষ্য চক্ষুদ্বারা তাহা দেখিতে পায় না। কুক্কুটীগণ শাবক সঙ্গে লইয়া যখন নক্ষুদ্রণ করিয়া বেড়ায়, তখন উচ্চে-স্থিত দূরবর্ত্তী বাজও তাহাদের দৃষ্টিপথে আইসে, কিন্তু আমরা যে বাজপক্ষীকে সহজে দেখিতে পাই না। শীতকণ্ঠ টুনটুনীরা অতি প্রকাণ্ড উচ্চ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া একদৃষ্টে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত ভূমির উপরিস্থিত ক্ষুদ্রকীটদিগকে এমনি ছোঁ মারিয়া লইয়াযায় যে, কোন্ স্থান হইতে ঐ পক্ষী উড়িয়া আইল, মনুষ্য হঠাৎ তাহা উপলব্ধ করিতে পারে না। বন জঙ্গল ও প্রখর সূর্য্য-কিরণে উড্ডয়নকালীন পক্ষিদিগের কোমল নেত্রের যেন অনিষ্ট না হয়, এজন্য পরমেশ্বর তাহাদের চক্ষুর উপরিভাগে অতি সূক্ষ্ম কোমল চর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, ঐ চর্ম্ম স্বচ্ছ হওয়াতে কিছুতেই তাহাদের দৃষ্টি অবরোধ

---

* শীকার শব্দ সংস্কৃতে মৃগয়াবাচক হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় প্রায়ই অর্থাকারু অর্থে প্রচলিত, অতএব "শিকার" এই রূপে লিখিত হইল।

করিতে পারে না, তাহারা ইচ্ছামত ঐ চর্ম্মখানি প্রসারিত বা সংযত করিতে পারে।

পক্ষীজাতির দন্ত নাই বলিয়া পরমেশ্বর তাহাদিগকে এক একটী চঞ্চু প্রদান করিয়াছেন, ঐ চঞ্চুতে তাহাদের দন্তের সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদিগের হস্তদ্বারা যে কার্য্য হয়, পক্ষীদিগের চঞ্চুতেও সেই কার্য্য হইয়া থাকে, তাহারা চঞ্চুদ্বারা ভক্ষ্যবস্তু গ্রহণ, ধারণ, ভঞ্জন, ভার-বহন প্রভৃতি সকল কর্ম্মই করে। অনেক পক্ষীর স্পর্শজ্ঞান কেবল চঞ্চুদ্বারা হয়। এতদ্ব্যতীত, পালক পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলা করণ, নীড় নির্ম্মাণ, শত্রু নিবারণ প্রভৃতি অনেক আবশ্যক কর্ম্ম তাহারা চঞ্চুতে নিষ্পাদন করে। চঞ্চুদ্বারা বৃক্ষের ত্বক না ধরিলে কোকিল পক্ষীরা বৃক্ষারোহণ কদাচ করিতে পারে না। শঙ্খচিল এবং চিল প্রভৃতি যে সকল পক্ষী চঞ্চুদ্বারা মাংস ছিঁড়িয়া খাইয়া উদর পূরণ করে, শুক প্রভৃতি যে সকল পক্ষী কঠিন দ্রব্য থাঁতলাইয়া তন্মধ্যস্থ শস্য ভক্ষণ করে, কাঠঠোকরা প্রভৃতি যে সকল পক্ষী বৃক্ষত্বক বিদীর্ণ করিয়া আপনাদিগের জীবিকা সম্পাদন করে, পরমেশ্বর তাহাদিগের সকলেরই চঞ্চু সাতিশয় কঠিন এবং বলিষ্ঠ করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল পক্ষী কীট কৃমি ও পতঙ্গ ভক্ষণ করে, যেমন বক প্রভৃতি যাহাদিগের আহারীয় দ্রব্য খাদ্য সামগ্রী কোমল যাহারা চুষিয়া খায় অথবা একেবারে গলাধঃকরণ করে, তাহাদিগের চঞ্চুর কঠিনতা অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। হংসাদি জলচর পক্ষীর চঞ্চুর চমৎকারিতার বিষয় এ স্থলে বর্ণন করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু জীবরহস্যের প্রথম

ভাগে একবার তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে পুনরুল্লেখের আবশ্যক হইল না।

যেরূপ স্বভাব পরমেশ্বর পক্ষীজাতিদিগকে সেইরূপ আকৃতি প্রদান করিয়াছেন। যে সকল পক্ষী শিকারান্বেষণ অথবা বিহার করণ নিমিত্ত দিবসের অধিকাংশ কাল শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগের শরীর সাতিশয় লঘু হয়। পক্ষীরা অনায়াসে সোঁ সোঁ শব্দে গমন করিতে পারিবে, এজন্য তাহাদের সমুদায় পালকের অগ্রভাগগুলি পশ্চাম্মুখ হইয়া থাকে, উড়িলেও কোন পালক বিশৃঙ্খল হয় না, জগদীশ্বরের এমনি কৌশল, পক্ষসঞ্চালন হইলেও তাহাদিগের পালক এক দিকে অবনত হওন ব্যতীত অন্য দিকে উন্নত হয় না। তাহাদিগের বড় বড় পালকের অধোভাগে লোমের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম কোমল পালক আছে, ঐ কোমল পালক গ্রীষ্ম ও শীত নিবারণহেতু তাহাদিগের বড়ই উপকারক হয়। স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, বৃষ্টিদ্বারা পক্ষীজাতির বিশেষ অনিষ্ট হয় না, বৃষ্টি লাগিয়া অথবা জলনিমগ্ন হইলে জল যদি পক্ষীজাতির শরীরে প্রবিষ্ট হইত, তবে সময়ে বৃষ্টি-পতনদ্বারা কত পক্ষীর প্রাণ বিনাশ হইত তাহা বলা যাইতে পারে না। পালক ও শরীর ভিজিয়া তাহারা ভারি হইয়া ভূমিতে পড়িয়া থাকিত, উড়িতে পারিত না, উড়িতে না পারিলেই হয় ক্ষুধায় মরিত, নতুবা অন্য কোন জন্তু অনায়াসে তাহাদিগকে ধরিয়া তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিত। সকল পক্ষীরই পালকে এক এক প্রকার তৈল আছে, জীবিতাবস্থায় ঐ তৈল সময়ে সময়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া

উৎপন্ন হয়, আর সেই সমুদায় পালকেই মাখিতে থাকে, সেই সতেজ তৈলের গুণে বারি কণিকার পক্ষী-পালকের উপর তিষ্ঠিতে পারে না, যেমনি লাগে অমনি গড়িয়া পড়ে। হংস বা মাছরাঙ্গা পক্ষী জলে ডুবিয়াছে, এমত সময়ে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া যদি পরীক্ষা করা যায়, তবে জল যে তাহাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয় না, এ কথাটি অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। আর মৃত হাঁসকে জলে ফেলিয়া দিলে, তাহাদিগের জল নিবারণ ক্ষমতা যে থাকে না, ইহা অনায়াসে বোধগম্য হয়।

পক্ষীজাতির ডানা বড়ই প্রয়োজনীয় বস্তু, কারণ প্রাণ ধারণ বিষয়ে উহা তাহাদিগের বিশেষ উপকার করে. যে সকল পালকদ্বারা উহা আবৃত ও আবদ্ধ থাকে সে সকল পালকই অন্যান্য পালক অপেক্ষা দীর্ঘ এবং শক্ত হয়। ঐ পালক সকল অতি লঘু পদার্থ বটে, কিন্তু অতিশক্ত বলবৎ মাংস পেশীদ্বারা উহা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা অনায়াসে তাহারা শীঘ্র২ উড়িতে সক্ষম হয়, দেশান্তর গমন সময়ে পক্ষীরা ক্রমাগত মাসাবধি যে উড্ডয়নশীল হয়, ঐ বলিষ্ঠ মাংসপেশী যুক্ত পালকই তাহার মূল আশ্রয় জানিবে। পক্ষীজাতির অস্থি অতিশয় লঘু এবং শক্ত, আর তাহাদিগকে শূন্যমার্গে ভাসমান করিবার নিমিত্ত ফুসফুস সংলগ্ন বায়ুকূপ তাহাদিগের প্রায় সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত আছে। স্তন্যজীবী পশুদিগের ফুসফুস বক্ষঃস্থলে থাকে, কিন্তু পক্ষীজাতির সেরূপ নহে, উহা উদরের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া অস্থি এবং পাখার

পালক পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ সময়ে ঐ ফুসফুসি বায়ুতে পূর্ণিত হয়, তাহাতে বায়ুর যেরূপ লঘুগুণ উহারও সেইরূপ লঘুত্ব হয়, ঐ লঘুত্বই নির্ব্বিঘ্নে অনায়াসে বিহঙ্গদিগকে শূন্যমার্গে ভাসমান করে। হাইলদ্বারা নৌকার গতিবিধি যেরূপ সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হয়, পক্ষীজাতির লেজ সেইরূপ এক প্রকার হাইলস্বরূপ, উড্ডয়নকালে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিয়া তাহারা আপনাদিগের গতির সুনিয়ম করে।

অনেক পক্ষীকে দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থে বিহায়সে ভ্রমণ করিতে হয় না; পৃথ্বীপৃষ্ঠেই তাহাদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়; তাহাদের পক্ষের প্রয়োজন নাই। এই হেতুক তাহাদের দেহে ডানার উৎপত্তি হয় না। আপ্টেরিক্স, ইমু, ডোডো, কাস-সোয়ারী প্রভৃতি পক্ষিকুল এইরূপ; তাহাদের দেহে পক্ষের কেবল অঙ্কুরমাত্র দৃষ্ট হয়। এইরূপ আরও কতকগুলি জলচর পক্ষী আছে, তাহাদেরও পক্ষ উড্ডয়নার্থে প্রয়োজনীকৃত নহে, তন্মধ্যে পেঙ্গুইন পক্ষী সকলের অগ্রগণ্য। উক্ত পক্ষী শীতলদেশ-প্রিয়। দক্ষিণসমুদ্রের নীহারাবৃত নিভৃত উপদ্বীপে তাহারা বাস করে; এবং সর্ব্বদা সমুদ্র-শম্বুক সংগ্রহ করত উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগকে সর্ব্বদাই জলে সন্তরণ ও নিমজ্জন করিতে হয়। ঐ কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত তাহাদের পক্ষ নৌকার ডাঁড়ের ন্যায় বিকৃত ও বক্রাগ্র হইয়াছে; তাহা দ্বারা তাহারা অনায়াসে সন্তরণ ও জলে নিমগ্ন হইতে পারে; তদভাবে গভীর জলে নিমগ্ন হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হইত। অপর ইহাদের

কেবল যে পক্ষ বিকৃত, এমত নহে, ইহাদিগের সমস্ত অবয়ব আশ্চর্য্যজনক। ইহাদের দেহাবরণ লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কোমল; আশু পালক বলিয়াই বোধ হয় না। ইহাদের পুচ্ছ এতাদৃশ ক্ষুদ্র ও বিকৃত, যে ইহাদের পুচ্ছ আছে ইহা হঠাৎ বোধ হয় না, এবং পদদ্বয় ঐ পুচ্ছের নিকট এতাদৃশ রূপে সংলগ্ন যে মনুষ্যের ন্যায় উপবেশন না করিলে ইহারা ভূমিতে বসিতে পারে না। ইহাদের বর্ণ সর্ব্বাঙ্গে তুল্য নহে; মস্তক ও স্কন্ধ কৃষ্ণবর্ণ, কণ্ঠ পীত, বক্ষোদেশ ও উদর উজ্জ্বল শ্বেত এবং পৃষ্ঠদেশ নীলাক্ত পাংশুল। ইহারা স্বভাবতঃ যূথচর, ইহাদের এক এক দলে ৩০ বা ৬০ সহস্র পক্ষী একত্র থাকে; এবং তৎকালে বৃদ্ধ পৌগণ্ড শিশু স্ত্রী পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত সকলে পৃথক২ শ্রেণীতে উপবিষ্ট থাকে; এবং ঐ শ্রেণীও অতি সাবধানে সৈন্য শ্রেণীর ন্যায় ঋজুভাবে স্থাপিত হয়। এই পক্ষিদিগের দীর্ঘতা প্রায়ঃ দুই হস্ত, এবং ভার পঞ্চদশ সেরের অপেক্ষাও অধিক; কিন্তু তৈল ও মেদ তাহাদের মাংসে তিক্ত থাকা প্রযুক্ত সুস্বাদ বোধ হয় না।

মনুষ্য এবং অন্যান্য জন্তুর মেরুদণ্ড, গ্রন্থিযুক্ত হওয়াতে তাহা নমনীয় হয়, কিন্তু পক্ষীজাতির মেরুদণ্ডে সে নমনীয়গুণ নাই, উহাদিগের পৃষ্ঠের উপরে অংসকশেরু প্রভৃতি যে সকল অস্থি আছে সে সকল অস্থিই প্রায় শক্ত এবং মিলিত হয়। পালক ও চাম ছাড়াইয়া সমস্ত পক্ষীটা অগ্নিদ্বারা সিদ্ধ-করণানন্তর, যদি কেহ উহা কাটিয়া খাইতে ইচ্ছা করেন, তবে অনায়াসে পক্ষীজাতির পৃষ্ঠস্থিত মেরুদণ্ডের গুণ তাঁহার

উপলব্ধ হইতে পারেন। পক্ষীদের পীঠের হাড়ে নমনীয়ত্ব নাই বলিয়া পরমেশ্বর তাহাদিগের গলদেশে কতকগুলি গ্রন্থিসংযুক্ত অস্থি দিয়াছেন, ঐ অস্থি অনায়াসে তাহারা সঞ্চালন করিতে পারে, তদ্দ্বারা যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকেই তাহারা আশ্চর্য্যরূপে মাথা ফিরাইয়া থাকে। যেরূপ অনেক পক্ষীদিগের গ্রীবাদেশের গ্রন্থিসংযুক্ত অস্থির সংখ্যা বিবিধপ্রকার হয়, তজ্জন্যই পক্ষীরা মৃত্তিকায় অবরোহণ করিয়া অনায়াসে স্ব স্ব খাদ্য কণা খুঁটিয়া লইতে পারে, গলা নোয়াইবার বিশেষ প্রয়োজন করে না, এজন্য তাহাদিগের গলায় নয়খানি বই হাড় নাই। কিন্তু হংস পক্ষীরা জলমধ্যে গলা ডুবাইয়া পঙ্কস্থিত কীট ভক্ষণ করে, নমনীয় গুণ ব্যতিরেকে ঐ কার্য্য সমাধা হইবার উপায় নাই, এজন্য তাহাদিগের গলদেশে ত্রয়োবিংশতি গ্রন্থিযুক্ত ক্ষুদ্র অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজহংস প্রভৃতি পক্ষিগণ যখন চতুর্দ্দিকে মস্তক ফিরায় অথবা অবনমিত ক্ষুদ্র শাবককে সমস্ত গলা এবং মস্তকশুদ্ধ ঢাকিয়া সমস্ত নিদ্রা যাইতে থাকে, তখন সেইখানে এই গ্রন্থিসংযুক্ত অস্থির বিষয় বিশেষ সপ্রমাণ হয়।

বিহঙ্গম জাতির নিদ্রাবিষয়ক আর একটি কথা আমাদিগের বিশেষ মনোযোগের যোগ্য। সিন্ধু প্রভৃতি পক্ষীদিগকে পাখার অধোভাগে মাথা রাখিয়া এক পায়ে দাঁড়ের উপর দণ্ডায়মান হওত নিদ্রা যাইতে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন, ঐ দাঁড় এক অঙ্গুলী অপেক্ষা স্থূল ও প্রশস্ত নহে। অন্য জীবের পক্ষে এ অবস্থায় এক পায়ে দাঁড়ান বড় সহজ বিষয় নয়। বিহঙ্গ-

চনা করিয়া দেখিলে ইহাকে সুকঠিন দুঃখজনক অবস্থা বলিতে হইবে। কিন্তু পক্ষীদিগের পক্ষে ইহা কোন মতেই ভয়ঙ্কর অবস্থা নহে, পরমেশ্বর তাহাদিগের শরীরের অভ্যন্তরে এমনি এক আশ্চর্য্য কৌশল করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, তাহারা নির্বিঘ্ন এবং নিরাপদ হইয়া অনায়াসেই দাঁড়াইয়া থাকে। সে কৌশল কি তাহা ব্যাখ্যা করা সুকঠিন, তথাপি প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা বিশেষানুসন্ধান দ্বারা এ বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লিখি।

পক্ষীদিগের উরুত এবং পদমধ্যে যে সকল অস্থি আছে, তাহা পদাঙ্গুলী অবধি শ্রেণীবদ্ধ মাংসপেশী দ্বারা সংযুক্ত, ঐ মাংসপেশী এমনি কৌশলে স্থাপিত হইয়াছে, যে, যখন উপরিস্থ ভারদ্বারা তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া যায়, তখন ঐ সূক্ষ্ম মাংসপেশী সকল শরীরের অভ্যন্তরে আকর্ষিত হয়। তাহাতে পদাঙ্গুলী সকল সঙ্কুচিত হইয়া যে বস্তুর উপরে পক্ষিগণ সমস্ত শরীরের ভার দিয়া এক পদে দণ্ডায়মান থাকে, সেই বস্তুকে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ করে কোনমতেই বক্র হইতে দেয় না। কপিকলে চারি পাঁচ গাছি শক্ত দড়ি টাঙ্গাইয়া ঐ দড়ির এক দিক যদি হুকে বাঁধা যায়, এবং অন্য দিকে যদি কোন প্রস্তর ঝুলান যায়, তবে প্রস্তরের ভরে এক প্রকার হুকে যেরূপ টান পড়িতে থাকে, মাংসপেশীর আকর্ষণে পক্ষীজাতির পদ এবং পদাঙ্গুলিতে সেইরূপ টান পড়ে।

কেবল এই বলিয়া পক্ষীজাতি অনায়াসে খাদ্য-সামগ্রী উদ্ধার করিতে পারেনা, এজন্য তাহারা পাইবামাত্র ভক্ষণ

দ্রব্য হয় গিলিয়া ফেলে, নতুবা চঞ্চুদ্বারা চূর্ণ এবং ছিন্ন করণানন্তর ভক্ষণ করে। যে সকল পক্ষী শুষ্ক শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা চঞ্চুদ্বারা ভক্ষ্য দ্রব্য ভগ্ন করে না, যেমন ধরে অমনি গলাধঃকরণ করে। কিন্তু ঐ আহারীয় বস্তুসকল একেবারে তাহাদিগের পাকস্থলী অর্থাৎ পিলাতে যায় না, তাহাদের গলার অধোদেশে যে একটি থলি আছে, প্রথমতঃ সেই থলিতে উহা প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপ পরিপাক হইবার নিমিত্ত কোমল হইতে থাকে। শস্যজীবী পক্ষীদিগের সময়েং কঙ্কর এবং ক্ষুদ্র প্রস্তর ভক্ষণ করা নিতান্ত অভ্যাস হয়। খাদ্য গৃহীত স্থলীতে কঙ্কর সংগ্রহ করা তাহাদিগের পক্ষে বড়ই উপকারক কহিতে হইবে, কারণ উহাতে করিয়া ভুক্ত দ্রব্যের শক্ত খোসা সকল জীর্ণ ও চূর্ণ করিয়া ফেলে। অন্য প্রমাণ প্রয়োজন করে না, শস্যজীবী পক্ষীর উদর ছিন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেই এ বিষয় বিশেষ উপলব্ধ হইতে পারে। একদা প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ এক ব্যক্তি পেরুপক্ষীর উদর কাটিয়া খাদ্যাতিরেক এক শত প্রস্তর, হংস পক্ষীর উদর কাটিয়া তদপেক্ষা অধিক, এবং এক কুক্কুটীর উদর হইতে তিনখানি প্রস্তর তিনটী লৌহ বোতাম এবং চৌদ্দটি সূচি পাইয়াছিলেন, সূচিগুলি নূতন অবস্থায় যেমন তীক্ষ্ণ হয় তেমনি তীক্ষ্ণ ছিল। পাকস্থলীতে এই বিজাতীয় অপ্রাকৃতিক ভুক্ত দ্রব্য থাকাতে, পক্ষীটার ভোজন ও পরিপাক শক্তির অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ পাকস্থলীর ভিতরে যে সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে, তাহাতে আঁচড় লাগা ব্যতিরেকে আর কোন বিশেষ হানি দৃষ্ট হয় নাই।

মাংসভুক পক্ষীরা মাংস মৎস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, ঐ মাংস কখনং লোম, পালক এবং অস্থি সংযুক্ত হইয়া থাকে; উহা ভোজন করণানন্তর পরিপাক করা বড়ই কঠিন বিষয়। কিন্তু পরমেশ্বরের এমনি করুণা ঐ পক্ষীজাতির গলদেশে প্রশস্ত আশয় স্বরূপ দীর্ঘাকার নলী আছে বলিয়া পরিপাক বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না; কখনং ঐ নলী পাকস্থলী অপেক্ষাও প্রশস্ত হইয়া থাকে। জলচর পক্ষীদিগের গলার নলী এমনি প্রশস্ত যে তাহা একেবারে বিশং পরিমাণ একটা সমস্ত মৎস্য ধারণ করিতে পারে, যে পর্যন্ত উহা যথাযোগ্য পাকস্থলীতে প্রবেশিত না হয়, সে পর্যন্ত ঐ ভাবেই থাকে। অনেকবার অনেকেই দেখিয়াছেন, মাছরাঙ্গা পক্ষীর মুখস্থিত অর্দ্ধেক মাছ তাহার প্রশস্ত নলীর ভিতরে, অপর অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ মৎস্যের লাঙ্গুলপ্রদেশটা বাহিরে ঝুলিয়া রহিয়াছে, ঐ অবস্থায় মুখ ব্যাদান করিয়া পক্ষীটা ডালে বসিয়া নিদ্রা যাইতেছে। গাংচিল পক্ষীরা তিন চারি বুরুল পরিমাণ অস্থি একেবারে গলাধঃকরণ করে, অর্দ্ধেকটা তাহাদের পাকস্থলী এবং অপর অর্দ্ধেকটা তাহাদের গলার নলীতে থাকে। জঠরানলদ্বারা পাকস্থলীর অস্থি যত জীর্ণ ও ক্ষয় হইতে থাকে, নলীস্থিত অস্থি ক্রমে নামিয়া ও সরিয়া তত পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

মৎস্যাহারী পক্ষীদের গলার নলীতে আর একটী বিশেষ গুণ আছে, শরীরের নিকটবর্ত্তী নলী অপেক্ষা তাহাদের মুখের অব্যবহিত নলী অনেক প্রশস্ত, তজ্জন্যে পিছল শরীর মৎস্য সকল তাহারা যেমন মুখে পুরে, অমনি

তাহা পিছলিয়া পড়িয়া একেবারে নলীতে যায়, কোন মতে পলাইতে পারে না। এই জাতীয় পক্ষীদিগের গলাতে চর্ম্মকোষ প্রায় নাই, যদি কাহারও থাকে, তবে অতি ক্ষুদ্র আছে। অনেক পক্ষীর গলায় এক একটি থলিয়া থাকে, ঐ থলিয়াতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র২ আধার আছে, সকল আধারেতেই জলবৎ এক প্রকার তৈল আছে, তদ্দারা তাহাদিগের ভুক্ত আহারীয় দ্রব্য আর্দ্র হইয়া যায়। থলিয়াদ্বারা খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করত কোনকোন পক্ষী শাবকদিগের মুখে তাহা প্রত্যর্পণ করে, আহার দিবার সময়ে তাহাদিগের থলি ফুলিয়া উঠে, তাহাতে ঐ জলবৎ দ্রব দ্রব্যদ্বারা তাহা পূর্ণিত হয়। কপোত এবং ঘুঘুপক্ষী, যাঁহারা বাটীতে প্রতিপালন করেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এ বিষয় তাঁহাদিগের বিশেষ উপলব্ধ হইতে পারে। কপোত-শাবকেরা আপনাদিগের প্রায় সমস্ত মস্তকটা মাতা পিতার মুখে প্রবেশিত করাইয়া আহার করে। খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে২ ঐ তৈলবৎ দ্রবদ্রব্য পড়িতে থাকে, শাবক যত ছোট হয় তত ঐ লালা অধিক পরিমাণে পড়ে, শাবক বড় হইলে ঐ লালাও ক্রমে অল্প পরিমাণে পড়িয়া থাকে।

পক্ষীজাতিদিগের আহারীয় উপজীবিকা বিবিধ-প্রকার হয়। কতকগুলি বিহঙ্গম কীট পতঙ্গ কৃমি আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে, কতকগুলী শিকারী পক্ষী ইন্দুরাদি সজীব চতুষ্পদ জন্তু আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে, মৃতজন্তুর পচা মাংস ও অস্থি কোন২ পক্ষীর আহার সাধনের প্রধান উপায়। আর কতকগুলী কেবল

শস্য বীজ ও ফলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিতবান থাকে। পচাই হউক টাটকাই হউক কীট হউক পতঙ্গ হউক যে সকল পক্ষী মাংসাহারে জীবন ধারণ করে তাহাদিগকে মাংসভুক পক্ষী বলা যায়, আর শুদ্ধ বীজ ও শস্য যাহাদিগের প্রধান জীবিকা তাহাদিগকে শস্যভুক পক্ষী কহে।

শস্যভুক পক্ষীদিগের শাবকোৎপাদিকা শক্তি বিশেষরূপ আছে, অর্থাৎ বহুসঙ্খ্যক শাবক হওয়াতে ইহাদিগের যত বংশবৃদ্ধি হয়, মাংসভুক পক্ষীদিগের তত হয় না। ইহারা মনুষ্যজাতির বড়ই উপকারক, সহজে পালিত এবং পোষিত হইয়া থাকে। এই জাতীয় পক্ষীগণ বহুসঙ্খ্যক এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া থাকে, এজন্য কেহ২ ইহাদিগকে সামাজিক অথবা সমাজবদ্ধ পক্ষী বলেন, কপোত ঘুঘু কাক এ বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। কুক্কুট পাতিহাঁস রাজহাঁস এবং পেরুর মাংস অতিশয় সুখাদ্য এবং পুষ্টিকর হইয়া থাকে, এজন্য ঐ সকল পক্ষীর মাংস ব্যবহার অনেকেই করিয়া থাকেন। টীয়া শুক সালিক ময়না প্রভৃতি যে সকল পক্ষী মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে, যাহাদের কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হই, তাহারা সকলেই শস্যভুক পক্ষী।

পারাবত অর্থাৎ পায়রা অতি প্রসিদ্ধ পক্ষী। এতদ্দেশে আবালবৃদ্ধ এমত কেহই নাই, যে এই পক্ষীর বিষয় বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত নহেন; বোধ হয় অনেক অল্পবয়স্ক বালকও আমাদিগকে পায়রার লক্ষণাদি-বিষয়ে উপদেশ দিতে পারে; অতএব পারাবতের

লক্ষণ বাহুল্যরূপ বর্ণন করা কোনমতে পরামর্শ নহে। পরন্তু কাপোতকদিগের শ্রেণী ও জাতিভেদ বিষয়ে অনেক সংশয় ও ভ্রম আছে, তাহার আলোচনায় উপকারের সম্ভাবনা মানিতে হইবে। যদ্যপি আশু কেহ কহেন যে ঘুঘু ও কপোত একশ্রেণীস্থ পক্ষী, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকমাত্রই চমৎকৃত হইতে পারেন; অথচ ঐ উভয় পক্ষীকে তাঁহারা একত্র সম্মুখে রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে অবশ্য স্বীকার করিবেন, যে, ঐ উভয় পক্ষীর অবয়বগত অতি অল্প ভেদ আছে, ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কপোতে—যথা, লক্কা গলাফুলো ও শুকপাক্ষ বা গোলায়—যত ভেদ লক্ষিত হয়, গোলা পায়রা ও ঘুঘুতে তাদৃশ ভেদ লক্ষিত হইবে না; কেবল অভ্যাসবশতঃ লক্কা ও গোলাকে একজাতীয় বলা যায় অথচ ঘুঘুকে পৃথক্ মনে হয়।

ইহাদের সাধারণ লক্ষণ বিবেচনা করিলে কাপোতকদিগকে ময়ূর, মোগাল, তিত্তিরি প্রভৃতি খর্বকপদী পক্ষিদিগের সহিত তুল্য বোধ হয়। এই প্রযুক্ত ইতিপূর্ব্বের প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কাপোতকদিগকে খর্বকপদিগণ মধ্যে নির্ণীত করিতেন; কিন্তু অধুনা বিশেষ কারণপ্রযুক্ত উভয়কেই পৃথক্ করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত বর্গের সমস্ত পক্ষীর চঞ্চু শৃঙ্গবৎ পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, এবং ঐ চঞ্চুর অগ্রভাগ শুকচঞ্চুবৎ ঈষদ্ বক্র। চঞ্চুর অবয়ব সূক্ষ্ম ও মস্তকাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ও নিতান্ত অদৃঢ়। উপরিস্থ চঞ্চুর মূলভাগ উপাস্থিদ্বারা আবৃত, এবং ঐ উপাস্থির আবরণস্বরূপ এক কর্কশ ত্বক আছে, তাহা কোন কোন কপোতে অনেকগুলি স্থূল

কিণে অর্থাৎ গেঁজে* পরিণত হয়; এবং তদর্থে তাহা অলনমাজে আদৃত হইয়া থাকে। গুলন পায়রার ঠোঁ-টের উপর ও চক্ষুর চারি দিকে যে কিণ হইয়া থাকে তাহাই তাহার উৎকৃষ্টের লক্ষণ। আশু মনে হইতে পারে যে চক্ষুর এই লক্ষণ বিশেষ করায় তাদৃশ ফল নাই; পরন্তু প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা নিরূপিত করিয়াছেন যে এই লক্ষণই পারাবতদিগের গণভেদের এক প্রধান উপায়। অপর ইহাদের অশন-নলীরও† এক অসাধারণ লক্ষণ আছে। ঐ নলী মুখপশ্চাৎহইতে বক্ষোদেশে আসিয়া হঠাৎ স্ফীত হয়; ঐ স্ফীত স্থানের নাম ভোজাস্থলী; কাপোতিক পক্ষীরা ভক্ষণ করিলে ভুক্ত বস্তু প্রথমতঃ ঐ স্থানে নীত হয়। ঐ ভোজাস্থলীহইতে দুগ্ধের ন্যায় একপ্রকার শুক্ল রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত বস্তুকে আর্দ্র ও কোমল করে; তাহাতেই ঐ ভুক্ত পদার্থ শাবক-দিগের প্রতিপালনের যোগ্য হয়, কারণ, কাপোতকেরা ঐ বস্তু উদ্গীর্ণ করিয়া শাবকদিগের মুখে প্রদান করত তাহাদিগের পোষণ করে। উক্ত উদ্গীর্ণ বস্তু আদৌ কোমল না হইলে তাহাদ্বারা শাবকদিগের পুষ্টি হইত না। অপর পক্ষিদিগেরও এই ভোজাস্থলী আছে, পরন্তু কাপোতকদিগের ভোজাস্থলী অপর পক্ষীদের ভোজা-স্থলীহইতে বৃহৎ। এই ভোজাস্থলী অপেক্ষা কাপোতক-

---

* সামান্য কথায় কিণকে গেঁজ বলে। চর্ম্মের উপর শুষ্ক চর্ম্মের গুটিকা। বিশেষতঃ গোদ-রোগের উপর ঐ গুটিকা গেঁজ নামে প্রসিদ্ধ আছে।

† যে নলীদ্বারা নিগীলিত বস্তু মুখহইতে জঠরে নীত হয় তা-হার নাম অশন নলী।

দিগের পাকস্থলী অত্যন্ত স্থূল ও দৃঢ় এবং জঠরাগ্নি অত্যন্ত বলবৎ।

কাপোতকদিগের পদ খর্ব্ব এবং প্রায়ঃ সূক্ষ্ম চর্ম্মে আবৃত হইয়া থাকে, কিন্তু অনেকের তাহা না হইয়া পক্ষে আবৃত হয়। তাহাদের প্রতিপদের অঙ্গুলীসংখ্যা চারি—পুরোবর্ত্তী তিন ও পশ্চাদ্বর্ত্তী এক। ঐ অঙ্গুলীর তল স্থূলত্বচে আবৃত হওয়াতে প্রস্তাবিত পক্ষীরা অনায়াসে ভূতলে বিচরণ করিতে পারে: অথচ স্বভাবতঃ ইহারা বৃক্ষচর।

কপোতকদিগের ডানার প্রধান পক্ষের সংখ্যা দশ, তাহার অন্যথা হয় না, এবং অরণ্য কপোতকের পুচ্ছের পক্ষসংখ্যা দ্বাদশ বা ষোড়শের অধিক হয় না। পরন্তু গৃহপালিত কপোতের সে নিয়ম নাই; তাহাদের পুচ্ছ পক্ষের সংখ্যা অনেক হইয়া থাকে।

স্বভাবতঃ ফলশস্যাহারী—এই পক্ষীরা পরস্পর বিরোধী নহে; প্রত্যুত অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। অপর ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষের গাঢ় প্রণয় হইয়া থাকে, উভয়ে পরস্পর একত্র বাস ও কালযাপন করিতে কখন সাধ্যানুসারে ত্রুটি করে না। পারাবতজাতি শাবক-প্রতিপালনে পিতামাতায় তুল্য শ্রম স্বীকার করে। নির্জ্জন বৃক্ষশাখা বা পর্ব্বতকন্দরই ইহাদের কুলায় নির্ম্মাণের প্রিয়তর স্থান, এবং ঐ কুলায়ে স্ত্রী বা স্বামী একটী সর্ব্বদা প্রথমে ডিম্ব ও পরে শাবকের তত্ত্বাবধান করে। কপোতকদিগের অবয়ব অতি সুন্দর এবং বর্ণ অতীব বিচিত্র; তদ্বিষয়ে তাহারা শুক মোনাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুন্দর পক্ষিদিগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

এই প্রযুক্ত কপোতক পক্ষিরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে, এবং যে সঙ্খ্যায় মনুষ্যকর্তৃক প্রতিপালিত হয়, অপর কোন পক্ষী তাহার তুল্য হইতে পারে না। স্ত্রী পুরুষের বিশেষ সদ্ভাব থাকা প্রযুক্ত গ্রিক দেশীয়েরা ঘুঘুকে রতি দেবীর বাহন বলিয়া বিশ্বাস করিত; এবং তাহাদের নির্দ্দোষিতা প্রযুক্ত ঘুঘুকে পবিত্র জীব বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে; পরন্তু এতদ্দেশে তাহাকে অলক্ষ্মী-দায়ক বলিয়া প্রবাদ আছে: বোধ হয় উক্ত পক্ষী নির্জ্জনস্থানপ্রিয় বলিয়া ঐ প্রবাদ রটিয়া থাকিবেক।

সামান্য ঘুঘু, হরিতাল ঘুঘু, রাম ঘুঘু, সামান্য পায়রা প্রভৃতি পক্ষিরা সকলেই কপোতাদি শ্রেণীর অন্তর্গত, কেবল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মাত্র। পরন্তু এস্থলে বক্তব্য যে গৃহপালিত যে সকল নানা বর্ণের লক্কা, গলাফুলা, সেরাজু, গৃহবাজ, পরপাঁও, মুক্‌খী প্রভৃতি পায়রা দেখা যায় তাহারা ভিন্ন জাতীয় নহে, তাহারা সকলেই এক জাতীয় বন্য কপোতহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ বন্য কপোত সচরাচর বন্য গোলা পায়রা। সেই বন্য গোলা গৃহে পালিত হইলে তাহাদের কোন শাবক দৈব মাতা-পিতাহইতে ভিন্নবর্ণ হইয়া থাকে; সেই ভিন্নবর্ণীয় স্ত্রী পুরুষ একত্রে থাকিলে তাহাদের বংশ রক্ষা হয়, এবং ঐ প্রকারেই প্রাগুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পায়রা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পৃথক্‌জাতীয় নহে। ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক বোধ হয় যে সামান্য গোলার রূপ বর্দ্ধিতাবে কি প্রকারে লক্কা পায়রা হইতে পারে, পরন্তু যাঁহারা পায়রা পালন করেন তাঁহারা বিশেষ

জানেন যে পাঁচ গণ্ডা পর্ববিশিষ্ট পুচ্ছের লক্কা পায়রার ঐ ছয় গণ্ডা পর্ব বিশিষ্ট পুচ্ছের শাবক হইতে পারে, এবং উত্তর উত্তর এই প্রকারে বৃদ্ধি হইয়া বন্য পায়রার পুচ্ছপক্ষের সংখ্যা দ্বাদশ হইলেও দশগণ্ডা লক্কা অর্থাৎ ৪০ পক্ষ বিশিষ্ট পুচ্ছের লক্কা প্রাপ্ত হইয়াছে।*

কপোতকদিগের জোড়া-কলীর উল্লেখ পূর্ব্বেই করা গিয়াছে; ঐ জোড়া-কলী স্বীকৃত হইলেই পরস্পরে শাবক উৎপন্ন হয়। পিতামাতার বর্ণ অপত্যে বর্ত্তিয়া থাকে; এবং তদুভয়ের ভিন্ন২ বর্ণ হইলে উভয়ে মিশিয়া অপত্যের এক স্বতন্ত্র বর্ণ উৎপাদন করে; এই কারণ মনে রাখিয়া বিলাতি কপোতপালকেরা ইচ্ছানুসারে ভিন্ন২ বর্ণ মিশ্রিত করত অতি আশ্চর্য্য বর্ণের পায়রা উৎপাদন করাইয়াছেন; অতএব নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছে যে প্রত্যেক ভিন্ন বর্ণের পায়রারা ভিন্নজাতীয় নহে। কেবল একজাতি পায়রা এই নিয়ম হইতে পৃথক্; তাহার জাতি স্বতন্ত্র এবং তাহার স্বভাবও অপর কপোত হইতে বিভিন্ন। পরন্তু তাহার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, তাহার উৎকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ঐ পায়রারা অত্যন্ত আবাস-প্রিয়, অতি দূরে লইয়া গেলে স্বাধীন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আপন কুলায়ে প্রত্যাগমন করে। পরীক্ষিত হইয়াছে যে শত ক্রোশ অন্তরে সমুদ্রপারেও এই পায়রাকে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলে সে দুই ঘণ্টা কালমধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করে, কদাপি পথে উদ্ভ্রান্ত হয় না। এই নিমিত্ত ইহার ডানায় পত্র বান্ধিয়া বহুদূরে [illegible] প্রের-

গের রীতি ছিল, পরন্তু অধুনা তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্রে ইহাদের ব্যবসায় ভ্রষ্ট করিয়াছে। কপোতকদিগের মধ্যে এক শ্রেণী বৃক্ষচর পক্ষী হয়, তাহারা কেহই ভূমিতে বিচরণ করে না।

মাংসজীবী পক্ষীদিগের স্বভাব শস্যজীবী পক্ষী অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন হয়। তাহারা পরস্পরের দেখা হইলে অসামাজিক ভয়ঙ্কর ভাব প্রদর্শন করিয়া নিষ্ঠুরাচার করে। প্রত্যেক দম্পতি অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ এক এক যোড়া পক্ষী এক একটি নির্জ্জন স্থানে বাস করে, স্বজাতীয় অন্য পক্ষীকে কোনমতেই সন্নিকটে বাস করিতে দেয় না। কোন দম্পতির পাহাড়ের উপরিভাগে বাস, কাহার নিবিড়ারণ্যের মধ্যস্থানে বসতিস্থান, কেহ প্রকাণ্ড বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখাতে বাস করিয়া কালহরণ করে, এবং কেহ২ পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিয়া শাবকোৎপাদন করে। শ্যেন এবং উৎক্রোশ প্রভৃতি কতকগুলী পক্ষীর শরীর অতিশয় বলিষ্ঠ হয়, ইহারা পরিশ্রমে কাতর হয় না, পাখার ঝাটকা বড়ই মারিতে পারে, তার খণ্ড ঠোঁট এবং বড় নখ ইহা-দিগের ভয়ঙ্কর অস্ত্রস্বরূপ হয়। এই পক্ষীদিগের মস্তক দীর্ঘ গলা এবং স্কন্ধদেশ ক্ষুদ্র, এবং দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বড়ই প্রবল হয়। অত্যুচ্চ শূন্যমার্গে বাজ-পক্ষী যখন উড্ডয়মান হইতে থাকে, তখন তাহাকে দেখিলে কেবল ক্ষুদ্র একটি চিহ্ন জ্ঞান হয়, কিন্তু তীরের ন্যায় শোঁ শোঁ শব্দে নামিয়া যখন অন্য পক্ষী শিকার করে, তখন উহাদিগকে দেখিলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, তাহারা নিমেষের মধ্যে দুর্ব্বল কপো-

তাদিকে ধরিয়া এমনি ঊর্দ্ধে উঠে, যে কোথা হইতে আইল, কেমন করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল, হঠাৎ তাহা অনুভব করা যায় না। শকুনি পক্ষীরা ভূমিস্থিত পচা মাংসের গন্ধ চারি ক্রোশ ঊর্দ্ধ হইতে বোধ করিতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকা দেশে আণ্ডীস পর্ব্বতের উপরি ভাগে কণ্ডর নামে এক জাতীয় পক্ষী বাস করে, যত শিকারি পক্ষী দেখা গিয়াছে, প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড পক্ষী কহেন। ইহারা ঊর্দ্ধে প্রায় চারি হাত, এবং প্রস্থ অর্থাৎ এক দিকের বিস্তারিত পাখার শেষ ভাগের পালক অবধি অন্য দিকের পাখার শেষ ভাগের পালক পর্য্যন্ত প্রায় সাত হাত প্রশস্ত হইয়া থাকে। আণ্ডীস পর্ব্বতের যে স্থান সর্ব্বোচ্চ, যেখানে কোন জীব বসতি করে না, কণ্ডর পক্ষী সেইখানে বাস করে। ঐ জন্তু পর্ব্বতের শিখর হইতে প্রায় দুই তিন ক্রোশ শূন্যে উহারা উড্ডীয়মান হইতে পারে, এবং তথা হইতে অধোদৃষ্টি করিয়া ভূমিস্থ শিকার অন্বেষণ করে। উহারা এমত বলিষ্ঠ যে মৃগ অশ্ব মহিষ প্রভৃতি পশুদিগকে একেবারে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, উহাদিগের অঙ্গসকল ভয়ঙ্কর নখের আঘাতে কোন জন্তুই পার পাইতে পারে না। কিন্তু উহাদিগের একটি বিশেষ গুণ এই, মানব জাতিকে আক্রমণ করিতে প্রায় কদাচ করে না। সজীব জন্তুর মাংসের অভাবে এই পক্ষীরা কখনং পচা মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। কণ্ডরেরা সন্তান প্রসব করিবার জন্য কোন নীড় নির্ম্মাণ করে না, নিরাবৃত পর্ব্বতের উপরি ভাগেই ডিম প্রসব করে, অণ্ডবহির্গত শাবক পাক

করিবার সময় ইহাদিগের অত্যাচারের আর সীমা পরিলক্ষ থাকে না, রাখালেরা উঁহাদিগের ভয়ে মাঠের মধ্যে মেষ-পাল চরাইতে পারে না, বন্য অশ্বগণ আণ্ডীস পর্ব্বতের নিকট দিয়া যায় না, গেলেই তাহাদিগকে কণ্ডর পক্ষী ছোঁ মারিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া যায়।

হার্পি বাজ অদ্যাপি এতদ্দেশীয় জনগণের নয়নগোচর হয় নাই, কারণ দক্ষিণ আমেরিকা দেশের নিভৃত বন ইহাদিগের বাসস্থান, এবং তদন্যত্র ইহা প্রাপ্য নহে।

পতুখেচরপ্রাণিমধ্যে এই পক্ষী প্রায় কণ্ডরের তুল্য। ইহার বৃহৎকায়, গম্ভীরস্বভাব এবং অতুল্য শক্তিদ্বারা এই পক্ষি জাতি সকল প্রাণিকে পরাস্ত করিয়া অবিরোধে আকাশ রাজত্ব করিতেছে। ইহার তুল্য বলবান্ আর পক্ষী নাই; এবং প্রচণ্ডতা ও নির্ভয়তা বিষয়েও কোন জীব ইহা হইতে অগ্রগণ্য নহে। এই মহাবল পরাক্রান্ত অকুতোভয় বিহঙ্গম, ছাগ, মেষ, হংস, হরিণ, বানরাদি বন্যপশু বধ করিতে সর্ব্বদা তৎপর; এবং অবকাশানুসারে মনুষ্যকেও আক্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু কণ্ডর তাহা কদাচ করে না। পরন্তু "স্লথ" নামক বানর বিশেষই ইহার বিশেষ খাদ্য; এবং তন্মাংস ভক্ষণদ্বারা তাহারা সতত উদর-পূরণ করিয়া থাকে। সামান্য বাজ পক্ষিরা যে প্রকারে আকাশ-পথে অপর পক্ষিদিগকে বিনাশ করে, বৃহৎকায় প্রযুক্ত হার্পি বাজ তদ্রূপ পারে না; একারণ বৃক্ষোপরি অথবা ভূমিতে নামিয়া প্রাণি-হিংসা করে, এবং নির্জ্জন নিবিড়বনমধ্যে আপন নীড় নিকটে ঐ লব্ধ-জীব লইয়া গিয়া ভক্ষণ করে।

কএক বৎসর হইল লণ্ডন নগরীয় জীবসংস্থানুসন্ধায়িনী সভার উদ্যানে একটা হার্পি বাজ আনীত হইয়াছিল। ঐ বাজ সর্ব্বদা মত্তগর্ব্বে গম্ভীর হইয়া থাকিত; কাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিত না। অপর পিঞ্জরের বহির্দ্দেশ হইতে কেহ তাহাকে বিরক্ত করিলে, সে ভীষণরূপে কটমটিয়া দৃষ্টিপাত করত এমত ভাব প্রকাশ করিত, যাহা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইত যেন সে এই মনে করিতেছে, যে "আমি যদি স্বাধীন থাকিতাম তাহা হইলে তোমার এ আস্পর্দ্ধার অনায়াসেই শাস্তি করিতাম।" ইহার স্থূল-পাদ ও প্রখর-নখ দর্শনমাত্রেই স্পষ্ট বোধ হয় যে যে কোন দুর্ভাগ্য জীব উহার পদতলে পতিত হয় তাহার আর ত্রাণ নাই। ফলতঃ বিড়ালাদি চতুষ্পদ পশু ঐ পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহার আর নিশ্বাস প্রশ্বাসের অবকাশও থাকে না; নিক্ষেপ করিবামাত্র ঐ পক্ষী তাহাকে পদদ্বারা এরূপে দাবন করে যে সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।

বাজ শব্দ এই পক্ষির প্রতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ ইহা বাজহইতে অনেক লক্ষণে পৃথক্; পরন্তু অন্যান্য পক্ষিহইতে বাজের সহিত ইহার নিকট সম্বন্ধ থাকায়,—এবং বাজ শব্দদ্বারা পাঠকদিগের পক্ষে ইহার স্বভাব ও লক্ষণ অনায়াসে বোধগম্য হইবার সম্ভাবনায়—ঐ শব্দ ইহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা গেল। যথার্থতঃ এই পক্ষিদিগকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া নির্ণয় করা কর্ত্তব্য; এবং এতদ্বিবেচনায় ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা "হার্পি" নামে ইহাদিগের এক বিশেষ শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

হার্পি পক্ষির পৃষ্ঠের বর্ণ "স্লেট" নামক প্রস্তর ফলকের ন্যায় কাল; এবং তাহা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া মস্তকে পাংশুলকৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার পুরোভাগের বর্ণ শ্বেত, এবং তদুপরি বক্ষোদেশে ঘোর পাংশুল বর্ণের এক প্রশস্ত রেখা হয়। পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ; এবং তদুপরি বক্ষোদেশে যে প্রকার রেখা হয় তদ্রূপ প্রশস্ত পাংশুল রেখা হয়। মস্তকের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি পক্ষ সকল দীর্ঘ গোলাকার ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং শিখায় দীর্ঘ হইয়া এক প্রকৃত চূড়ার ন্যায় হইয়া উঠে। ঐ চূড়া ও চতুর্দ্দিকস্থ পক্ষসকল ইচ্ছানুসারে চালিত হইতে পারে। এই পক্ষিরা অতি বেগে এবং অত্যন্ত উচ্চে উড্ডয়মান হইতে সক্ষম; কিন্তু স্থূলকায় প্রযুক্ত এবং পক্ষ সকল খর্ব্ব হওয়াতে অন্য বাজের ন্যায় অনায়াসে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে পারগ হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য হইতে গোয়ানা দেশে হার্পি পক্ষী অধিক সুলভ: ফলতঃ সে স্থানেও ইহা অত্যন্ত প্রচুর নহে; কারণ সিংহাদি হিংস্রক পশু ও হার্পিাদি হিংস্রক পক্ষির সংখ্যা কুত্রাপি অধিক হয় না।

পৃথিবীর মধ্যে সুন্দর পদবাচ্য যত বস্তু আছে, পক্ষীর পালক সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দর পদার্থ বলিয়া গণ্য। জগৎপিতা পরমেশ্বর নানাবিধ বর্ণদ্বারা সকল বস্তুর গৌরব এবং শোভা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু খচরদিগের পক্ষদেশের যেরূপ শোভা সেরূপ শোভা হঠাৎ কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। পক্ষীর চামড়ার আশ্চর্য্য উজ্জ্বল প্রভা দেখিয়া অনেক বার অনেক ব্যক্তির চক্ষে ধাপসা লাগিয়াছিল। সকল পক্ষী এক

বর্ণের মধ্যে কতগুলি শুদ্ধ লোহিত, কতকগুলি শুদ্ধ পীত, এইরূপ এক এক বর্ণের এক এক পক্ষীজাতি হয়, এতদ্ব্যতীত নানাবর্ণ সংযুক্ত অনেক পক্ষী আছে। আমাদিগের পরিধেয় ধুতির চতুষ্পার্শ্বে কখন কখন যেরূপ বিবিধ বর্ণের মনোহর পাড়ি থাকে, কোন কোন পক্ষীর পাখার চতুষ্পার্শ্বে সেইরূপ মনোহর চিত্র বিচিত্র নানা বর্ণ আছে, তাহা ঠিক যেন ঢাকাই ধুতির পাড়ির ন্যায় হয়। ডুরে কাপড়ের ন্যায় কোনং পক্ষীর পৃষ্ঠ এবং বক্ষস্থলে শ্বেত কৃষ্ণ লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের নানা ডোরা থাকে। ময়ূর পক্ষীর পেখমে অতিশয় উজ্জ্বল হরিত কৃষ্ণাদি বর্ণযুক্ত চক্ষুবৎ এক একটি গোল চিহ্ন দর্শন করিলে, আমাদিগের নয়ন যে কত পরিতৃপ্ত হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। ময়ূরাদি অতীব সুন্দর পক্ষীর কথা দূরে থাকুক, নিকৃষ্ট সামান্য পক্ষীর পালকে এমনি চমৎকারিতা আছে, যে তাহা অনুকরণ করা মনুষ্যের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। এ বিষয়ের অনুসন্ধান আমাদিগকে অন্য কোন স্থানে করিতে হয় না, গৃহপালিত কপোত এবং কুক্কুটদিগের গলা এবং মস্তকদেশ দেখিলে উহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। আহা! যে ঈশ্বর পক্ষীদিগকে এইরূপ বর্ণযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার চিত্রনৈপুণ্য যে কত মহান্, সুবিখ্যাত মহামান্য শিল্পকরেরা তাহার বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারেন না।

হোমা পক্ষী কি আশ্চর্য্য পক্ষী! সংস্কৃত শাস্ত্রে এই পক্ষির কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু

ঐ বিহঙ্গমের সুন্দর পক্ষ রাজমুকুটে ধারণ করা বহুকাল প্রথা থাকাতে, এই মনোহর জীবের প্রশংসা-সূচক নানাবিধ মিথ্যা গল্প প্রচার হইয়াছে। মোসলমান-দিগের বিশ্বাস আছে যে ইহারা শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আহার করে না, এবং কদাপি ভূমিতে বাস করে না; আজন্মকাল অন্তরীক্ষে থাকিয়া অণ্ডপ্রসবাদি তাহাদের জীবনের তাবৎ কর্ম্ম সেই স্থানে নিষ্পন্ন করে; অধিকন্তু যে কোন ব্যক্তির শরীরে এই পক্ষির ছায়া স্পর্শ হয় সে অচিরাৎ রাজা হয়। প্রাচীন ইউরোপীয় ব্যক্তিদিগের সাহায্যে এই গল্প শাখাপল্লবিত হইয়া ইংলণ্ডেও বহুকালাবধি প্রচার ছিল। তত্রস্থ লোকেরা কহিত হোমা পক্ষী শিশির পান করত জীবন ধারণ করে, এবং পদ না থাকা প্রযুক্ত উহারা ভূমিস্পর্শ করণে অশক্ত; কাহারও মতে ইহারা দগ্ধ হইলে পুনরায় ভস্ম হইতে আপন রম্য পক্ষ ধারণ করত গাত্রোত্থান করে। এই মিথ্যাগল্প মনুষ্য সকলের মনে এমত বদ্ধ-মূল হইয়াছিল যে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা যখন এই পক্ষির যথার্থ বর্ণনা করেন তখন সকলে তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়াছিল। সাধারণ ব্যক্তিরা উপরোক্ত বিস্ময়জনক রম্য গল্পকে দুই এক জনের উপদেশে মিথ্যাবোধ করিলেন না; এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লিনীয়স্ সাহেবও এই মিথ্যাগল্পের প্রতি নির্ভর করিয়া এই পক্ষির জাতিবিশেষের নাম নিষ্পদস্বর্গীয় পক্ষী রাখি-য়াছেন। সোলঙ্কা উপদ্বীপে ইহার নাম মান্নুকো-দেবতা অর্থাৎ দেবতার পক্ষী।

হোমা পক্ষির পদ ও চঞ্চুর অবয়ব ও তাহাদের

স্বভাব দৃষ্টে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ঐ পক্ষির জাতি সকলকে সর্ব্বজন্তুগণ মধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন। ইহারা অনেক জাতিতে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে যে জাতিকে নিষ্পদ কহে তাহাই সর্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধ; পরমেশ্বরেচ্ছায় এই পক্ষী এমত সুকোমল পক্ষে পরিবৃত এবং এতদ্রূপ নানা উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্রিত যে লেখনী দ্বারা তাহার যোগ্য বর্ণনা কদাপি নিষ্পন্না হইতে পারে না; একারণ সংকিঞ্চিন্মাত্র পাঠক মহাশয়গণের তুষ্ট্যর্থে লিখিতেছি।

"কতকগুলি হোমার" কণ্ঠস্থ পক্ষ সকলের বর্ণ মরকত অর্থাৎ উজ্জ্বল সবুজ, এবং তন্নিম্নে কাল। চঞ্চুমূল-দেশ কাল, এবং তৎপশ্চাৎ মস্তকাবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত হরিদ্রা বর্ণ। পৃষ্ঠ দেশ, পাখা, উদর এবং পুচ্ছ ঘোর তাম্রবর্ণ। পার্শ্বস্থ পক্ষ সকল জাতিভেদে শ্বেত, পীতাভশ্বেত, অথবা পাংশুলশ্বেত, কিম্বা উজ্জ্বলরক্তবর্ণ। পুচ্ছের মধ্যদেশস্থ পক্ষদ্বয়ের অগ্রভাগ মহিষাদি পশুর শৃঙ্গ যে বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তদ্রূপ পরমাণুদ্বারা গঠিত, এবং প্রায় দেড় হস্ত দীর্ঘ। কতকগুলির একপ নহে, নানা প্রকার পরমসুন্দর পদার্থদ্বারা সমস্ত অঙ্গের সুশোভিত, গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে এস্থলে সকলগুলির প্রভেদ লিখিতে পারিলাম না।

বোনেট্ সাহেব স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লেখেন, যে, মেকেয়ো নগরে জিল নামা জনৈক সাহেবের ঘরে একটা হোমা পক্ষী নয় বৎসরকাল পিঞ্জর-বদ্ধ ছিল। ঐ সুন্দর জীবের স্বভাব অতি চঞ্চল ও ক্রীড়ানুরক্ত। কেহ তাহার পিঞ্জরের নিকটে আইলে নির্ভয়ে গর্ব্বের সহিত তাহার প্রতি সে দৃষ্টি করিত; এবং সমাদৃত হইলে

আহ্লাদ প্রকাশ করত নৃত্য করিত। ইহার ধ্বনি কাকের ন্যায়। বৈশাখ মাস অবধি ভাদ্র পর্য্যন্ত ইহার পক্ষ পরিবর্ত্তনের সময়; তৎ সময়ে ঐ পক্ষী প্রত্যহ দুইবার স্নান করিত; এবং স্নানান্তে পার্শ্বস্থ দৃঢ় পক্ষ সকল এবম্প্রকারে বিস্তৃত করিত যে লঙ্কা পায়রার ন্যায় তাহার মস্তক স্বপুচ্ছ দ্বারা আচ্ছাদিত হইত। ইহার ভক্ষ্য বস্তু অন্ন, অণ্ড, রম্ভা, মিষ্টান্ন, গঙ্গাফড়িং, আরসুলা এবং অন্যান্য কীট। গঙ্গাফড়িং ভক্ষণে ইহা বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোন প্রকার মৃত কীট গ্রহণ করিত না; ও আহার করণেও তাদৃশ ব্যগ্রতা জানাইত না। এই অনুপম জীব আপন সুচারু পক্ষ সকলকে পরিষ্কার করণে অতিশয় তৎপর, কদাপি কেহ ইহার অঙ্গে মলা দেখিতে পায় নাই। তাহার সম্মুখে কেহ দর্পণ আনিলে তাহাতে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে অতি সন্তুষ্ট হইয়া আহ্লাদ জ্ঞাপক "হক্ হক্ হক্" ইত্যাকার ধ্বনি করিত। স্বীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে এই বিহঙ্গম অবিরত নিযুক্ত থাকিত, এবং পাছে কোন মলা তাহার রম্য দেহ স্পর্শ করে, ইত্যাশঙ্কায় উহা আপন পিঞ্জরের নিম্ন দেশে বসিত না; পিঞ্জরস্থ সর্ব্বোচ্চ দণ্ড আপন উপযুক্ত স্থান জানিয়া সর্ব্বদা তাহাই অবলম্বন করিত।

নিউগিনি এবং তন্নিকটস্থ উপদ্বীপ সকল এই পক্ষির বাসস্থান, তদ্দেশীয় লোকেরা এই পক্ষির পক্ষ বিক্রয় করণার্থে ধনুর্ব্বাণ দ্বারা ইহাদিগকে সর্ব্বদা বধ করে। ধনি ব্যক্তিরা উষ্ণীষোপরি ধারণ করণার্থে ইহাদিগের পক্ষ বহুমূল্যে ক্রয় করে, তাহাদের বিশ্বাস

আছে যে যে কেহ এই পক্ষ ধারণ করে তাহার সকল কর্ম্মে জয় হয়; এই হেতু এ বস্তুর বিস্তর বাণিজ্য আছে, এবং অনেকে তোমার পক্ষ বিক্রয় করিয়া বহু ধনো-পার্জ্জন করিয়াছে।

প্রতিবৎসরই* পক্ষীরা এক এক বার পালক পরিত্যাগ করে, তাহাতে বৎসরং তাহাদিগের নূতন পরিচ্ছদ হয়, শীতবৃষ্টিতে কিছুই করিতে পারেনা। পালক পরিবর্ত্তন কালে সচরাচর পক্ষীরা প্রায় দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং রোগেতে দুঃখিত হয়। পক্ষীদিগের পাখাতে যে বড়ং পালক থাকে, ইংলণ্ডীয় লোকেরা ঐ পালকে লিখিবার কলম প্রস্তুত করে। কিন্তু সকল পক্ষীর বড়ং পালক থাকে না, যেসকল পক্ষীর পাখাতে কুইল অর্থাৎ বড় পালক নাই, তাহারা ভালরূপ উড়িতে পারেনা, কারণ শূন্য মার্গে উড়িবার জন্য কুইলযুক্ত বড়ং পালক নিতান্ত আবশ্যক করে। উষ্ট্রপক্ষী ও পাতিহাঁস এবিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

প্রত্যেক জাতীয় পক্ষীদিগের এক এক প্রকার পৃথক্ স্বর থাকে, কতক জাতি অন্য জাতির শব্দ সহজে অনুকরণ করিতে পারে, বরঞ্চ এমত পক্ষী ও পক্ষিণীর সঙ্গে যদি কতককাল ভিন্ন জাতি পক্ষীর শাবক রাখা যায়, তবে সে কতককাল শাবক পালক জাতির শব্দের ন্যায় প্রায় শব্দ করিয়া থাকে। আমেরিকা দেশীয় [illegible] দেশের এবং বঙ্গদেশীয় শালিক পক্ষীদিগকে মনুষ্য স্বর ভিন্নং রবানুসারে এমনি স্পষ্ট কহিয়া কথা কহিতে দেখাগিয়াছে, যে উহা মানব কি বা পক্ষীর ধ্বনি

হঠাৎ লোকে উপলব্ধ করিতে পারে নাই। কেনেরি উপদ্বীপে এক প্রকার পক্ষী আছে, সচরাচর লোকে তাহাকে কেনেরী কহিয়া থাকে. ঐ কেনেরী পক্ষী ভিন্নং সময়ে ভিন্নং স্বর প্রকাশ করিয়া এমনি গীত গায়, যে, তৎশ্রবণে আমাদিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শোকের পক্ষী অর্থাৎ টিয়া হীরামোহন মদনা কাকাতুয়া প্রভৃতি পক্ষীদিগের বাক্য কথন ক্ষমতা যে বিশেষরূপে আছে. বোধ হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই, ইহারা অনা-য়াসেই দুই তিনটি পদ বা দুই তিনটি পংক্তি অভ্যাস করিয়া স্পষ্টরূপে তাহা বলিতে পারে, স্বর বা বাক্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য করে না। এক বার এক ইংরাজ একটি হীরামোহন পুষিয়া ছিলেন, তাহাকে সকলে পাল করিয়া ডাকিত, পালের পঞ্চাশটি ইংরাজী গীত অভ্যাস ছিল, গাইবার সময় পাল পদদ্বারা তালমান রাখিয়া স্পষ্টরূপে শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এমনি গীত গাইত যে তৎশ্রবণে জাহাজ বৃদ্ধ বালক ভৃত্যাদি সকলেই পুলকিত হইতেন। পালক পরিবর্ত্তন সময়ে পাল ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হওয়াতে আর গীত গাইত না, কেহ গাইতে বলিলে সে পীঠ ফিরাইয়া বলিত. পালের ব্যামোহ হইয়াছে, পাল গাইতে পারিবে না। শুক পক্ষী আমাদের দেশে সকলকার বাটীতে সমাদৃত, অত-এব ইহাদিগের বিবরণ কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে লেখা কর্ত্তব্য।

শুক পক্ষিকে কে না দেখিয়াছে? ইহার সৌন্দর্য্য ও স্বরানুকরণ-ক্ষমতা প্রযুক্ত কোন্ গৃহে ইহা সমাদৃত

না হইয়াছে! কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর কি ধনবানের অট্টালিকা সর্ব্বত্রই শোকের পক্ষিরা তুল্যরূপে আদরণীয় হয়। দরিদ্রের অল্প মূল্যের টিয়া পক্ষী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের তদপেক্ষায় অধিক মূল্যের মদনা বা চন্দনা, এবং ধনবান্ ব্যক্তিদের বহু-মূল্যের লালমোহন, হীরামোহন, বা কাকাতুয়া, সকলই এক শ্রেণিস্থ পক্ষী; স্বরানুকরণ-ক্ষমতার নিমিত্তে ইহারা সকলেই প্রেমাস্পদ হইয়াছে। পরন্তু, কেবল ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিরা ইহাদিগকে প্রিয় মানে, এমত নহে; পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলেই শুক বংশের সমাদর করিয়া থাকে; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা এই শ্রেণিস্থ পক্ষিদিগের পোষণে নিতান্ত অনুরক্ত হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশের রাজমহিষীরা ভারতবর্ষ হইতে উত্তম মদনা ও চন্দনা পক্ষি আনয়নার্থ বহু-ব্যয় স্বীকার করিতেন। অধুনা কলিকাতাস্থ অনেকে দক্ষিণ আমেরিকা দেশের এক প্রকার উৎকৃষ্ট শুক পক্ষির নিমিত্তে ৫০০ টাকা দিতে উদ্যত আছেন। এই শুক শ্রেণিস্থ সমস্ত জীবদিগের চঞ্চু-খণ্ডের অগ্রভাগ বক্র হইয়া থাকে, এই কারণবশতঃ ইহাদিগকে সংস্কৃত শাস্ত্রে "বক্রতুণ্ড" শব্দে কহে; এই লক্ষণদ্বারা এতৎ শ্রেণিস্থ প্রাণিদিগকে নিরূপণ করা সুসাধ্য হয়।

এই চঞ্চুর্দ্ধ খণ্ডের আর এক বিশেষ লক্ষণ এই, উহা গতিবিশিষ্ট ও উহার মূল পক্ষ-রহিত ত্বকে আবৃত থাকে, এবং ঐ ত্বকের উপরে গোলাকার নাসিকা দৃষ্ট হয়। চঞ্চ্বধঃ খণ্ডের অগ্রভাগ ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়া থাকে; শুক পক্ষিরা চঞ্চুখণ্ডদ্বয়ের দ্বারা প্রবাল-ছেদক কর্ত্তরির ন্যায় অনায়াসে অতি কঠোর ফল-ত্বককে ভগ্ন

করত ভক্ষণ করে। গৃহপালিত শুক পক্ষিরা সর্ব্বদা ভোজনার্থে কোমল দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের চঞ্চু উত্তমরূপে ব্যবহৃত না হইবায় উহা বিকৃতাকার বৃহৎ হয়; এই জন্য উহারা ইহার সদুপায় করণার্থে সর্ব্বদা আপনং দণ্ড কর্ত্তন করে। শুক পক্ষির অঙ্গুলি পুরোবর্ত্তি, মূলের কিয়দংশ ত্বচে আবৃত থাকে, অপর অঙ্গুলীদ্বয় পশ্চাদ্বর্ত্তি এবং তাহাদের মূল সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

শুকপক্ষীগণ উষ্ণদেশপ্রিয়, অতএব পৃথিবীর উষ্ণ কটিবন্ধের সর্ব্বত্র প্রাপ্য হয়: পরন্তু ইহারা উড্ডয়মান হইয়া বহু দূর গমন করিতে পারে না, সুতরাং উষ্ণকটিবন্ধের এক প্রদেশের শুক বংশের সহিত অপর প্রদেশের বংশের সংশ্রব হয় নাই।

শুক পক্ষিরা অতি দীর্ঘজীবী। ইহাদের কোনং বংশাগ্র পক্ষী শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিতবান ছিল এমত প্রমাণ আছে: প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লে-বেলান্ট সাহেব লেখেন যে তিনি আমস্টরডম নগরে হুইসর নামক জনৈক সাহেবের গৃহে একটা শুক পক্ষী দেখিয়াছিলেন; তাহা ঐ ব্যক্তির নিকট দ্বাত্রিংশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ছিল: এবং তৎপূর্ব্বে উক্ত সাহেবের খুল্লতাতের গৃহে উহা ৪১ বৎসর কাল যাপন করিয়াছিল। সুতরাং যখন লে-বেলান্ট সাহেব তাহাকে দেখিয়াছিলেন তখন তাহার বয়ঃক্রম ৭৩ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। ষষ্টি বৎসর কাল-পর্য্যন্ত এই পক্ষী অতি স্পষ্টং ধ্বনিতে নানাবিধ বাক্য উচ্চারণ করিত; উচ্চৈঃস্বরে তদ্বাটীস্থ ভৃত্যদিগকে ডাকিত, এবং তাহার প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহার পাদু-

কা আনয়ন করিত। তৎপরে ক্রমশঃ তাহার স্ফূর্ত্তির হ্রাস হয়, এবং সে জড়তা প্রাপ্ত হয়। ষট্‌ বৎসর পর্য্যন্ত এই পক্ষী প্রতিবর্ষে একবার করিয়া পক্ষ পরিবর্ত্তন করিত, কিন্তু তৎপরে তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় নাই; এবং তাহার অঙ্গের রক্ত বর্ণ পক্ষ সকল পীত-বর্ণ বিশিষ্ট হইয়াছিল।

গায়ক পক্ষিরা কি মনোহর পক্ষী, গ্রীষ্ম এবং বসন্তাগমে বারাসত এবং উদ্যানস্থ বড় বড় বৃক্ষের শাখায় বসিয়া যখন তাহারা মধুর স্বরে গান করিতে থাকে, তখন তাহা শুনিলে আমাদিগের কর্ণ কি পরিতৃপ্তই হয়। শ্যামা, দইয়াল্, বুল্‌বুল্, দনিয়া, কোকিলাদি পক্ষিগণ এ বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া থাকিলেও যখন ইহাদিগের বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য ধ্বনি শুনিয়া লোকে চমৎকৃত হয়, তখন স্বাধীনাবস্থায় বনে থাকিয়া তাহারা যখন মধুর ধ্বনি করে, তখন তাহা শ্রবণে শ্রোতার যে কত সুখ জন্মায় তাহা বলিতে পারা যায় না। পক্ষিদিগের গীত এক প্রকার ভাষা স্বরূপ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক ব্যক্তি বাল্য কালে লেখাপড়া না করিয়া বনে বাগানে মাঠে ঘাটে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তাহাতে নানা প্রকার পক্ষীর রব সে সর্ব্বদা শ্রবণ করিত, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষির রব নিয়ত শ্রবণ করিয়া তাহার এমনি জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, না দেখিয়াও, শুদ্ধ পক্ষী পক্ষিণীর ধ্বনি দ্বারা সে ঐ পক্ষীর নীড় কোথায় আছে, বাসাতে ডিম্ব বা শাবক আছে, কয়টি শাবক এবং তাহাদের বয়স কি এ সকলই বলিয়া

দিতে পারিত। চিড়িয়া খানায় যে সকল ব্যক্তি ভৃত্য-কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তাহারাও পক্ষীর রব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের অভাব এবং সুখ সচ্ছন্দ সকলই বুঝিতে পারে। জগদীশ্বর আপন হস্তকৃত জীবদিগের উপর যে কাতিশয় যত্ন করেন, অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে পক্ষীর নীড়ে তাহার বিশেষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। যে স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারা বিহঙ্গমগণ আপনাপন নীড় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে তাহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার যে আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে কৌশলে তাহারা স্ব স্ব পত্রকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, যে কল্পনা দ্বারা তাহারা উহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, যে পদার্থ মনোনীত করিয়া তাহারা নীড় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, এবং নির্ম্মিত-নীড়ে যে কঠিনতা দার্ঢ্য ও কারিগরি দেখা যায়, সে সকলই আমাদের যে অতীব প্রশংসার যোগ্য তাহা কে অস্বীকার করিবে। ক্ষুদ্র শিল্পকারী-গণ অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ব্যবহার করে না, সামান্য সামগ্রী লইয়া শুদ্ধ চঞ্চু এবং নখের সহকারে যে অত্যদ্ভুত নীড় নির্ম্মাণ করে, ইহা কিছু সামান্য আশ্চর্য্যের কর্ম্ম নয়।

ঐশিক শক্তিদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া পৃথক্ ২ পক্ষীজাতি পৃথক্ ২ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগের বাসোপযুক্ত নীড় নির্ম্মাণ করে, যে স্থানে বাস হইলে তাহাদের অভাব সংপূরণ অনায়াসে হয়, যে স্থান তাহাদের রক্ষার পক্ষে অত্যুপযুক্ত, সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তাহারা বাসা নির্ম্মাণ করে না। কতকগুলী পক্ষী শুষ্ক তৃণ বৃক্ষমূল পাতা এবং ছোট২ খাগড়া প্রভৃতি সামান্য লঘুদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নীড় প্রস্তুত করে, কতক

পক্ষী কাদা এবং পশম সংযোগে ঐ নীড়ের চতুর্দ্দিক এমনি লেপন করে, যে তাহার ভিতর দিয়া বায়ুও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। টুনটুনী প্রভৃতি পক্ষীরা উদ্ভিজ্জের আঁশ ও সূতার সংযোগে দুইটি পাতা সংলিপ্ত করিয়া এমনি একটি নীড় নির্ম্মাণ করে যে তদ্দর্শনে আমাদিগের চক্ষের পাপ দূর হয়। হর্ণিং পক্ষী নামে ইউরোপে একপ্রকার পক্ষী আছে, নীড়-নির্ম্মাণ করণ সময়ে তাহারা দুটি নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তাহার একটিতে পক্ষীটি এবং অন্য একটিতে পক্ষিণী বাস করে। শিল্পকর্ম্ম করণে স্ত্রী-পক্ষিণীদের যত নৈপুণ্য থাকে, পুং পক্ষীর তত নৈপুণ্য থাকে না, এজন্যে নীড়-নির্ম্মাণ সময়ে পুং পক্ষীতে আয়োজন করিয়া দেয়, স্ত্রীপক্ষী বসিয়াই যথাস্থানে ঐ দ্রব্যাদি স্থাপন করত নীড় নির্ম্মাণ করে। কিন্তু একটি আশ্চর্য্য কথা এই, পরিশ্রম সাধ্য নীড় নির্ম্মাণ-কর্ম্মে পক্ষিণীরা নিযুক্ত থাকে বলিয়া, পক্ষী সকল তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কত যত্ন পায়, তাহারা ভিন্ন২ স্থান হইতে খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেয়, বৃক্ষ শাখায় বসিয়া সুমধুর স্বরধ্বনি করত স্ত্রীর চিত্ত প্রফুল্ল করে।

পক্ষীজাতির নীড়ের আকৃতি বিবিধপ্রকার হয়, কোন সামান্য কেহবা অনেক শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের নীড় নির্ম্মাণ করে। কাদাখোঁচা পক্ষী পেরু এবং টিটিরপক্ষীরা শুষ্কপল্লব এবং তৃণ সংগ্রহ করত ভূমির উপরে বাসা নির্ম্মাণ করে, কিছুমাত্র কারিগরি করে না, কোনমতে বাসায় জল প্রবিষ্ট না হইলে

পারিলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। শালিক দইয়াল ও টিয়া প্রভৃতি পক্ষীগণ পর্ব্বতগহ্বর ভগ্ন প্রাচীরের ছিদ্র এবং বৃক্ষ কোটরে উষ্ণ এবং সুখজনক নীড় করিয়া সুখে কালযাপন করে। কোন পক্ষী কাঁশা ও পিতল বাটীর ন্যায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করে, অন্যেরা আমাদিগের পাকাদিকর্ম্মের উপযুক্ত চুলা এবং তুম্বুরবৎ বাসা করিয়া থাকে। বাবুই প্রভৃতি ক্ষুদ্র পক্ষীগণ চঞ্চুদ্বারা বড়ং তালগাছের পত্র ছিন্ন করত থলিয়ার আকারে দোলায়। তেজোলা এমনি আশ্চর্য্য নীড় বানায়, যে তদ্দর্শনে মহাপণ্ডিত শিল্পিকদিগেরও গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। প্রবাদ আছে বাবুইবাসার ন্যায় চুপড়ি করিবে বলিয়া চীনদেশীয় লোকেরা বিস্তর যত্ন করিয়াছিল, কিন্তু কোনমতেই সেরূপ করিতে পারে নাই. ইহাতে চীনরাজ স্বদেশীয় শিল্পিকদিগের প্রতি বড়েই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আম্রাদি বৃক্ষশাখার উপরিভাগে যে সকল পক্ষী নীড় নির্ম্মাণ করে, নীড়ের দ্বার দিয়া জল যেন তাহাদিগের বাসায় প্রবিষ্ট হইতে না পায়, এ বিষয়ে তাহারা বড়ই সাবধান থাকে। শত্রু নিবারণের নিমিত্ত তাহাদিগের মধ্যে অনেকে বৃক্ষশাখার বর্ণসম পল্লবাদি সংগ্রহ করিয়া নীড়ের বহির্ভাগ শাখার সহিত একবর্ণ করিয়া রাখে, তাহাতে শত্রু তাহাদিগের নীড় হঠাৎ অন্বেষণ করিয়া পায় না। অস্মদ্দেশীয় লেকড়া বুলবুলের ন্যায় লম্বা লেজ সমন্বিত একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহাদিগের বাসা এক একটি ডিম্বের ন্যায়, ঐ অণ্ডবৎ বাসার উপরিভাগে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্র তাহাদিগের প্রবেশদ্বারস্বরূপ।

তাহারা প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে তিন চারিটি বড় বড় পালক গড়াইয়া ভাবে রাখে, তাহাতে বৃষ্টি হইলে জল ঐ পালকের উপর পড়িয়া একেবারে গড়িয়া যায়, কোনমতেই নীড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। শাবক হরণ করিবার মানসে একবার এক ব্যক্তি উপরিস্থিত ছিদ্রদ্বারা ঐ পক্ষীদিগের নীড়মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে অভ্যন্তরবর্ত্তী উপরিস্থিত অনেকগুলি পালক তাঁহার অঙ্গুলিতে লাগিল। তদ্দ্বারা শাবক রক্ষার্থে পক্ষিদিগের যত্ন এবং বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, শাবক অপহরণ আর করিলেন না।

অন্যদেশীয় ভামচড়া পক্ষির কথা। যাবাদ্বীপে এক জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষী আপন মুখনির্গত লালা দ্বারা আপনার নীড় নির্ম্মাণ করে। ঐ নীড় বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য এই যে তাহা জলে সিদ্ধ করিলে তাহার সমুদায় অংশই দ্রব হইয়া মাংসের ঝোলের ন্যায় অতি সুস্বাদু ঝোল প্রস্তুত হয়, কিছুমাত্র নষ্ট কি কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না। চীন দেশীয় মনুষ্যেরা এই ঝোলকে অত্যন্ত লোভ ও পুষ্টিকর জ্ঞান করে; এবং তাহাদিগের চিকিৎসকেরা নানাবিধ রোগোপশমনার্থে ইহা পথ্যরূপে নিরূপণ করিয়া থাকেন, সুতরাং অনেকেই ইহার প্রয়াসী হওয়াতে ইহা বহুমূল্য হইয়াছে, এবং সচরাচর সুবর্ণের সহিত তুল্যমূল্যে বিক্রয় হয়।

এতদ্দেশীয় বাবুই পক্ষির সুচারু নীড় সকলেই দেখিয়াছেন। ইহাদিগের এক তালা, দেড় তালা, দো তালা, এবং কদাপি তিন তালা বাসা যে কি আ-

পর্য্য নৈপুণ্যের সহিত রচিত হয় তাহাও অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে যে রজনী-যোগে বাবুই পক্ষিরা যথার্থ বাবুয়ানার নিয়মে আপন আপন গৃহ দীপালোকে প্রদীপ্ত করিয়া থাকে; এবং বিলাতি কাচের দেয়ালগিরির অভাবে বাসার দেয়ালে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিয়া তাহাতে জোনাকিপোকা সংলগ্ন করত স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধ করে। গৃহপালিত বাবুই-পক্ষীরা আপনং প্রতিপালকদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের আজ্ঞানুসারে বারুদ পুরিয়া পিস্তল ছুড়িতে পারে। শুনিতে আছি যে পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন সুচতুর-নায়কেরা এই পক্ষী প্রেরণ করত দূরস্থ নায়িকার মস্তক হইতে টীকাভূষণ অপহরণ করিয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকায় এই পক্ষির নাম বাল্টিমোর, গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে ইহারা নগরে আগমন করত উচ্চ বৃক্ষাগ্রে আপন আপন মনোহর নীড় নির্ম্মাণ করে। এতৎসময়ে তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা অতি সাবধানে রেশম ও সূত্রাদি রৌদ্রে শুষ্ক করেন, কেননা অবকাশ পাই-লেই এই পক্ষিরা ঐ সূত্রাদি চুরি করিয়া আপনং আবাস নির্ম্মাণার্থে লইয়া যায়। ঐ নীড় নির্ম্মাণার্থে শণ, পাট, কার্পাস, রেশম, কেশ, লোম যে কিছু সূত্রবৎ কোমল বস্তু তাহারা প্রাপ্ত হয় তাহাই সংগ্রহ করে, এবং তৎসমুদায় অশ্ব-কেশদ্বারা অতি সাবধানে সীবিত করিয়া অতি পরিপাটী নীড় প্রস্তুত করে। নীড়ের অধোভাগ গোকেশদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অশ্ব-কেশদ্বারা অপর বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয়। দুই হই-

আছে যে সকল বাল্যঠোর্‌ পক্ষির নীড় তুল্যাকার হয় না, তাহার পারিপাট্য-বিষয়ে বিশেষ তারতম্য আছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐ তারতম্য তাহাদের বয়ঃক্রমভেদে ঘটে; বয়সের আধিক্যের সহিত এই পক্ষিরা নীড় নির্মাণে উত্তরোত্তর পারদর্শী হয়। পক্ষি-বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে যদ্যপি পক্ষিরা কেবল প্রাকৃতিক সংস্কার বশতঃ নীড় নির্ম্মাণে রত হয়, বিবেচনা বশতঃ তৎকর্ম্ম করে না, তবে তাহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রাপ্তির কারণ কি!

সকল পক্ষী ডিম্ব প্রসব একরূপ করে না, জাত্যনুসারে প্রসূত ডিম্বের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, এবং বর্ণেরও বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। যদি কোন প্রকারে উপক্রান্ত না হয়, তবে পক্ষিণী যথা-নিয়মিত ডিম্ব প্রসব করিয়া নিরন্তর তদুপরি ভাগে উপবেশন করত উষ্ণতা প্রদান করে, উহাকে আমরা ডিম্বে তা দেওয়া বলি; সাংসর্গিক বা সামাজিক নহে, পরমেশ্বর সকল জীবকে স্বাভাবিক জ্ঞান প্রদান করিয়া যে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন, পক্ষিজাতির ডিম্বে তা দেওয়া তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। ডিম্ব ত্যাগ করিয়া যদি পক্ষী অল্প-ক্ষণের নিমিত্ত স্থানান্তরে যায়, তবে সেই ডিম্বে শীতল বায়ু লাগিয়া তদভ্যন্তরস্থ শাবক-গণের প্রাণ নষ্ট হইবে। পরমেশ্বর এই জ্ঞানটি তাহাদিগকে এমনি দৃঢ়তর রূপে দিয়াছেন, যে, তাহারা সচরাচর অভ্যাসের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া, যতদিন পর্য্যন্ত ডিম্ব হইতে শাবক বহির্গত না হয়, ততদিন ঐ ডিম্বে তা দেয়, ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইলেও উঠিয়া যায় না! এই অবস্থায়

যদি পুং-পক্ষীগুলা স্ত্রী-পক্ষিণীদের প্রতি নিতান্ত অনুকূল হইয়া ইতস্ততঃ গমন-পূর্ব্বক খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া তাহাদিগকে না যোগাইত, তবে তাহারা প্রাণে নিহত হইত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পক্ষিণীদিগের এমনি স্বাভাবিক মায়া ও অপত্যস্নেহ, অণ্ডে তা দিবার সময়ে শিকারী লোকেরা আস্তে আস্তে যাইয়া তাহাদিগের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া আনে, ইহা তাহারা চক্ষে দেখিতে পায়, তথাপি সন্তান-বিনাশের ভয়ে সহসা উড়িয়া পলায় না। কোকিলাদি কতকগুলি পক্ষী অন্য পক্ষির বাসায় স্ব স্ব ডিম্ব রাখিয়া আইসে। আপনারা কিছুমাত্র যত্ন করে না, আপন সন্তান-জ্ঞানে কাকাদি পক্ষীরা তাহাদের ডিম্ব যথানিয়মে ফুটায় এবং শাবক প্রতিপালন করে। সকল পক্ষীর ডিম্ব প্রস্ফুটনের কাল এক প্রকার নহে, কেহ এক সপ্তাহ, কেহ দুই সপ্তাহ, কেহ তিন সপ্তাহ কেহ বা মাসাবধি ডিমে তা দেয়। উত্তমাবস্থায় রাখিলে পক্ষীরা বহুকাল বাঁচিয়া থাকে, এমন প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তির উৎক্রোশ এবং টিয়া পক্ষী একশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিল, আর এক ব্যক্তির রাজহংস এবং ঘুঘুপক্ষী বিংশতি বৎসর বাঁচিয়া শেষে প্রাণ ত্যাগ করে।

পক্ষী ব্যতীত অনেক জীব অণ্ড প্রসব করে। জীব-ভেদে অণ্ডাবয়বের অনেক ভেদ হয়। শুদ্ধ গোলাকার ডিম্ব অনেক আছে; কীট-পতঙ্গাদির অণ্ড প্রায় তদ্রূপ। হাঙ্গরের অণ্ডের চারি স্থানে এক একটী দীর্ঘীকৃত শলাকা থাকে। অম্বুপুষ্পনামক এক প্রকার জলজ কীট আছে, তাহার অণ্ড সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকাবৃত;

এবং পতুরেলা নামক এক প্রকার পতঙ্গের অণ্ড কোণে আবৃত হয়। কোনং অণ্ড শলাকার ন্যায় দীর্ঘ, কেহ বা ত্রিকোণবিশিষ্ট, এবং কাহার বা অণ্ড অসম।

সকল অণ্ড এক নিয়মে প্রসূত হয় না। অনেকেই এক একটী করিয়া ক্রমশঃ প্রসূত হয়, যথা পক্ষ্যাদির অণ্ড। কোনং অণ্ড জরায়ুহইতে এককালে বহুসঙ্খ্যায় নির্গত হয়। ঐ নির্গমন-কালে কোনং জীবের অণ্ড ত্বক্ বা শ্লেষ্মায় আবৃত থাকে। কথিত আছে, উইপোকা ২৪ ঘন্টায় ৮০,০০০ অণ্ড প্রসূত করে; এবং নাইডিস্ নামক সামান্য কোন কীট তদপেক্ষায় অল্প কালে ১০,০০,০০০ অণ্ড নির্গত করে।

প্রসবানন্তর সকল অণ্ড একাবস্থায় থাকে না। পক্ষির অণ্ড যথোপযুক্ত নীড়ে সংরক্ষিত হইয়া পিতৃমাতৃকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়। মৎস্যাণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বয়ং জলস্রোতে সঞ্চালিত হইতে হইতে প্রস্ফুটিত হয়। পতঙ্গেরা আবাস নির্ম্মিত করে: তন্মধ্যে ভাবি অপত্যের উপযুক্ত কিঞ্চিৎ খাদ্য সংস্থাপিত করিয়া তথায় অণ্ড প্রসূত করত আপন জীবন-যাত্রার শেষ করে; অপত্যোৎপাদনের অপেক্ষায় আর জীবিত থাকে না। চিঙ্গড়ী মৎস্য ও কর্কটীর অণ্ড তাহাদের উদরের উপর সংলগ্ন থাকে; এবং মনকুলস্-নামক জলজ জীবের পুচ্ছের নিকট তাহার অণ্ড সংলগ্ন থাকে। মণ্ডূকেরা আপন অণ্ড স্কন্ধে বহন করে: তন্মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে ঐ অণ্ড স্ত্রীর পরিবর্ত্তে পুংমণ্ডূকেরা বহন করিয়া থাকে। অনেক মক্ষিকা আপন অণ্ড অন্য জীবের দেহে প্রসব করিয়া দেয়। কোনং জীব যে কোন্

স্থানে হউক অণ্ড প্রসব করিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করে : অণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কোন উদ্যোগ করে না।

অণ্ড প্রসূত হইবামাত্র তন্মধ্যে ভাবিজীবের শরীর গঠিত হইতে আরম্ভ হয় না। প্রসবের পর অণ্ড কিয়ৎ কাল স্তব্ধ বা সুষুপ্তাবস্থায় থাকে। ঐ স্তব্ধাবস্থার পরিমাণ সকল জীবে তুল্য নহে। হংস যে কয়েক দিবস ক্রমাগত অণ্ড প্রসব করিতে থাকে, তত দিবস প্রসূত অণ্ডমধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অণ্ডোপসেব-হইতে স্থগিত হইলে ঐ অণ্ডের সূক্ষ্মমধ্যে শাবকের অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। রেশম-কীটের অণ্ড ঋতু-ভেদে একপক্ষ হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত স্তব্ধ থাকে ; বল্মীকের অণ্ড এক বৎসর স্তব্ধ থাকে। পঙ্গপালের অণ্ড প্রসূত হইবার পর দ্বাদশবৎসর স্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে প্রস্ফুটিত হয়। বৃক্ষের বীজ অণ্ডস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেও অতি দীর্ঘ কালপর্য্যন্ত সুষুপ্ত থাকিয়া পরে ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করে। মিসরদেশে তিন সহস্র বৎসর প্রাচীন গোধূম অঙ্কুরিত ও ফলবান্ হইয়াছে।

অস্মদ্দেশীয় গৃহবাজ কপোতের ন্যায় হলাণ্ড দেশে এক প্রকার কপোত আছে। তাহাদিগের উড্ডয়ন-শক্তি সাতিশয় আশ্চর্য্য হয়, জন্মস্থান হইতে বহু-দূরে লইয়া গিয়া যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে পথ চিনিয়া অকাল-বিলম্বে পুনরায় তাহারা সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। অল্প-দিন হইল, পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হলাণ্ড হইতে ছাপান্নটি কপোত লণ্ডনে আনিয়া প্রাতে বেলা সাড়ে চারিটার সময় ছাড়িয়া

দিয়াছিল, তাহাতে দুই প্রহর না হইতেই সমুদায় কপোত-গুলাই পুনরায় হলাণ্ডে গিয়া পৌঁছে। তন্মধ্যে নেপোলিয়ন নামে একটি কপোত পেলা নগরী দশ ঘণ্টার সময়ে আপন বসতি-স্থানে যায়। লণ্ডন হইতে হলাণ্ড ঠিক সোজা সমান রেখায় প্রায় একশত পঞ্চাশ ক্রোশ দূর হইবে, ছয় ঘণ্টার মধ্যে এত দূর পথ যাওয়া বড় সামান্য ব্যাপার নহে, প্রত্যেক ঘণ্টায় পাখীটা অনেকই পঁচিশ ক্রোশ পথ গমন করিয়াছিল। শিক্ষিত কপোতেরা কখন ঠিক সোজা উড়িয়া যায় না, উহারা প্রথমতঃ শূন্যমার্গে ঘুরিয়ে ফিরিতে থাকে, পরে সোজা পথে উড়িতে আরম্ভ করে। ইহাতে বোধ হয় অনেক সময় পথ নষ্ট হয়, অতএব ঠিক চলিবার নিমিত্ত ঘুরিয়া সময় নষ্ট করিলেও যখন প্রথম কপোতটি অল্পকালের মধ্যে হলাণ্ডে উপস্থিত হয়, তখন সে কত বেগে গমন করিয়াছিল, তাহা অনুভব করাই দুষ্কর।

কপোত পক্ষির উড্ডয়ন-শক্তি সম্বন্ধীয় বিবরণে আমেরিকা দেশে আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, তাহা এই, এক ব্যক্তি পিস্তল দ্বারা একটি কপোত বধ করিয়াছিল, বধ করিয়া পক্ষীটার উদর বিদীর্ণ করাতে সে দেখিতে পাইল যে, তন্মধ্যে গোটা কয়েক কাঁচা ধান্য রহিয়াছে: চারি পাঁচ ঘণ্টার ঊর্দ্ধ পক্ষীটি তাহা ভোজন করে নাই। তদ্দর্শনে ঐ ব্যক্তি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনের বিবেচনা করিল, কারণ ধান্য তো আমাদের দেশে জন্মায় না, যে স্থানে উহা উৎপন্ন হয়, সেস্থান প্রায় এখান হইতে দুইশত ক্রোশ দূর হইবে, তবে পক্ষীটা কেমন করিয়া চারি ঘণ্টার মধ্যে

যেস্থান হইতে আসিয়াছিল, সত্বর আসুক বা না আসুক, প্রতি ঘন্টায়, পঞ্চাশ ক্রোশের ন্যূন পক্ষীটা কোনমতেই আসে নাই।

উৎক্রোশ এবং শ্যেনপক্ষী-দিগের ন্যায় পেচকও শিকারী পক্ষী বলিয়া গণনীয়, বাজ পক্ষীদিগের ন্যায় উহাদিগের চঞ্চুও ক্ষুদ্র বক্র এবং তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, তাহাদের প্রিয় খাদ্য মূষিকাদিকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে বলিয়া পরমেশ্বর তাহাদিগকে ঐ রূপ চঞ্চু দিয়াছেন। পেচক-দিগের চক্ষু বাজপক্ষীর চক্ষুর ন্যায় উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার বটে, কিন্তু আকারে পেচকচক্ষু কিছু বড় এবং পূর্ণ হয়, রাত্রিকালে পেচকেরা আহারান্বেষণ করিয়া বেড়ায় এইজন্যই তাহাদিগের চক্ষু স্বভাবতঃ এরূপ হইয়া থাকে। ইন্দুরাদি ভূমিগর্ত্ত-বাসী জন্তু সকল বড়ই চতুর এবং ধূর্ত্ত, অল্প একটু শব্দ সঞ্চার হইলে তাহারা গর্ত্তে নতুবা ঘাসের বনে প্রবেশ করে, একারণ তাহাদিগকে শিকার করিবার নিমিত্ত নিস্তব্ধতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির বড়ই প্রয়োজন করে। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি কৌশলে পেচকদিগের ঐ সমুদায় শক্তি আছে, তাহাদিগের ডানার পালক এমনি কোমল এবং নমনীয় যে, তাহা সঞ্চালন করিলে বায়ুরোধ দ্বারা কিছুমাত্র শোঁ শোঁ শব্দ করে না, তদ্দ্বারা তাহারা নীরবে একেবারে নামিয়া মূষিক শিকার করে। বন্য হংস এবং পেচক-জাতির উড্ডয়নশব্দ-বিষয়ে আমরা কত প্রভেদ দেখিতে পাই, নিশীথ-সময়ে অতি দূর হইতেও তাহাদিগের পাখার শোঁ শোঁ শব্দ শুনা যাইতে পারে। টিটির পক্ষীদিগের

শাখা ফটকানের কোমল শব্দ যদিও প্রথমে পেচকের ন্যায় বোধ হয়, তথাপি উহার সাঁই সাঁই কোমল শব্দ শুনিয়া কর্ণের বড়ই সন্তোষ জন্মায়, শূন্যমার্গে উঠিয়া গোলাকারে যখন তাহারা চতুর্দ্দিকে ফিরিতে থাকে, তখনই ঐ অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যশব্দ আমাদের কর্ণগোচর হয়।

পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডীয় লোকেরা পেচককে বিপদের অগ্রচিহ্ন বোধ করিত, এজন্য খৃষ্টের জন্মদিন পর্ব্বের সন্ধ্যাকালে পেচক শিকার করায় তাহাদের বড়ই আমোদ ছিল। এখনও অস্মদ্দেশীয় মূর্খ লোকেরা পেচকের শব্দকে যেরূপ অমঙ্গলজনক বোধ করে, তথাকার মূর্খলোকে সেইরূপ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডবাসী সামান্য কৃষক পরিবারের মধ্যে যদি কাহারও পীড়া হয়, আর দৈবাধীন পেচক আসিয়া যদি তাহাদিগের গৃহের উপরিভাগে বসে, তাহা হইলে পীড়িত ব্যক্তির অবশ্যই প্রাণ বিনাশ হইবে, তাহারা এমন বোধ করে। দুর্ঘটনার শান্তির নিমিত্ত তাহারা কতই অমূলক মিথ্যাধর্ম্মের কর্ম্ম করিয়া থাকে। নিশীথ সময়ে পেচকের শব্দ যেরূপ ভয়ঙ্কর, তাহাদিগের যেরূপ আকার, অব্যক্ত অপরূপ শব্দে তাহারা যেরূপে ভূমির উপরিভাগে শিকার করে, তাহাতে মূর্খ কুসংস্কার-বিশিষ্ট লোকে তাহাদিগকে যে দুর্ঘটনার অগ্রচিহ্ন বলিবে, ইহা বড় অসম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, পেচককে যে যাহা ইচ্ছা বলুক, শস্যরক্ষার বিষয়ে পেচকের ন্যায় উপকারী পক্ষী একটিও দেখা যায় না, যে সকল কীট এবং কৃমি আমাদিগের শস্যহিংসক, উহারা তাহাদিগকেই আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। পেচক অপেক্ষা

আর দুই চারিটি বড়২ পক্ষীতে এরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে বটে, কিন্তু নির্দোষ পেচারা যেরূপ করে, সেরূপ কেহই করে না।

পেচকদিগের আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ে ইংলণ্ডদেশে বড়ই একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহা এই। একবার ইংলণ্ডস্থ সমরসেট নামক প্রদেশে ইন্দুরের বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়, সমস্ত প্রদেশের গ্রীষ্মকালীয় শস্য তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলে। শস্যহিংস্রক দুষ্ট জীবদিগের বিনাশার্থ কৃষকেরা নানা উপায় করে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। এক দিন রাত্রিকালে এক জন কৃষক বাঁশ ঠক ঠক করিয়া ইঁদুর তাড়াইতেছে, এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র কর্ণ-পেচক সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, পেচাটা আসিয়া দুই তিনটা ইন্দুর মারিয়া উড়িয়া গেল, ইহা দেখিয়া কৃষক আহ্লাদিত হইয়া আর বাঁশ বাজাইল না; কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখিল, আটাইশ টা পেঁচা একেবারে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া মূষিক-বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেদিন তো এইরূপে গেল, পরদিন শত শত পেচক একত্র হইয়া সমরসেট প্রদেশীয় সমস্ত ক্ষেত্রের ইন্দুর বিনাশ করিতে লাগিল, এইরূপ এক সপ্তাহ করাতে মূষিকের প্রাদুর্ভাব আর কিছুমাত্র রহিল না, কৃষকেরা শস্যরক্ষার বিষয়ে একেবারে নিরাপদ হইল, আর পেচক যে সাতিশয় উপকারী জন্তু ইহা তাহাদের স্থির উপলব্ধ হওয়াতে পেচকবধে কখনই আর তাহারা প্রবৃত্ত হয় নাই।

পেচক পক্ষীর অপত্যস্নেহ সাতিশয় আশ্চর্য্যজনক হয়। উহা অন্যান্য পক্ষী অপেক্ষা অধিক কি না তাহা

আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, নীড় হইতে শাবকগণ বহুদিন পৃথকৃত হইলেও পেচকগণ স্থানে২ শাবক অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করে ও আহারাদি যোগায়। একবার এক ব্যক্তি একটি পেচক-শাবক পুষিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহার প্রতিপালন করিত, শাবকটা প্রতিপালকের প্রতি অত্যন্ত প্রেমভাব প্রকাশ করিয়া তাহার হস্তহইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া খাইত। পিঞ্জরবদ্ধ শাবকটি চালের বাতায় টাঙ্গান থাকিত বলিয়া এক দিন রাত্রিকালে তাহার মাতা তাহাকে দেখিতে পাইল, দেখিতে পাইয়া পক্ষিণীর আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, নিকটে থাকিলে শাবককে সে যেরূপে প্রতিপালন করিত, সেইরূপ একান্ত স্নেহ প্রকাশ করিয়া স্বগর্ভজাত শিশু পালন করিতে লাগিল। মাতাপিতাদ্বারা কয়েক রাত্রি এইরূপ প্রতিপালিত হইত বলিয়া শাবকটি পুষ্ম-পোষকের হস্ত হইতে আর আহার গ্রহণ করিত না, প্রতিপালক নিকটে গেলে সে তাহাকে কামড়াইতে যাইত।

ইউরোপখণ্ডীয় সুইডেন দেশে একবার এক ভদ্রলোক একটি পর্ব্বতের ধারে বাস করিতেন, সেই পর্ব্বতের নিম্নভাগে তাঁহার শস্যক্ষেত্র ছিল। এক দিন একটি পেচকশাবক পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার শস্যক্ষেত্রে পড়ে, পড়িবামাত্র ঐ ভদ্রলোকের ভৃত্যেরা তাহাকে ধরিল, দেখিল শাবকটি ক্ষুদ্র নহে, বড়২ পেচকের ন্যায় তাহার সমুদায় অঙ্গ পালকদ্বারা পরিভূষিত হইয়াছিল; কুটীর মধ্যে সমুদায়

শাবক ও পাখা শক্ত হয় নাই। অস্মদ্দেশীয় মুসলমান লোকদিগের ন্যায় ইউরোপখণ্ডীয় লোকেরা কুক্কুট প্রতিপালন করে, এবং কুক্কুটের মাংস খায়, অতএব যে গৃহে ঐ ভদ্রলোকের কুক্কুট থাকিত, প্রভুর আজ্ঞায় ভৃত্যগণ রাত্রিতে পেচক-শাবককে সেই গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। প্রাতঃকালে গৃহস্বামী উঠিয়া দেখেন যে, কুক্কুট কুটীরের দ্বারে রক্তে ডুবু ডুবু একটি টিটির পক্ষী পড়িয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ টিটির পক্ষী দেখিয়া তিনি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, রাত্রিকালে বৃদ্ধ পেচক পেচিকা অবশ্যই সন্তান অন্বেষণ করিয়া থাকিবে, শাবক পালনার্থ আসিয়া তাহারা অবশ্যই এই টিটির পক্ষী ফেলিয়া গিয়াছে। সেদিন তো এইরূপে গেল, পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি একটি কুক্কুটশাবক, তার পরদিন একটি ইন্দুর এবং তৎপর দিবসে খান-কটা পচা মেষমাংস দেখিতে পাইলেন। পচা মেষমাংস দেখিয়া ভদ্রলোক স্থির করিলেন, এ মাংস পেচক পেচিকা আজি শিকার করিয়া আনে নাই, অবশ্যই উহা তাহাদের বাসায় ছিল, অন্যান্য খাদ্যের অভাবে তাহারা এই অকিঞ্চিৎকর খাদ্যদ্রব্য শাবকের জন্য আনিয়াছে। চারি পাঁচ দিন এইরূপ দেখিয়া ধাড়ী দুটাকে দেখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি রাত্রিকালে জানালা খুলিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু পেচকদিগের এমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি জানালা খুলিয়া থাকিতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত পেচক আসিত না। তিনি জানালা বন্ধ করিলেই পেচক

কুক্কুট কুটীরের নিকট খাদ্য দ্রব্য আনিয়া শাবক দেখি-বার জন্য ঝট্‌পট্ করিত। এইরূপ ক্রমাগত চৌদ্দ দিন নিতান্ত চেষ্টা করিয়া যখন ঐ পক্ষী দুটা কোন প্রকারে শাবক দেখিতে পাইল না, তখন কুক্কুট ঘরের চালে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। উভয় শাবকের প্রতি পেচকেরা যে এতাদৃশ স্নেহ প্রকাশ করে, ঐ ভদ্র লোক তাহা জানিতেন না. মাতা পিতার শোক সূচক চীৎকার ধ্বনিতে তিনি অতীব দয়ার্দ্র হইয়া শাবক ছাড়িয়া দিলেন।

ক্ষুদ্র পক্ষীরা পেচকদিগকে সাতিশয় ঘৃণা করে এবিষয়ের প্রমাণ আমাদিগকে অন্য কোন স্থানে অন্বেষণ করিতে হয় না, দৈব ক্রমে পেচক পক্ষী বিরক্ত হইয়া দিনের বেলা বাহির হইলেই ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। বোধ হয় অনেকে অনেক বার দেখিয়াছেন, প্রকৃত শত্রু-বোধে দিবা-বহির্গত পেচকদিগকে ক্ষুদ্র পক্ষীরা জ্বালাতন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করে না, এমন কি, কাকাদি বড়২ পক্ষী ও হিংস্রক শ্যেনকে দেখিয়া যেরূপ চীৎকার ও দৌরাত্ম্য করে, দিনের-বেলা পেচক পাইলেও তাহারা সেইরূপ চিৎকার করে। আমাদের দেশে বাজপক্ষীর সহকারে শিকারী লোকেরা যে-রূপ শালিকাদি ক্ষুদ্র পক্ষী মারে. ইটালী-দেশীয় শিকারীরা পেচার সাহায্যে সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র২ পক্ষী সকল পেচাকে ভাল বাসে না, দেখিতে পাইলে ঠুকরিয়া বিরক্ত করিতে চেষ্টা পায়, ইহা স্থির জানিয়া তাহারা পেচক প্রতিপালন করে, প্রতিপালিত পেচার ডানার পালক কাটিয়া দেয়, পায়ে একটী লম্বা দড়ী

বাঁধিয়া রাখে। তাহারা বন জঙ্গল বাগানাদি অথবা মাঠের ধারে যাইয়া অগ্রে পাশ বিস্তার করে, পরে পোষা পেচককে ছাড়িয়া দেয়, আপনারা পক্ষীর পায়ের দড়ী গাছটি ধরিয়া বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া থাকে। উড়িয়া পলাইবার নিমিত্ত পেচকটা যত লাফাইতে থাকে ও চীৎকারধ্বনি করে, ক্ষুদ্র২ পক্ষীগণ ক্রমে২ নিকটস্থ হইয়া তাহাকে তত ঠুকরাইতে চেষ্টা পায়। এইরূপে অনেক পক্ষী ফাঁদের উপর বসিয়া হতভাগা পেচাকে বিরক্ত করিতেছে, ইহা দেখিলেই শিকারীরা দড়ি টানিয়া ধরে, ধরিলেই অমনি পক্ষীসকল আবদ্ধ হয় আর উড়িতে পারে না, পরে শিকারীরা তাহাদের প্রাণ বধ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করে।

শিকারোপলক্ষে আর একটি আশ্চর্য্য পক্ষীর কথা লিখি, বোধ করি ইহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ সমধিক পরিতুষ্ট হইবেন।

আফ্রিকার অন্তর্গত হটেন্টট-দেশে ভ্রমণকারি অনেক সাহেব মধুপ্রদর্শক এক আশ্চর্য্য পক্ষীকে দেখিয়া তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন মধুপ্রদর্শক পক্ষীর দেহ চটকপক্ষী হইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইহারা মধু-পান করিতে অত্যন্ত আসক্ত; কিন্তু স্বয়ং মধুসংগ্রহ করণে অক্ষম; অতএব বনমধ্যে কোন স্থানে মধুর চাক দেখিতে পাইলে অতিশয় বিচক্ষণতাপূর্ব্বক ভল্লুকদিগকে তাহা দেখাইয়া দেয়; এবং ভল্লুকেরা যখন মৌচাক ভাঙ্গিয়া ফেলে তখন তাহা হইতে যে সকল মধুবিন্দু ভূমিতে পড়ে তাহাই তাহারা ভক্ষণ করে। ইহারা মধুরচাক দেখিতে পাইলেই তাহা আক্রমণ করিবার জন্য

সঙ্গির অন্বেষণ করে, ও অত্যন্ত চীৎকার করত তাহা ডাকিবার জন্য ভল্লুকদিগকে ডাকিয়া মৌচাকের নিকট পর্য্যন্ত লইয়া যায়। ভল্লুক যাইবার সময় ঐ পক্ষী তাহার অগ্রে২ উড়িয়া যাইতে থাকে, ভল্লুকের আগমনে বিলম্ব হইলে অপেক্ষায় মধ্যে২ বিশ্রাম করে, এবং ভল্লুক নিকট পঁহুছিলেই সে চীৎকার করিতে২ পুনঃ অগ্রবর্ত্তী হয়, কিন্তু মধুচাকের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে অধিক রব করে না। কখন২ অগোচর হইয়া ঐ পক্ষী সঙ্গি ভল্লুককে দূরে ফেলিয়া অধিক অগ্রে যায়, পরে সঙ্গীকে লইতে প্রত্যাগমন করত তাহার গমন শৈথিল্য দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্বরে চীৎকার করে। চাকের নিকটে ভল্লুককে উপস্থিত দেখিলে সে নিঃশব্দ হইয়া নিকটস্থ কোন বৃক্ষোপরি বিশ্রাম করে, এবং যদ্যপি তথায় আগমন করে, তাহার ভোজনাবসান অপেক্ষা করিতে থাকে। নিকটে মনুষ্য দেখিলে তাহাদিগকেও এই পক্ষিরা মধু প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিয়া থাকে। হটেন্টট জাতীয়েরা তাহাদের সাহায্যে অনেক মধু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে উক্ত জাতীয়েরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণার্থে মধুচাক ভগ্ন করিলেই তাহার কিয়দংশ পথপ্রদর্শক পক্ষীদিগকে ভক্ষণ করিতে দেয়। স্পার্ম্যান্ সাহেব হটেন্টট দেশীয় সঙ্গিগণকে উত্তম পুরস্কারের আশ্বাস দিয়া ঐ মধুপ্রদর্শক পক্ষী একটি ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহা অস্বীকার করিয়া কহিল "এই পক্ষী আমাদিগের পরম বন্ধু, আমরা কদাচ ইহাদের বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না।"

অস্মদ্দেশীয় ফিঙ্গা পক্ষীর ন্যায় ইউরোপ-খণ্ডে শরাইকশ-নামে এক প্রকার ফিঙ্গা আছে। ফিঙ্গার চঞ্চু এবং তাহাদিগের চঞ্চুতে বড় একটা প্রভেদ নাই, উভয় ক্ষুদ্র ও বক্র এবং অগ্রভাগে ছোট২ কণ্টকবৎ দন্ত-যুক্ত হয়। কিন্তু আর২ বিষয়ে বহু প্রভেদ আছে বলিয়া বর্ত্তমান প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগকে পৃথক এক জাতি শিকারী পক্ষী বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন, যথা তাহাদিগের পদ এবং পদাঙ্গুলী সকল বড় সরু, নখর গুলি সূক্ষ্ম এবং বলহীন, পরন্তু তাহাদের চঞ্চুর অগ্রভাগ এমনি তীক্ষ্ণ যে দৈবক্রমে যদি তাহারা মনুষ্যের অঙ্গুলিতে দংশন করে, তবে ধারাবাহিক শোণিত তাহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে। শরাইকশ পক্ষীদিগের স্বভাব ব্যাঘ্র পশুর স্বভাবের ন্যায় সাতিশয় নির্দ্দয় হয়, কীট পতঙ্গ যথেচ্ছা তাহারা নষ্ট করিয়া থাকে, ক্ষুধা না থাকিলেও কীট নিপাতনে তাহারা কখনই নিবৃত্ত হয় না; শুদ্ধ আমোদ ও ক্রীড়ার জন্য ঐ দুরন্ত পক্ষীগণ ক্ষুদ্র জীব-দিগের জীবন নষ্ট করে। শিকার করণের রীতি দেখিলে এই পক্ষীদিগের চঞ্চু ও থাবার বাধ্যতার অনায়াসে উপলব্ধি হয়, তাহারা কীট পতঙ্গ ছোঁ মারিয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে গিলিয়া ফেলে না, অগ্রে চঞ্চুতে ধরিয়া রাখে, পরে সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়া আহার করিতে থাকে। যদি দৈবাৎ ইন্দুর ও ক্ষুদ্র পক্ষী তাহাদের শিকারের অধীন হয়, তবে তাহারা অন্য কোন স্থানে চঞ্চু এবং নখরাঘাত না করিয়া মস্তকে আঘাত করে। মাস্তকের বেদনা বড় বেদনা, ক্ষুদ্র জীবগণ তদ্দারা বড়ই কাতর হয় আর নড়ে চড়ে না, সুতরাং

শরাইকশেরা নখ এবং চঞ্চু দ্বারা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া বহুদূরে উড়িয়া যাইতে পারে।

শরাইকশ-নামা বিহঙ্গেরা ক্ষুধা না থাকিলেও শুদ্ধ ক্রীড়া এবং আমোদের নিমিত্ত বহুসংখ্যক কীট পতঙ্গের প্রাণ বিনাশ করে। এই যে বিষয়টি উক্ত হইয়াছে, ইহাতে জগতের মঙ্গল বই অমঙ্গল হয় না, এমন প্রমাণ স্থলেও দেখান যাইতে পারে। ১৮২৯ খৃঃ অব্দের বসন্তকালে উত্তমাশা অন্তরীপে পঙ্গপালের বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়, হিংস্রক পতঙ্গগণ পালে২ আসিয়া সমুদায় বৃক্ষপত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। শস্য ও ফলবান্ বৃক্ষ নষ্ট হওয়াতে লোক সকল কাতর হইয়া পঙ্গপাল বিনাশের বিস্তর চেষ্টা পায়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তিন-চারি দিন এইরূপ ঘটনা হইলে, আফ্রিকার উত্তরাংশ হইতে এক ঝাঁক শরাইক বাজ উত্তমাশা অন্তরীপে উপাগত হয়, উপস্থিত হইয়া দিন কয়েক পঙ্গপালের এমনি বিনাশ করে, যে তদ্দ্বারা সমুদায় দুরন্ত পতঙ্গ সেস্থান হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

জন্মস্থান এবং জন্মভূমির প্রতি পক্ষীজাতির বড়ই অনুরাগ থাকে, অতিসুখে অন্যত্রে বাস করিলেও তাহারা সহসা পিতৃ মাতৃস্থান পরিত্যাগ করিতে চাহে না। কেহ২ বিবেচনা করেন, শূন্যমার্গে উঠিয়া পক্ষীজাতি পূর্ব্বনিবাস দেখিতে পায়, তাহাতেই স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, অনেক পক্ষী কুক্কুরাদি জন্তুর ন্যায় প্রভুভক্ত, এবং পূর্ব্ব আবাসের নিতান্তানুরাগী হয়। উড়িতে না পারিলেও প্রাণপণ যত্ন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবার বি-

শেষ উদ্যোগ পায়। অনেক লেখা বাহুল্য, সামান্য কাকের দৃষ্টান্তদ্বারা বোধ হয় পাঠকবর্গ ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

প্রায় পঁনের বৎসর অতীত হইল, ইংলণ্ড দেশে ডরবিসায়ার নামক নগরে এক ভদ্রলোক একটি কাক পুষিয়া ছিলেন। কিছুদিন কাকটিকে পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিয়া আহারাদি দিবার পর, পক্ষীটা যখন নিতান্ত বশীভূত হইয়াছে, ভদ্র মহাশয় এমন বিবেচনা করিলেন, তখন তিনি ঐ পক্ষীটাকে ছাড়িয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে কাকটী এক ক্রোশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল, নানাস্থানে চরিয়া বেড়াইত, আর দিনের মধ্যে দুই তিন বার গৃহে প্রত্যাগমন করিত। ঐ এক ক্রোশের মধ্যে যত কৃষকের বাটী ছিল, কোন বাটী ঐ কাক পক্ষীটার অপরিচিত ছিল না; সে সকল বাটীতে যাইয়া পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া আসিত। সে বালকদিগের মাথা ও স্কন্ধে বসিয়া আহ্লাদে কাকা শব্দ করিত, পোষা কাক বলিয়া তাহাকে কেহ কিছু বলিত না। কিছুদিন এইরূপে যায়, তাহার প্রভু ঐ ভদ্র লোকের দারুণ পীড়া হওয়াতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। প্রভুর মৃত্যু হইলে কাকটা নিতান্ত দুঃখিত হইল, দিন কয়েক কিছু খাইল না, কেবল ইতস্ততঃ কাকা করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মৃত ব্যক্তির পত্নী সাতিশয় শোকাকুলা হইয়া কাকটিকে এক জন সারজন সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সারজন সাহেব তাহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া রাখিয়া এক বৎসর কাল

আহার দিতে লাগিলেন, পরে তাহার পালক কাটিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ছাড়িয়া দেওয়াতে কাকটা পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু কোন একটা দুষ্ট বালক তাহার পায়ে ঢেলা মারাতে পক্ষীটার পা ভাঙ্গিয়া গেল। সারজন-সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিলেন, কাকটা পূর্ব্বের ন্যায় চারি সপ্তাহ ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু এক দিন আর ফিরিয়া আইল না। তাহার প্রভু মনে করিলেন, অবশ্যই কেহ কাকটাকে মারিয়া ফেলিয়া থাকিবে। এক পক্ষ পরে তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার সায়ার নগরে কাকটা পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত পুনর্ব্বার মিলিয়াছে আর সেখানে সে সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছে। সারজন সাহেবের বাটী হইতে উক্ত নগরের প্রায় সাত ক্রোশ দূর ছিল।

উইলসে এক ব্যক্তি একটি পোষা শিকারি কুকুর লইয়া সর্ব্বদা শিকার করিতেন। একদিন শিকারে গিয়াছেন, দৈবক্রমে তাঁহার কুকুরটার পা ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাতে সে দিন আর তাঁহার শিকার করা হইল না, তিনি যত্নপূর্ব্বক কুকুরটাকে বাটীতে আনাইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচর একটা দাঁড়কাক অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল, কুকুরটার নিকটে সে সর্ব্বদা থাকিত। মুখে করিয়া মাংস আনিয়া তাহাকে খাইতে দিত। রাত্রিতে কুকুরটা যখন অস্থির হইয়া চীৎকার শব্দ করিত, কাক চঞ্চু দ্বারা তাহার গলা চুলকাইয়া দিত, পাখা নাড়িয়া ক্ষতস্থানের মোশা মাছি তাড়াইত, কখনক কুকুরের ক্রন্দ-

নে সেও কাকা করিয়া ক্রন্দন করিত। বিধাতার বিড়ম্বনায় সে যাত্রা কুক্কুরের পা আর সুস্থ হইল না, যাবজ্জীবন তাহাকে খঞ্জ হইয়া কালযাপন করিতে হইল। তাহার প্রভু তাহাকে আপন অশ্ববলে রাখিয়া দিলেন, ঐ অবস্থায় কাকটা দিবারাত্রি তাহার কাছে বসিয়া থাকিত, মধ্যে২ চঞ্চুদ্বারা তাহাকে খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিত, অনুষঙ্গী বন্ধুকে একাকী ফেলিয়া সে কোথাও যাইত না। এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সহিস না জানিয়া অশ্বশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল, দৈবক্রমে কাকটি তখন বাহিরে ছিল, দ্বার রুদ্ধ করিতে দেখে নাই। পীড়িত বন্ধুর নিকটে যাইবার নিমিত্ত রাত্রিকালে সে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, নখ দিয়া প্রবেশদ্বার এমনি আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল, যে কপাটের স্থানে২ ছিদ্র হইয়া গেল। তাহার কাকা শব্দে এক জন ভৃত্যের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে দেখিতে পাইল যে, আর কিয়ৎকাল না উঠিলে অবশ্যই কাকটা বলে দ্বার করিয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত। পরদিন প্রাতঃকালে বাটীর কর্ত্তা ভদ্র মহাশয় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কুক্কুরাদি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় কাকপক্ষী সহবাসী বন্ধুর মঙ্গলসাধনে বিশেষ যত্নবান হয়, ইহা তাঁহার উত্তম উপলব্ধ হইল।

সচরাচর যেরূপ দেখা যায়, চাতুর্য্য ও শঠতা বিষয়ে কাকপক্ষী আরং চতুষ্পদ পশু অপেক্ষা কোনমতেই ন্যূন নহে। লণ্ডন নগরের চিড়িয়াখানায় একবার একটা বৃহৎ পিঞ্জরে দুইটা কাক ছিল। এক দিন এক জন মনুষ্য সেই স্থান দিয়া যাইতে২ কাঠের গরাদের

ভিতর দিয়া দুই টুকরা রুটী দুইটা কাকের পিঞ্জরে ফেলিয়াদিল। একটা কাক পিঞ্জরের ওধারে ছিল, নিকটবর্ত্তী কাকটা শীঘ্র আসিয়া একেবারে দুই টুকরা রুটী চঞ্চুদ্বারা ধরিল। এবং এক টুকরা ক্ষুদ্র২ নুড়ীদ্বারা ঢাকা দিয়া অপর টুকরা দাঁড়ে বসিয়া আস্তে২ ভক্ষণ করিল। সমুদায় খাওয়া হইলে সে পুনর্ব্বার নামিয়া একে২ নুড়ীগুলি স্থানান্তরকরত অপর টুকরা লইয়া ভক্ষণ করিল। এইরূপে সে আপন সহবাসীকে এমনি প্রতারণা করিল, যে দুই টুকরার কোন টুকরা সে দেখিতে পাইল না, দেখিতে পাইলে অবশ্যই সে ঝটপট করিয়া আসিয়া তাহার অংশ লইতে চাহিত। কাকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিষয়ে এদেশে আর একটি প্রবাদ আছে, একবার এক বালক একখান কচুরী খাইতেছিল, এমত সময়ে একটা কাক সে স্থানে উপস্থিত হইয়া উহা ছোঁ মারিবার, উপক্রম করিল। তদ্দর্শনে বুদ্ধিমান বালক কচুরীখানি মুখের ভিতর পুরিল, তথাপি কাকটা নিরাশ হইল না, সে একেবারে উড়িয়া বালকের মাথায় এক শক্ত ঠোকর মারিল, চঞ্চ্বাঘাতের বেদনায় বালক যেমন মুখ বাদান পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি কাকটা তাহার মুখের ভিতর হইতে কচুরী লইয়া পলায়নপর হইল।

স্কটলণ্ড দেশের উত্তরদিকে কেরো নামে এক উপদ্বীপ আছে, কাকপক্ষিদিগের আশ্চর্য্য সভা মধ্যে২ সে স্থানে ঘটে। এক স্থানে বহু কাক একত্র হইলে, তন্মধ্যে কয়েকটা বিচারকের ন্যায় যেন গম্ভীর ভাব দেখায়, কয়েকটা মাথা হেট করিয়া বসে, এবং আর কয়েকটা

মুক্তারের ন্যায় সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক নড়িতে চড়িতে থাকে। এইরূপ এক ঘন্টাকাল হইলে, তাহাদের সভা ভঙ্গ হয়, কাকেরা যে যাহার ভিন্ন ভিন্ন দিকে উড়িয়া যায়। উড়িয়া গেলে দুই তিনটা কাক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, এমত সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।—আর এক জন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, কাকেরা যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া বসে তাহা সম্পূর্ণ না হইলে, তাহাদিগের সভা ক্রমাগত দুই একদিন হয়, এতাবৎকালই ভিন্নং স্থানের কাকসকল দুই চারিটা করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে থাকে। সমুদায় উপনীত হইলে ভয়ঙ্কর কাকা শব্দ ও কলরব আরম্ভ হয়, তাহার পরক্ষণেই সমুদায় কাক একটা বা দুইটা কাকের উপর পড়িয়া তাহাকে চঞ্চ্বাঘাত করিতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রাণ বিনাশ না হয়, ততক্ষণ তাহাকে ঠোকরাইতে তাহারা নিবৃত্ত হয় না। এইরূপে অপরাধীর মৃত্যু হইলে তাহারা সভা ভঙ্গ করিয়া নিঃশব্দে স্বস্থানে প্রস্থান করে।

পক্ষীজাতির দ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার হয়, শকুনি ও হাড়গিলা পক্ষীর আকার এবং স্বভাব যদিও কুৎসিত বোধ হয়, তথাপি ইহাদিগের ন্যায় উপকারী পক্ষী উষ্ণদেশে আর নাই। সহর এবং নগর যেরূপ লোকাকীর্ণ স্থান, পথ, ঘাট ও নদীতীরের পতিত পচা মাংস ও অস্থি যদি ইহারা ভক্ষণ না করিত, তবে সহর বা নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি তিষ্ঠিতে পারিত না, দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ুদ্বারা অবশ্যই লোকের প্রাণ বিনাশ হইত। পচামাংস এবং অস্থি খাইবে বলিয়া পরমেশ্বর

শকুনিদিগের গলদেশে পালক দেন নাই। কাক চিল বাজ প্রভৃতি পক্ষিরা শস্যক্ষেত্রের ইন্দুরাদি ক্ষুদ্রজন্তুদিগকে নষ্ট করে, ইহাদের দ্বারা ঐ সকল জন্তুর প্রাণ বিনাশ না হইলে কৃষকেরা শস্যোৎপাদন করিতে পারিত না। কি কীট কি পতঙ্গ কি সরীসৃপ, যে সকল জন্তু আমাদিগের অনিষ্টকারক, পক্ষীজাতি তাহাদের সকলেরই প্রাণ বিনাশ করে। যদিও কোনং পক্ষী আমাদিগের ক্ষতিকারক হয়, তথাপি উপকারের সহিত তুলনা করিলে সে ক্ষতিকে ক্ষতিবোধ করা উচিত নহে।

মনুষ্যের প্রাণহিংসক সর্পও পক্ষীজাতি-দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে, এ স্থলে অন্য পক্ষীর কথা না লিখিয়া নাগান্তক পক্ষীর কথা লিখি।

নাগান্তক পক্ষির অতি বিস্ময়জনক অবয়ব। ইহার পদদ্বয় সারসের পদের সদৃশ, অথচ মস্তক বাজের মস্তকের ন্যায়, এবং তদুপরি ময়ূর জাতির চূড়ার তুল্য এক চূড়া হয়, ও পুচ্ছ ময়ূর-পুচ্ছ সদৃশ দীর্ঘ হয়। পরন্তু ইহার শারীরিক সমুদায় লক্ষণ ও স্বভাবের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই পক্ষিকে ক্রব্যাদবর্গের বাজ ও শকুনি শ্রেণির মধ্যে এক পৃথক্ জাতি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার বাসস্থান আফরিকা খণ্ডের দক্ষিণ অঞ্চল। সেই স্থানে নানাবিধ সর্প ও বিষাক্ত কীট প্রচুর থাকায় তত্রত্য মনুষ্যদিগের সম্যক্ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এই পক্ষিরা নিয়ত তাহাদিগের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে ঐ হিংস্র-জীবদিগের সংখ্যা ন্যূন হইয়া পড়ে, সুতরাং মনুষ্যদিগের মঙ্গলদায়ক হয়। এই গুণ থাকাতে ফরাসিস্ লোকেরা গোয়া-

জুলুপ্ দেশে এই পক্ষি লইয়া প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সতত অহি-হিংসায় প্রবৃত্ত হওয়াতে এই পক্ষির নাম "নাগান্তক" হইয়াছে। অনেকে ইহাকে "মসীজীবী" অর্থাৎ কেরানি শব্দে কহেন, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে কেরানিরা যে প্রকারে কর্ণে লেখনী রাখিয়া থাকেন, এই পক্ষির চূড়াও তদ্রূপ বোধ হয়। কেহ২ দূর২ পাদ-বিক্ষেপের দ্বারা দৃষ্টে ইহার নাম "দূতপক্ষী" রাখিয়াছেন; এবং অপরে ইহাকে "ধানুকী" বা "তীরন্দাজ" শব্দে বিধান করেন, কারণ ধনুহইতে যে প্রকারে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, এই পক্ষিরা তদ্রূপে চঞ্চু দ্বারা তৃণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

অন্যান্য বৃহৎকায় ক্রব্যাদ-বিহঙ্গমের ন্যায় নাগান্তক পক্ষীরা পর্ব্বত-শৃঙ্গে বা অতি উচ্চ বৃক্ষাগ্রে নীড় নির্ম্মাণ করে, এবং তৎকর্ম্মে স্ত্রীপুরুষ উভয়েএকত্রে নিযুক্ত হয়। স্ত্রীরা এককালে দুইটি অণ্ড প্রসব করে। কি শুষ্ক বালুকাময় ক্ষেত্র, কি অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় জলাশয়, উভয়ই ইহাদিগের চরিবার স্থান; কারণ প্রথমোক্ত স্থানের সর্প ও গোধিকা এবং শেষোক্ত স্থানের কচ্ছপ ও কীট-সকল ইহাদিগের মনোগত খাদ্য হয়। এই সকল জীবদিগকে নাগান্তক পক্ষী আদৌ বিনাশ করিয়া পরে গ্রাস করে, ঐ সংহার কর্ম্ম পদাঘাতদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অপর ইহাদের পদে এমন শক্তি আছে যে এক পদাঘাতে ইহারা অনায়াসে স্থূলকায় কূর্ম্ম কি দুই তিন অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূল সর্প অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারে। দৈবাৎ তাহা না হইলে নাগান্তক পক্ষীরা ঐ সর্প লইয়া উড্ডয়মান হইয়া অতি উচ্চহইতে তাহাকে

ভূমিতে নিক্ষেপ করত স্বকার্য্য সাধন করে। কখনং অতি বৃহৎকায় সর্পকে পুনঃ২ প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ না করিলে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করে না; কিন্তু নাগান্তক তদ্বিষয়ে কোন মতে অশক্ত নহে, পদাঘাত ও পক্ষাঘাত ও ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষেপ করণ দ্বারা সতত সর্পাদির সংহার করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ এই পক্ষী উগ্রস্বভাবী নহে, এবং অনায়াসে পোষিত হয়; কিন্তু ঋতুকালে পুংপক্ষিরা পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া থাকে।

পক্ষীবিষয়ক প্রশ্ন।

কাংস্যকণ্ঠ জন্তু কাহাকে বলে।

পক্ষীজাতি কিপ্রকারে শব্দ উৎপাদন করে। এই নিমিত্ত তাহাদিগকে কি বলা যায়।

পক্ষীদিগের কোন্‌কোন্ অঙ্গ সাধারণ-সাদৃশ্য অর্থাৎ সমভাবে-যুক্ত আছে।

দেশভেদে পক্ষীর ভেদ হয় কিনা। যদি হয় তাহা কিরূপ।

কোন্ পক্ষী উষ্ণদেশে এবং কোন্ পক্ষী শীতলদেশে অধিক পাওয়া যায়।

হিম ও উষ্ণকোটীর মধ্যবর্ত্তী দেশে ভিন্নজাতীয় বহু সঙ্খ্যক পক্ষী পাওয়া যায় কেন।

ল্যাপলণ্ড দেশে জলচর পক্ষী ব্যতীত অন্য পক্ষী বাস করিতে পারেনা কেন।

পক্ষীজাতির দৃষ্টিশক্তি কিরূপ।

পক্ষীজাতির তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিষয়ে কয়েকটী দৃষ্টান্ত বল।

প্রখর সূর্য্যকিরণে পক্ষীজাতি উড়িয়া বেড়ায় তথাপি তাহাদের চক্ষুর হানি হয়না কেন।

চক্ষু থাকাতে পক্ষীরা কি উপকার প্রাপ্ত হয়।

কাঠিন্য বিষয়ে পক্ষীর চক্ষুতে এত ইতরবিশেষ হয় কেন।

পক্ষীজাতির পালকের আকার কিরূপ।

বৃষ্টিপতন অথবা জলে নিমগ্নদ্বারা পক্ষীদিগের শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হয়না কেন।

পক্ষীদিগের ডানা ও অস্থি কিরূপ হয়।

পশু এবং পক্ষীদিগের ফুসফুসিতে বিশেষ প্রভেদ কি।

লাঙ্গুল থাকাতে পক্ষীদিগের বিশেষ উপকার হয় কি।

সকলপক্ষী শূন্যমার্গে উড়িয়া বেড়ায় কিনা। ও কোন্ কোন্ পক্ষী এরূপ আছে।

পেঙ্গুইনের স্বভাবাদি বর্ণন কর।

পক্ষীজাতির মেরুদণ্ড ও গলদেশ কিরূপ।

সকল পক্ষীর গলার অস্থি সমান কিনা।

টিয়া পক্ষীরা এক পায়ে দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতে থাকে শরীরের ভারে তাহাদের পা বাঁকিয়া পড়েনা কেন।

কিরূপে পক্ষীজাতি আহার করিয়া থাকে।

শস্যজীবী পক্ষীদিগের ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করণের প্রধান উপায় কি।

মাংসভুক পক্ষীরা অস্থিমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু অস্থি তাহাদের গলদেশকে বিদ্ধ করেনা কেন।

মৎস্যাহারী পক্ষীদিগের গলার নলীতে কি বিশেষ গুণ আছে।

কিরূপে পক্ষীজাতি শাবক প্রতিপালন করে।

সকল পক্ষীর এক প্রকার খাদ্য হয় কিনা।

শস্যভুক কি মাংসভুক পক্ষীর অধিক সন্তান হয়। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষীর মাংস মনুষ্যের সুখাদ্য হইয়া থাকে।

পারাবত অর্থাৎ পায়রা কোন্ জাতীয় পক্ষী। ইহাদিগের জাতিভেদ এবং স্বভাবাদির বিশেষ বর্ণনা কর।

মাংসজীবী এবং শস্যজীবী পক্ষীদিগের স্বভাবে কি বিভিন্নতা আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্ পক্ষীর উড্ডয়নশক্তি অধিক প্রবল হয়।

আমেরিকা-খণ্ডে কোন পক্ষী সাতিশয় দীর্ঘাকার, উহাদিগের স্বভাব কিরূপ।

কণ্ডরের ন্যায় আমেরিকা-খণ্ডে আর কোন পক্ষী আছে কিনা। যদি থাকে তাহাদের স্বভাবাদি কিরূপ।

পক্ষীজাতির পাখা ও পালক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমাদিগের কি বোধ হয়।

হোমাপক্ষী কিরূপ। কোন্ দেশে পাওয়া যায়। এবং তাহা-দের স্বভাবাদি কিরূপ।

জন্মাবধি পক্ষীর পালক একরূপ থাকে কি না। পালক পরিত্যা-গের সময় তাহাদিগের কি অবস্থা হয়।

পক্ষীজাতি অন্যের শব্দ অনুকরণ করিতে পারে কি না। কোন পক্ষীর এই ক্ষমতা বিশেষরূপ আছে।

আমাদের দেশে কোন্ পক্ষী মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে।

পক্ষীজাতির বাক্য-কথন-শক্তি-বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেও।

শোকেয় পক্ষীদিগের স্বভাবাদি বর্ণন কর।

কিরূপে পক্ষীরা পরস্পর স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করে।

পক্ষীজাতির ধ্বনি যে ভাষাস্বরূপ হয় তাহার প্রমাণ কি।

পক্ষীরা কিরূপে এবং কোন্ স্থানে নীড় নির্ম্মাণ করে।

পক্ষী ও পক্ষিণীর মধ্যে কাহার শিল্পনৈপুণ্য অধিক আছে। তাহার প্রমাণ কি।

পক্ষীজাতির নীড় যে বিবিধপ্রকার হয় এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত বল।

বাবুই পক্ষীদিগের বৃত্তান্ত বল। আমেরিকা দেশে ইহারা কি নামে বিখ্যাত আছে।

কিরূপে পক্ষীজাতি শাবক উৎপাদন করে। ডিম্ব ফুটাইতে তাহাদিগের কত কাল লাগে।

পক্ষীভিন্ন আর কোন জীব অণ্ড প্রসব করে কি না।

জীবভেদে অণ্ডভেদের কিরূপ রীতি আছে।

উত্তমাবস্থায় রাখিলে পক্ষীরা কত কাল বাঁচিতে পারে।

হলাণ্ড এবং আমেরিকা-খণ্ডীয় কাপোতদিগের যে উড্ডয়নশক্তি সাতিশয় প্রবল, তাহার প্রমাণ কি।

পেচকদিগের আকার কিরূপ। তাহাদের কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় বড়ই প্রবল হয়।

ইংলণ্ডীয় কৃষক লোক এবং এতদ্দেশীয় সামান্য লোকে পেচার বিষয়ে কি বলে।

পেচকদিগের দ্বারা মনুষ্যের কি উপকার হয়।

পেচকের উপকারিতা-বিষয়ে সমরশেট প্রদেশে যে ঘটনা ঘটে তাহা বর্ণন কর।

পেচকদিগের অপত্য-স্নেহ কিরূপ। তাহার প্রমাণ কি।

ক্ষুদ্র পক্ষীরা পেচকদিগকে কেন ঘৃণা করে।

কোন্ লোকেরা পেচকদ্বারা শিকার করিয়া থাকে।

আমাদের দেশীয় ফিঙ্গা ও ইউরোপীয় শ্রাইকস পক্ষীতে প্রভেদ কি।

ইউরোপীয় ফিঙ্গাপক্ষীর আকার ও স্বভাব কিরূপ।

ফিঙ্গাপক্ষীদ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হয়, তাহার উদাহরণ বল

পক্ষীজাতির জন্মস্থানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে কিনা।

সামান্য কাকের উপাখ্যান ও তাহার কয়েকটি উদাহরণ বল।

কাকপক্ষীর চাতুর্য্য ও শঠতা কিরূপ।

কাকপক্ষী আশ্চর্য্য সভা করিয়া যে দোষীর দণ্ড বিধান করে এমন কয়েকটি উদাহরণ বল।

পক্ষীজাতির দ্বারা মনুষ্যের কি উপকার হয়।

নাশাস্তক পক্ষীর স্বভাবাদি কিরূপ।

সরীসৃপ।

কাশেরুক জীবদিগের মধ্যে সরীসৃপ তৃতীয় শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সকল জন্তু মৃত্তিকার উপর বক্ষস্থল লাগাইয়া গমনাগমন করে, তাহারাই সরীসৃপ পদবাচ্য, কিন্তু বর্ত্তমান প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কেবল ভেক টিকটিকি ঘড়িয়াল কুম্ভীর কচ্ছপ এবং সর্পপ্রভৃতি জীবদিগকে সরীসৃপ বলিয়া উল্লেখ করেন। আকার স্বভাব এবং বাহ্যদৃষ্টির বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে পশু পক্ষী এবং সরীসৃপে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদিগের রক্তের ন্যায় পশু পক্ষীদিগের রক্ত লোহিতবর্ণ এবং উষ্ণ হইয়া থাকে, এজন্য কেহ২ উহাদিগকে উষ্ণরক্ত জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু সরীসৃপদিগের রক্ত ফিকা অর্থাৎ অল্প২ লোহিত এবং পাণ্ডুবর্ণ হয়, স্পর্শ করিলে শীতল রক্ত বই উষ্ণ বোধ হয় না, এনিমিত্ত

উহাদিগকে শীতল-রক্ত জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ইহাদিগের ফুসফুসি অতি স্বচ্ছ এবং সূক্ষ্ম, ঐ ফুসফুসি দ্বারা উহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস নিষ্পাদন করে বটে, কিন্তু নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ইহারা যেরূপ অনেকক্ষণ থাকিতে পারে, অন্য কোন জন্তু সেইরূপ থাকিতে পারে না। দারুণ শীতে পশু পক্ষীদের বড়ই কষ্ট হয়, হিমাবৃত দেশে সরীসৃপেরা অত্যন্ত শীত সহ্য করে, তথাপি ইহাদিগের প্রাণ বিনাশ হয় না। ইহাদিগের বসতিস্থান বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই, কেহ জলে থাকে, কেহ স্থলে থাকে, কুম্ভীরাদি কোনং জন্তু জলে স্থলে উভয়েই বাস করে, এজন্য উহাদিগকে উভচর জন্তু বলা যায়।

অনেক সরীসৃপ স্বরবিশিষ্ট, অনেকের কিছুমাত্র স্বরশক্তি নাই, ভেক সামান্য টিকটিকি এবং সর্পের যাহা হউক এক এক প্রকার বিশেষ শব্দ আছে, কিন্তু ভারিদ্বর্ণ টিকটিকিদিগের কিছুমাত্র শব্দ নাই, তাহারা নিরন্তর নিঃশব্দ হইয়া থাকে। আকার ভেদে সরীসৃপগণ বিবিধপ্রকার হয়। কুম্ভীর কচ্ছপ ভেক টিকটিকী এবং জলগোধিকারা চতুষ্পাদ। সর্পজাতির পদ নাই, ইহাদিগের শরীরের অধোভাগে যে কঠিন শল্ক আছে, সেই শল্কের সহকারে তাহারা সত্বর গমন করিতে পারে। ক্রোধ বা ভয় হইলে সর্পেরা লাঙ্গুলের উপর নির্ভর করিয়া অপর সমস্ত শরীরটা উন্নত করে এবং বলপূর্ব্বক চটাৎ২ শব্দে পড়িয়া বহুদূর যায়।

পরমেশ্বর সরীসৃপ জাতিকে অত্যাশ্চর্য্য আবরণদ্বারা পরিভূষিত করিয়াছেন। কতকগুলি সরীসৃপ অস্থিময় এমনি শক্ত আবরণদ্বারা আবৃত আছে, যে, অতি গুরু-

তর ভার তাহাদের পৃষ্ঠদেশে চাপাইলেও কোনমতে তাহাদের শরীর চূর্ণ হইয়া যায় না, এবং মুষ্টিকাঘাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। এইহেতু বিপদ হইলে তাহারা আপনাপন শরীর ঐ আবরণ মধ্যে লুকায়, কচ্ছপ জন্তু এ বিষয়ের একটি প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হয়। কতকগুলি সরীসৃপের গ্রন্থি শৃঙ্গ সদৃশ কঠিন অঙ্গুরীয়বৎ হয়, কাহারও কঠিন শল্ক, এবং কাহারওং তরবারির কোষবৎ এক একটি কোষ আছে। যাহাদিগের শরীরের উপরিভাগে এই সকল আচ্ছাদন নাই, তাহাদিগের শরীর একপ্রকার ঘন এবং চটচটা আটাতে পরিভূষিত হয়, এই আটাই তাহাদের জীবন রক্ষার মূল কারণ। অনেক সরীসৃপ সময়েং আপনাদিগের চর্ম্ম পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে। অনেকে হঠাৎ এমনি বর্ণ পরিবর্ত্ত করে যে তদ্দর্শনে আমাদিগকে সবিস্ময় হইতে হয়। টিকটিকীদিগের এই ক্ষমতাটি যেরূপ আছে অন্য সরীসৃপদিগের সেরূপ নাই, তন্মধ্যে কেমিলিয়ন কেঁকলাশ বর্ণপরিবর্ত্তনের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। সর্প এবং কেমিলিয়ন জন্তুর কথা জীবরহস্যের প্রথমভাগে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে একারণ এস্থলে তাহা পুনরুল্লেখের আবশ্যক বুঝিলাম না।

পক্ষীজাতির ন্যায় সরীসৃপেরা ডিম্ব প্রসব করে, সেই ডিম্ব হইতে তাহাদের সন্তানোৎপত্তি হয়, কিন্তু পক্ষী এবং সরীসৃপদিগের অণ্ড হইতে শাবকোৎপাদনে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। মাতা পিতা কিয়দ্দিন ডিম্বের উপরিভাগে বসিয়া তা না দিলে পক্ষীর ছানা হয় না, সরীসৃপদিগের সেরূপ নহে, তাহারা যথোপ-

যুক্ত স্থানে ডিম্ব প্রসব করিয়া আইসে, সেই ডিম্ব সূর্য্য-কিরণদ্বারা প্রস্ফুটিত হয়, যাহাকে ফুটাইবার জন্য কিছু-মাত্র ক্লেশ লইতে হয় না। প্রসব কালের পূর্ব্বে তাহারা অতি যত্নে এবং অনেক দূরদর্শিতা প্রকাশ করিয়া এক-টী নির্ব্বিঘ্ন স্থান মনোনীত করে, শাবক রক্ষার বিষয়ে যে স্থানে কোন বিঘ্ন আছে, এবং ডিম্বহইতে বহি-র্গত হইবামাত্র যে স্থানে শাবকেরা খাদ্যসামগ্রী পাই-বে না, এমন স্থানে অণ্ড প্রসব তাহারা কখনই করে না। সূর্য্যকিরণ বিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত স্থান হইলেই তাহারা ডিম্ব প্রসব করে। বহুসংখ্যক সরীসৃপ জন্তু জড় পদার্থের ন্যায় এক স্থানে পড়িয়া থাকিয়া আড়ষ্ট এবং স্পন্দহীন হইয়া শীতকাল কাটায়। তাহা-দিগের মধ্যে ক ক অর্থাৎ ভেক এবং কৃকলাস জাতীয় জীবগণ এই কালে পুষ্করিণীর অধোভাগে জঞ্জাল রাশির নিম্নে অথবা ভগ্ন প্রাচীরের ভিত্তিতলে অবস্থিতি করে, কিছু খায় না, নড়েচড়ে না, কেবল যেন মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকে।

দীর্ঘতা ও খর্ব্বতা ভেদে কূর্ম্ম নানাপ্রকার হয়, কচ্ছপ কাছিম প্রভৃতি তাহাদিগের অনেক গুলি নাম আছে, কিন্তু তাহারা সকলেই এক পরিবার এক জাতি এবং এক স্বভাব বিশিষ্ট, নদী সমুদ্র এবং ভূমি এই তিনই তাহাদের সকলেরই বসতি স্থান। এক স্থানে তাহারা চিরকাল থাকে না, এই তিনের মধ্যে কখন একটীতে কখন বা অন্যটিতে বাস করিয়া তাহারা কাল যাপন করে। ডিম্ব প্রসব করণের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা স্থলোপরি বহুদূর গমনাগমন করিয়া উপযুক্ত

স্থান অন্বেষণ করে। দক্ষিণ আমেরিকা খণ্ডে অরিনোকো নামে একটি নদী আছে। প্রাণিবেত্তারা কহেন, বৎসরের মধ্যে এক সময় অর্থাৎ ডিম্ব প্রসব করণের সময় ঐ নদীর তীর তিন চারি কোশ পর্য্যন্ত কূর্ম্ম দ্বারা পর্য্যাচ্ছাদিত হয়। পশ্চিম ইণ্ডিয়া নামে যে সকল উপদ্বীপ আছে, ডিম্ব প্রসব করণ সময়ে কখনং ঐ সকল দ্বীপের সমুদ্রতট কচ্ছপ দ্বারা এমনি পরিপূরিত হয়, যে তটের বালুকা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তীর বা তটোপরি ক্ষুদ্র গর্ত্ত খনন করিয়া কচ্ছপ জন্তু ক্রমে ক্রমে এক শত ডিম্ব প্রসব করণানন্তর তদুপরি বালুকা আচ্ছাদন দেয়। তাহাদিগের গর্ভধারিণীর এই পর্য্যন্ত কর্ম্ম, অন্য বিষয়ে আর তাহারা কিছুমাত্র যত্ন করেনা. বালুকাতে পাতিত তাহাদের ডিম্ব বালুকাতেই পড়িয়া থাকে, সূর্য্যোত্তাপে ফুটিয়া যায়। জগৎপাতা পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল! ডিম্ব ফুটিবামাত্র তন্মধ্যস্থ শাবকেরা জলে ঝাঁফিয়া পড়ে, এক সপ্তাহ কোনমতে তাহারা আর স্থলমধ্যে আসে না, ঈশ্বর দত্ত স্বাভাবিক বুদ্ধিদ্বারা তাহারা যেন জানিতে পারে, যে প্রথমাবস্থায় জলই আমাদিগের বসতির উপযুক্ত স্থান, আমাদিগের কোমল মাংস ভক্ষণ করণের প্রত্যাশায় বহু শত্রু স্থলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তথায় থাকিলেই আমাদের প্রাণবিনষ্ট হইবে। হরিদ্বর্ণ এবং মাথাভারী এই দুই প্রকার কচ্ছপ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বড়ই দীর্ঘাকার হয়। ইহাদিগের এক একটাকে দশ মন এবং সাড়ে বার মন পর্য্যন্ত পরিমাণ করা গিয়াছে। হরিদ্বর্ণ কচ্ছপের মাংস অতি

সুখাদ্য মাংস বলিয়া গণ্য, পশ্চিম ইণ্ডিয়া দ্বীপের লোকেরা এ মাংস প্রচুররূপ ব্যবহার করে। তথা হইতে ইউরোপখণ্ডে নীত হয়, পেরু এবং কুক্কুট মাংসকে ইউরোপীয় লোকেরা যেরূপ অত্যুত্তম খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, ঐ কচ্ছপ মাংসকেও সেইরূপ তাঁহারা উৎকৃষ্ট খাদ্য বোধ করেন। কচ্ছপদিগের শরীর দুই খানি অস্থিময় আবরণ অর্থাৎ খোলদ্বারা আচ্ছাদিত আছে, ঐ খোল তাহাদিগকে মনুষ্য ব্যতীত অপর সকল শত্রু হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। উপরিভাগের খোল খানি শৃঙ্গবৎ কঠিন, এবং কোন২ কচ্ছপের ঐ খোল নানা বর্ণযুক্ত হওয়াতে দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়। হস্তিদন্তের ন্যায় কচ্ছপের খোলে চিরুণী বাক্স প্রভৃতি নানা প্রকার অতি সুন্দর প্রয়োজনীয় বস্তু নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

জাতিভেদে সরীসৃপদিগের খাদ্য বিবিধ প্রকার হয়। ক্ষুদ্র জন্তু আহার করিয়া সর্পেরা জীবন ধারণ করে, সমুদ্র-ঘাস এবং পঙ্ক কচ্ছপদিগের প্রধান উপজীবিকা, ভেক এবং টিকটিকিরা কৃমি ও কীট খাইয়া বাঁচে। আহার না করিলে অপর জন্তুগণ প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু বিনাহারে সরীসৃপেরা বহু কাল বাঁচিয়া থাকে। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, আহার না দিয়া এক বৎসর কাল একটী কচ্ছপকে রাখা হইয়াছিল। তথাপি তাহার প্রাণ বিনাশ হয় নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এত উপবাসেও কচ্ছপের শরীর পূর্ব্ববৎ স্থূল এবং বলিষ্ঠ ছিল, তাহার রূপ লাবণ্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। সরীসৃপদিগের প্রাণ ধারণ শক্তি অত্যদ্ভুত

হয়, এই শীতলরক্ত জন্তুরা যত কষ্ট সহিতে পারে, এত কষ্ট আর কোন জন্তু সহিতে পারে না, ভয়ানক আঘাতেও ইহাদিগের প্রাণ বিনাশ হয় না। অনেক বার অনেক ব্যক্তি ইহাদিগের পা কাটিয়া দিয়াছে, লাঙ্গুল কাটিয়া দিয়াছে, তথাপি তাহাদের প্রাণ নষ্ট না হইয়া বরং কিছু দিন পরে ঐ পা এবং ঐ লাঙ্গুল তাহাদের পুনরুৎপন্ন হইয়াছে।

সরীসৃপাদিগের মধ্যে অনেকেই ক্রমে২ বর্দ্ধিত হইয়া বহুকাল জীবিত থাকে। এস্থলে একটি কথা পাঠকদিগের বিশেষ মনোযোগের যোগ্য এই, কি উদ্ভিজ্জ কি জঙ্গম, যখন কোন বস্তু ক্রমে২ বাড়িয়া সাতিশয় দীর্ঘাকার হয়, অথবা অল্পে২ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের জীবন বড়ই দীর্ঘায়ু-যুক্ত হয়। দেখ মৎস্যের মধ্যে তিমি মৎস্য অতীব প্রকাণ্ড বলিয়া গণ্য, প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন, উহাদিগের জীবন শতবৎসরাপেক্ষাও অধিক হয়। বৃক্ষের মধ্যে যে ওকবৃক্ষ বনস্পতি বলিয়া মান্য, তাহা প্রতিবৎসর অল্পে২ বাড়িয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। এই সহস্র বর্ষের মধ্যে কত বৃক্ষ শীঘ্র বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্র মরিয়া যায়, কিন্তু ওকের কিছুই হয় না, ওক চিরকাল স্থিরযৌবন থাকে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে সরীসৃপাদিগের মধ্যে কচ্ছপ জন্তুকে উত্তমাবস্থায় রাখিলে উহা একশত বৎসরাপেক্ষাও অধিক কাল বাঁচিতে পারে। কুম্ভীর এবং সর্প যদি নিজ২ জন্মস্থানে বাস করিতে পারে, তবে তাহাদিগেরও কচ্ছপের ন্যায় দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

সুপরিষ্কার নির্ম্মল বারিভিন্ন কুম্ভীর অন্য কোন লব-

পাঙ্ক বা মলিন সলিলে বাস করে না ঊহা অতি প্রকাণ্ড সরীসৃপ। ভারতবর্ষ মিসর এবং অন্যান্য উষ্ণদেশ উহাদের বসতিস্থান, তন্মধ্যে কোন ২ স্থানে উহারা অধিক সঙ্খ্যক দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিংশতি হস্ত অপেক্ষা বড় কুম্ভীর অনেকবার অনেকে দেখিয়াছেন, তাহাদিগের এমনি শক্তি, ব্যাঘ্র বৃষ ও মনুষ্যকে উহারা পুষ্পবৎ জ্ঞান করিয়া অনায়াসে মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া যায়। এই জন্তুদিগের পৃষ্ঠের উপরিভাগ কঠিন শল্কদ্বারা আচ্ছাদিত আছে, উহা এক প্রকার সাঁজোয়া স্বরূপ, বন্দুকের গুলিও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। বড়২ ঘাসযুক্ত পঙ্কিলস্থান, এবং বড়২ দিঘী ও সরোবরেও ইহারা বসতি করিয়া থাকে; কিন্তু লবণাক্ত জলে ইহারা কখনই বাস করে না। শিকার করণের প্রত্যাশায় শুষ্ক জীর্ণ কাষ্ঠবৎ হইয়া ইহারা জলমধ্যে ভাসিতে থাকে, কিছু মাত্র নড়ে চড়ে না, যে স্থানে অন্যান্য গবাদি পশুরা সচরাচর জলপান করিতে আইসে, তাহারা সেই স্থানেই এই কর্ম্ম করে, তাহারা আসিবামাত্র কুম্ভীর তাহাদিগকে ঝাপ্‌টা মারিয়া আক্রমণ করিয়া জলের অধোভাগে লইয়া যায়। এক এক সময়ে কুম্ভীরস্ত্রীর ক্রমে একশত ডিম্ব হয়, ইহাদিগের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি এমনি প্রবল যে যদ্যপি সর্প উহাদিগের ডিম্ব আহার না করিত, তাহা হইলে যে দেশে কুম্ভীরেরা বাস করে সে দেশে কোন ব্যক্তি তিষ্ঠিতে পারিত না, দেশ কুম্ভীর দ্বারা একেবারে প্লাবিত হইত। মিসর-দেশীয় নকুলেরা আশ্চর্য্য স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতাপে কুম্ভীরের ডিম্ব সত্বর অন্বেষণ করিয়া লয়, এবং ভূরি২ নষ্ট করিয়া থাকে,

তাহাতেই সে দেশে কুম্ভীরের প্রাদুর্ভাব বড় একটা হইতে পারে না। যদ্যপিও এই জন্তুদিগের আকার কোনমতেই ক্ষুদ্র নহে, তথাপি তাহাদিগের ডিম্ব রাজহংসের ডিম্ব অপেক্ষা কখনই বড় হয় না, কেবল প্রভেদের মধ্যে এই, রাজহংসের ডিম্বের উপরিভাগে খোলা থাকে, উহাদিগের ডিম্বে খোলা থাকে না, তাহা একখানি চিক্কন চর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বদা আবৃত থাকে।

সামান্য কটকটিয়া বেঙ্গ বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন, সচরাচর লোকে তাহাদিগকে বিষাক্ত জন্তু বলে, কিন্তু ইটী বড় ভুল। ভেকজাতি বড় অহিংস্র এবং ভীরু জন্তু, আমাদিগের উদ্যানের পক্ষে বড়ই উপকারক হয়। কীট পতঙ্গ ইহাদিগের জীবন ধারণের প্রধান উপজীবিকা, আশ্চর্য্য কৌশলে ইহারা তাহাদের প্রাণ বিনাশে প্রবৃত্ত হয়। চারা গুল্ম ক্ষুদ্র লতাদির অধোভাগে যাইয়া ইহারা নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। কতক্ষণে মক্ষিকাগণ তথায় আসিবে কতক্ষণে তাহারা আমাদের গ্রাসের অধীন হইবে কেবল এই প্রতীক্ষা করে। মক্ষিকা আসিয়া বসিলে তাহারা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আপনাদের লম্বাজিহ্বা বাহির করিয়া সত্বর এমনি ঐ ক্ষুদ্র জীবদিগকে ধরে, যে দৃষ্টি দ্বারা তাহা অনুভব করা আমাদের দুষ্কর হয়। ভেকদিগের জিহ্বাতে ঘন চটচটা লালা আছে, কীট-দিগকে ধৃত করণার্থ ঐ লালা বিশেষ উপযোগী হয়, পক্ষী ধরণীয় আটাকাটীর যে গুণ, ভেকদিগের লালাতে প্রায় সেই গুণ থাকে। কটকটিয়া বেঙ্গের চক্ষু সাতিশয় উজ্জ্বল এবং সুন্দর, এপ্রযুক্ত লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে, যে ভেকের মস্তকে মণি

আছে, ঐ মণি রাত্রিকালে জ্বলে, কিন্তু বাস্তবিক যে মণি আছে এমন বোধ হয় না, বোধ হয় উজ্জ্বল চক্ষু-প্রযুক্ত এই কিম্বদন্তী ঘটিয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকাখণ্ডে সুরীনাম উপাধিবিশিষ্ট এক প্রকার কটকটিয়া বেঙ আছে, এই ভেকদিগের শাব-কোৎপত্তি বড় আশ্চর্য্যরূপে হয়, অপর সমুদায় ভেক জাতি হইতে উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সচরাচর সমুদায় কটকটিয়া বেঙ একেবারে বহুসঙ্খ্যক ডিম্ব প্রসব করে, সেই সকল ডিম্ব দুর্গন্ধ স্থির জলে ভাসিতে থাকে। কিন্তু সুরীনাম ভেকদিগের পৃষ্ঠোপরি কতকগুলি ক্ষুদ্র কূপ আছে, প্রসব হইবামাত্র পুংভেক ঐ সকল ডিম্ব এক একটি করিয়া ভেকীর এক এক কূপে নিপ্তারিত করিয়া রাখে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল ডিম্ব বেঙাচি না হয় ততদিন ঐ স্থানেই থাকে। ইহাদিগের ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক অপত্য-স্নেহ এমনি প্রবল, ভেকী পৃষ্ঠদেশে আপন পরিবারকে বহন করিয়া বেড়ায়, যতদিন ডিম্ব অসম্পূর্ণ থাকে ততদিন জলমধ্যে কালযাপন করে তথাপি অসহিষ্ণু হইয়া ক্লেশ বোধ করে না। ভেকের ডিম্ব ফুটিয়া গেলে তাহাদিগকে বেঙাচি বলা যায়, বেঙাচির স্বভাব বড় আশ্চর্য্য, মৎস্যের ন্যায় এক প্রকার কানকুয়া দিয়া তাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং এক একটি লাঙ্গুলও থাকে। কিছুদিন পরে লাঙ্গুলটি খসিয়া যায়, খসিয়া গেলে তাহারা সম্পূর্ণ ভেকের আকার প্রাপ্ত হইয়া স্থলমধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে।

ভেকজাতির উল্লেখ করিয়া ডাক্তর পিটকসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে এই সরীসৃপদিগের চর্ম্মোপরি

দুইটি মহৎ শক্তি আছে, শোষণ এবং বাষ্পকরণ, শোষণ শক্তিদ্বারা তাহারা জলাদি দ্রবদ্রব্য শীঘ্র শুষিয়া লয়, বাষ্পকরণ শক্তিদ্বারা তাহারা ঐ সকল দ্রব দ্রব্য বাষ্পবৎ করিয়া উষ্ণ বায়ুতে নিক্ষেপ করে। অর্দ্ধঘন্টা একটি ভেককে যদি জলমধ্যে রাখা যায়, তবে জল শোষণদ্বারা সে পূর্ব্বাপেক্ষা দেড় গুণ ভারি হয়। কিন্তু সেই ভেককে উষ্ণস্থানে রাখিলে তাহার কৃত্রিম গুরুতা আর থাকিতে পায় না, অল্পক্ষণের মধ্যে ভেক বাষ্প করণ শক্তিদ্বারা যে জলভার গ্রহণ করিয়াছিল সে সমস্তই ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ্ করিয়া আপন স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। জলশোষণ শক্তি আছে বলিয়া ভেকেরা গ্রীষ্মকালে অতি সেঁতসেতা জলা ভূমিতে বাস করিতে যায়। ঐ কালে যদি কাহারও ভেকের প্রয়োজন হয় তবে যথা তথা অন্বেষণ করিলে তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না, উত্তপ্ত দিনে ভেকের আবশ্যক হইলে, হয় তীরস্থিত ভগ্ন নৌকার অধোভাগে, পচা ঘাস বা খড়ের গাদির নীচে অথবা এরূপ অন্য কোন স্থানে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ধুলীময় পথের পার্শ্বদেশে যে সকল ভেকের বাস, যে স্থানের চতুষ্পার্শ্বে জলমাত্র নাই, গ্রীষ্মকালে তথাকার ভেক জীবন্মৃত হইয়া শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় ভূমিগর্ভে পড়িয়া থাকে। জলাভাব হইলে কখনং বহুসংখ্যক ভেক এক স্থানে একত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরের গাত্র সংস্পর্শ করত মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, তাহাতে তাহারা পরস্পর পরস্পরের গাত্রের আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়।

ডাক্তর সাহেব আরও লিখিয়াছেন, একটা মোটা

কোলাবেঙকে ধরিয়া যদি আধ ঘণ্টা হাতের মুটার ভিতর রাখা যায়, তবে সেটা পূর্ব্বে যেরূপ স্থূল ছিল তৎপরে তাহার অর্দ্ধেকও থাকে না, বহুকাল নিরাহারে থাকিলে ভেকদিগের যেরূপ শীর্ণ কলেবর হয়, তাহারও সেইরূপ শীর্ণ কলেবর হইয়া থাকে। রাত্রিকালে ঐ ভেককে যদি এমন জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে স্থাপন করা যায় যে, ভেক তথায় অনায়াসে নড়িতে চড়িতে পারে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে সে পূর্ব্ববৎ স্থূল হইয়া থাকে। যে স্থানে ভেকেরা জল সংগ্রহ করিয়া রাখে, তাহা সচরাচর ঠিক একটী থলিকা বা কোঁপরের ন্যায় হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা কোঁপল নহে, কারণ উদরস্থিত কোষ্ঠের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই। যাহাহউক ঐ জলাধারটী অতিসূক্ষ্ম একখানি চর্ম্মদ্বারা গঠিত, তাহাতে তাহাদের দুই কর্ম্ম হইয়া থাকে. প্রথম জলাধার স্বরূপ হয়, দ্বিতীয় জলশূন্য হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহন বিষয়ে উপকার করিয়া থাকে।

দ্বিপাদ উষ্ণীশমস্তক কবরগর্ভে ভেক জীবিতাবস্থায় কখনং সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তথা হইতে আর কখন বহির্গত হয় না। এই কথা উল্লেখ করিয়া সাহেব রহস্য করিয়া লিখিয়াছেন, “আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ফ্রান্সদেশ-নিবাসী ধীবর বালকদিগকে এক পয়সা দিলে তাহারা ক্ষুদ্রং বেঙ ধরিয়া লইয়া একেবারে গিলিয়া ফেলে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না”। বঙ্গদেশে মৎস্য যেরূপ অত্যুত্তম খাদ্য বলিয়া গণ্য, ফ্রান্স ও জরমেণী দেশের লোকেরা ভেককে সেইরূপ উপাদেয় খাদ্য বলিয়া থাকে, নিমন্ত্রিত আত্মীয়দিগকে

ভেকের ঝোল করিয়া খাওয়াইতে পারিলে তাহাদিগের বড় গৌরব হয়। ফ্রান্সদেশীয় ধীবরদিগের বড়২ ভেক ধরণের কৌশল বড়ই আশ্চর্য্য। সন্ধ্যাকালে তাহারা একটী লণ্ঠন এবং একগাছি ছড়ী লইয়া পুষ্করিণীর ধারে যায়, ছড়ির আগায় লাল নেকড়ার ঝোলা বান্ধা থাকে। লণ্ঠনের আলো দেখিয়া ভেকেরা চমৎকৃত হইয়াছে এমন বুঝিতে পারিলে, তাহারা ছড়ি শুদ্ধ লালকানির ঝোলাটী জলের উপরিভাগে রাখে। অবশ্যই ইহাতে আমাদিগের খাদ্য আছে, ইহা স্থির করিয়া ভেকেরা যখন লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ঐ ঝুলির ভিতরে পড়ে, অমনি একপ্রকার আটাতে বদ্ধ হইয়া যায়, কখনং ভেকের দাঁত ঐ লালকানিতে জড়িয়া ধরে। আমাদের দেশীয় জুলিয়ানীরা বাজারে যেরূপ মৎস্য বিক্রয় করে, ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরের বাজারে সেইরূপ ভেক বিক্রয় হয়।

গোবরিয়া পোকা কোন২ ভেকের প্রধান খাদ্য হয়। পুষ্করিণীর ধারে যে ঘাসের গাদা থাকে, ভেক সেই ঘাসের ধারে চুপ মারিয়া বসিয়া থাকে, ঘাসের গাদা হইতে গোবরিয়া পোকা যেমন বাহির হয়, অমনি ভেক লকলক্যা লম্বা জিহ্বা বাহির করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, অত্যল্প কাল ধৃত হইয়াছে এমত এক ভেকের উদর বিদীর্ণ করিয়া আমি দেখিলাম যে তাহার উদরে গোটাকয়েক গোবরিয়া পোকা উইচিংড়া এবং গুটি পোকা রহিয়াছে, অল্পক্ষণ ভোজন করিয়াছিল বলিয়া তাহা জীর্ণ হয় নাই। ইংলণ্ড-দেশে শালগ্রামের চাস অধিক হইয়া থাকে, এক

বৎসর শালগ্রাম ক্ষেত্রে এমনি কীটের প্রাদুর্ভাব হয়, যে তদ্দ্বারা শালগ্রাম-পত্র সকলই নষ্ট হয়। ভাগ্যক্রমে কিয়দ্দিন পরে ঐ সকল ক্ষেত্রে ভেকের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ঐ দুরন্ত কীট দিগের বিনাশ হইল, নতুবা কৃষকদিগের ক্ষতির আর পরিসীমা থাকিত না।

সন্তান বৃদ্ধি করিয়া বংশ বৃদ্ধি করা, পরমেশ্বরের এই আজ্ঞাটি টিকটিকিরা বিশেষ প্রতিপালন করে। শাবক হওনের প্রথমোদ্রেকে ভেকের ন্যায় টিকটিকী-দিগের ডিম্ব হইয়া থাকে। কিন্তু ভেকের ডিম্বে ও টিকটিকির ডিম্বে অনেক প্রভেদ আছে, চটচট্যা আটা দ্বারা ভেকের ডিম্ব সমূহ একস্থানে একত্রীকৃত হইয়া সংযোজিত থাকে। কিন্তু টিকটিকির ডিম্বে সেরূপ হয় না, প্রসবানন্তর যদি টিকটিকী আপনার এক একটি ডিম্ব একএকটি পৃথক স্থানে রাখে; সেস্থানে হয় ক্ষুদ্র-তরু পত্র নতুবা প্রশস্ত তৃণ হইয়া থাকে, টিকটিকিরা পশ্চাৎপাদ দ্বারা উক্ত তৃণ পত্র গুটাইয়া প্রথমতঃ একটি চুঙ্গির আকার করে, পরে তন্মধ্যে ডিম্ব স্থাপন করিয়া আটা দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক পরিবদ্ধ করে। ইহাতে পত্রস্থিত ডিম্বের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না, উহা নির্বিঘ্নে শত্রু-হস্ত হইতে লুপ্ত ও সংরক্ষিত হয়।

বেঙাচির ন্যায় টিকটিকী শাবক যথা সময়ে ডিম্ব হইতে বাহির হয়, প্রথমাবস্থায় বেঙাচি ও টিকটিকী শাবকে আমরা বড় একটা প্রভেদ দেখিতে পাই না, উভয়েই প্রায় সমান আকার এবং সমান গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বৈশাখ অবধি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত টিকটিকীদিগের প্রসব হওনের কাল, কিন্তু কতদিনে টিকটিকী শা-

বক সম্পূর্ণ টিকটিকীর আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নিশ্চয় নাই। সর্পেরা যেরূপ মধ্যে২ চর্ম্ম পরিবর্ত্ত করে, টিকটিকীদিগেরও সেইরূপ হয়, খোলশ উঠিবার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ইহারা একপ্রকার আটা দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, বড় একটা নড়িতে চড়িতে পারে না, মৃতবৎ গর্ত্তমধ্যে পড়িয়া থাকে। গাত্রের খোলশ সম্পূর্ণ ঢিলা হইয়াছে, উহা পরিত্যাগ করণের কাল উপস্থিত, ইহা জানিতে পারিলে টিকটিকিরা হয় কোন বৃক্ষ শাখায় অথবা ঝোপের মধ্যে যাইয়া খোলশ ত্যাগ করিয়া আইসে। তৎপরে তাহাদের আর পূর্ব্ব ভাব থাকে না, তাহাদিগকে চকচক্যা এবং ঔদ্ধত্য বিশিষ্ট দেখা যায়।

কাঁকড়া এবং বড় চিংড়ি-মৎস্যেতেও নিয়মিত সময়ে চর্ম্ম পরিত্যাগ করে, কিন্তু কিরূপে এবং কতদিন অন্তর উহা পরিত্যক্ত হয়, তাহা নিশ্চয় হয় নাই। কুইকেটসাহেব লিখিয়াছেন, একটা কাঁকড়ার উপরি ভাগে একটা কস্তুরা লাগিয়াছিল, উহা এমনি শক্ত যে কোনমতে সহসা উহা টানিয়া খোলা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে কস্তুরাটার বয়স প্রায় তিন বৎসর হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টীকৃত হইল যে তদ্ধারক কর্কট অবশ্য তিন বৎসর চর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই, কারণ তাহা হইলে কস্তুরা কখনই তদুপরি সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারিত না। বোধ হয় কস্তুরা শৈশবাবস্থাতেই কর্কটের উপরে লাগিয়া ছিল, সুতরাং ক্রমাগত তিন বৎসর কাল উহা খোলশ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ঝিনুক ও কস্তুরাদির একটি আশ্চর্য্য গুণ আছে, জলের ভিতর তাহারা আপনাপন খোলা ক্ষণমাত্রে সম্পূর্ণ প্রসারিত ও

সঙ্কোচিত করিতে পারে, প্রশ্বাসিত জল দ্বারা যে তাহাদিগের ভিতরে যায়, সেই জলের শক্তিতে তাহারা যথা তথা গমন করিতে পারে।

কেমিলিয়ন নামে এক প্রকার কৃকলাসের সম্বন্ধে বর্ণ পরিবর্ত্তনের কথা জীবতত্ত্বের প্রথম ভাগে প্রকাশ করা গিয়াছে; এক্ষণে এই বলিয়া সে বিষয়ের উপসংহার করি। কেমিলিয়ন সরীসৃপগণ স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব। ম্যাকুলন সাহেব লিখিয়াছেন, "দুটি কেমিলিয়ন সরীসৃপ পুষিয়া আমি তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে শিখাইয়াছিলাম, যখন ইচ্ছা হইত আমি তাহাদের উভয়ের লাঙ্গুলে দণ্ডাঘাত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে পারিতাম, সে সময়ে তাহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তন স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইত। রাগ বৃদ্ধি এই বর্ণ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ, পরস্পর যুদ্ধ করিতেই কেমিলিয়ন ক্রমে উন্মত্ত হইত, তখনই তাহাদের উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ চর্ম্ম ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত। লড়াই করিতেই এক দিন একটি মরিয়া যায়, অন্যটি আমার অধীনস্থ হইয়া কিছুদিন জীবিত থাকে, আমার এক ঘরের কোণে তাহার তেরটি ডিম্ব হয়, ডিম্ব-গুলি ঠিক এক একটি ছোট গোলকের মত, আমি সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, গর্ভধারিণী কেমিলিয়ান তদুপরি এক দিনও উপবেশন করে নাই, ছানাগুলি আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।"

উরোগামি জন্তুর মধ্যে সর্প সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্কাকর, সর্পের পর বৃশ্চিক সকলের ভয়ঙ্কর। তাহা দেখিলেই ত্রাস জন্মে। সর্প যেমন সদ্যঃ প্রাণ নাশক, বৃশ্চিক তাদৃশ নহে, কিন্তু তদ্দংশনের জ্বালায় লোক উন্মত্ত

র হয়। বৃশ্চিক নানাবিধ আছে। এক জাতির আট এবং বিবিধ দন্ত আর লাঙ্গূলের অগ্রে এক তীক্ষ্ণ হুল ছে। সেই হুল দ্বারা বিদ্ধ করিলে এক প্রকার বিষ ক্ত হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণা দেয়। প্রায় কিছুতেই সে গার উপশম হয় না।

আফ্রিকার মধ্যে বৃহৎ২ বৃশ্চিক আছে, তাহাদের ও অতি প্রবল, তাহাদের দংশন অতি ভয়ানক। পর্টুইশ নামা এক জন পণ্ডিত ঐ রূপ বৃহৎ২ বৃশ্চি-কর পরীক্ষা করণার্থ একটা কুকুরকে তিন স্থলে দংশন রাইয়াছিলেন, তাহাতে কুকুর বমন করিয়া পাঁচ টার মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার পরে ন্যান্য কএক কুকুর মুরগী এবং উন্দুরকে দংশন করা-তে তাহাদের কোন বিশেষ হানি হয় নাই, তাহা-তই বোধ হয় বৃশ্চিকের বিষ প্রাণ নাশক নহে।

আর এক জাতীয় বৃশ্চিকের বহুবিধ পা থাকাতে তাহাদিগকে শতপদ বলা যায়। তাহারদের দংশনের-ও ঘোরতর জ্বালা। কিন্তু তাহাতে প্রাণের হানি হয় না। এই সকল বৃশ্চিককে ক্ষুদ্র ২ সর্পের ন্যায় বোধ হয়, বিশেষ এই, সর্পের পা নাই, বৃশ্চিকের পা আছে। এই জাতীয় বৃশ্চিক লোকের সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারে না, যদি সম্মুখে প্রকাশ পায় তবে শীঘ্র পলায়ন করে। সর্প যেমন লোকের সম্মুখে আইসেই ভয়ে নিভৃত স্থানে পলায়ন করে, বৃশ্চিকও তাদৃশ মনুষ্যের নৈকট্য সহিতে পারে না, বাহির হইলেই পলায়ন করে। বৃশ্চিক দংশনের ঔষধ অনেকে অনেক প্রকার ব্যবহার করে, তন্মধ্যে শ্যামা ঘাসের শিকড় অতি উত্তম ঔষধ, কিন্তু

ইংরেজেরা পেন্‌কিলার নামে যে ঔষধ ব্যবহার করে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।

বৃশ্চিকের ন্যায় আর এক প্রকার কীট আছে তাহাকে বৃশ্চিক না বলিয়া কেন্নো বলা যায়। সে কীট হিংস্রক নহে, কিন্তু তাহার খোসকশু দুর্গন্ধ থাকাতে সকলেরই ঘৃণার্হ হয়। আমাদের মধ্যে এমত এক প্রবাদ আছে যে সে জন্তু কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিলে মহা ক্লেশকর হয়। বৃশ্চিকের ন্যায় অনেক পাদবিশিষ্ট আর এক কীট আছে তাহাকে শোঁ পোকা বলা যায়। তাহাও হিংস্রক নহে কিন্তু অঙ্গেতে এক প্রকার সূক্ষ্ম কাঁটা আছে, স্পর্শ করিলে তাহা বিদ্ধ হয় এবং তাহাতে শরীরের অতিশয় কণ্ডূয়ন হয়। উক্ত বহুপদ কীটের মধ্যে যাহারা হিংস্রক নহে তাহারা অনায়াসে মনুষ্যের সম্মুখে আইসে, কিন্তু হিংস্রকেরা অধোমুখ হইয়া পলায়ন করে, ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। ইহাতে পরমেশ্বরের কেমন দিব্য কৌশল প্রকাশ পায়।

সরীসৃপ বিষয়ক প্রশ্ন।

কশেরুক জীবদিগের মধ্যে সরীসৃপ কোন্‌ শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হয়।

পশুপক্ষী এবং সরীসৃপ স্পর্শ করিলে আমরা কি প্রভেদ উপলব্ধ করিয়া থাকি।

কিরূপে ইহা হয় এবং এই নিমিত্ত সরীসৃপদিগকে কি বলা যায়।

সরীসৃপদিগের ফুসফুসি আছে কি না।

নিশ্বাস ত্যাগ বিষয়ে তাহাদের আশ্চর্য্য কি আছে।

সরীসৃপ জন্তুরা কোন্‌ স্থানে বাস করে।

সকল সরীসৃপের স্বরশক্তি আছে কি না। তাহাদিগের আবরণ ও বর্ণ কিরূপ।

কিরূপে সরীসৃপদিগের শাবকোৎপত্তি হয়।

ডিম্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত সরীসৃপেরা কি প্রকার স্থান মনোনীত করে।

কোন্ স্থান কচ্ছপদিগের বাসোপযুক্ত স্থান।

ডিম্ব প্রসব বিষয়ে ইহাদিগের কি চমৎকারিতা আছে।

কোন্২ স্থানে বহুসংখ্যক কচ্ছপকে একত্রিত ও দলবদ্ধ দেখা যায়।

কচ্ছপদিগের কতগুলি ডিম্ব হয়।

যে স্থানে তাহারা ডিম্ব প্রসব করে সে স্থান কেমন স্থান।

কচ্ছপ-শাবকদিগের বিষয়ে কি চমৎকারিতা আছে।

ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াই কচ্ছপ-শাবকেরা জলে পড়ে কেন।

কচ্ছপদিগের জীবন রক্ষণের প্রধান উপায় কি।

কচ্ছপদিগের খোলা কিরূপ পদার্থ এবং তাহার ব্যবহার কি।

আহার বিষয়ে সরীসৃপদিগের কি আশ্চর্য্য আছে।

সরীসৃপেরা বহু কষ্টে যে প্রাণধারণ করিতে পারে তাহার প্রমাণ কি।

সাধারণ জন্তুর বৃদ্ধি এবং আকৃতিবিষয়ে সচরাচর কি বলা যাইতে পারে।

কচ্ছপ জন্তু কতকাল বাঁচিতে পারে।

কোন্ স্থানে কুম্ভীর বিশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অত্যন্ত বাড়িলে কুম্ভীর কত দীর্ঘাকার হইতে পারে।

কি প্রকার জল কুম্ভীরদিগের বাসোপযুক্ত স্থান। কিরূপে তাহারা শিকার করে।

স্ত্রী কুম্ভীরের ডিম্ব কি প্রকার এবং একেবারে কতগুলি হয়।

কোন্ জন্তু কুম্ভীরের ডিম্ব বড়ই নষ্ট করে।

কি প্রকারে কটকটিয়া ভেক কীটাবরোধ করে।

সুরিনাম ভেকবিষয়ে কি চমৎকারিতা আছে।

বেঙাচি কিরূপে হয়।

ভেকজাতির চর্ম্মে কি দুইটি মহদ্গুণ আছে, তাহাতে কি উপকার হইয়া থাকে।

ভেকদিগের জল-শোষণ ও বাষ্পকরণ শক্তি যে আছে তাহার প্রমাণ কি।

গ্রীষ্মকালে ভেকের প্রয়োজন হইলে কোন্ স্থানে অন্বেষণ করা উচিত।

অত্যন্ত জলকষ্ট হইলে ভেকেরা কিরূপে বাস করে।

যে স্থানে ভেকেরা জল সংগ্রহ করিয়া রাখে তাহার নাম কি ও সে কিপ্রকার পদার্থ।

মিগদ করবের উল্লেখ করিয়া ভেকজাতির বিষয়ে সাহেব কি রহস্য লিখিয়াছেন। কোন্ দেশীয় লোকেরা ভেক আহার করে।

ফ্রান্সদেশীয় ধীবরেরা কিরূপে ভেক ধরিয়া থাকে।

কিরূপে ভেকগণ গোবরিয়াপোকা মারে।

টিকটিকী কিরূপ জন্তু।

কিরূপে তাহারা সন্তানোৎপাদন করে।

ভেকের ডিম্ব ও টিকটিকীর ডিম্বে প্রভেদ কি।

বৎসরের মধ্যে কোন্ সময়ে টিকটিকিরা ডিম্ব প্রসব করে।

টিকটিকীজাতি শরীরের চর্ম্ম পরিবর্ত্ত করে কি না।

টিকটিকীর ন্যায় আর কোন জন্তু চর্ম্ম পরিত্যাগ করে।

কর্কটদিগের চর্ম্ম পরিবর্ত্তনের যে নিশ্চয় সময় নাই তাহার প্রমাণ কি।

কি প্রকারে কর্কটরা ও ঝিনুকাদির গতিশক্তি নির্ব্বাহ হয়।

কেমিলিয়ান জন্তু কি প্রকার।

তাহাদের গুণ কি।

কোন্ সময়ে কেমিলিয়নের বর্ণ পরিবর্ত্তন স্পষ্ট জানা যায়।

বৃশ্চিক কিপ্রকার সরীসৃপ।

জাতিভেদে তাহারা কত প্রকার হয়।

সর্পের ন্যায় বৃশ্চিকের বিষ ভয়ানক হয় কি না।

বৃশ্চিকের ন্যায় আর কোন্ জীব বহুপদবিশিষ্ট হয়।

বৃশ্চিক দংশন করিলে আমাদের দেশে চলিত ঔষধ কি।

ইংরাজেরা কি ঔষধ ব্যবহার করে।

চতুষ্পদ পশু।

চতুষ্পদ পশুদিগের আকৃতির বিষয় সামান্যরূপ বিবেচনা করিতে গেলে, মানবাকৃতির সহিত তাহাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য বোধ হয়। কারণ তাহাদিগের সমুদায় অঙ্গের শেষভাগ সকল কোন না কোন বিষয়ে মনুষ্যের তুল্য হইয়া থাকে। কোনং বানরজাতির শরীরের গঠন এমনি আশ্চর্য্য যে, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ, মানব-শরীরের কোন্ অংশ বানরদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সহসা তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।

প্রাণধারণীয় জীবিকার প্রভেদানুসারে চতুষ্পদ পশুদিগের মস্তক সকল ভিন্নং হইয়া থাকে। যে সকল পশু মস্তক দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্য হইতে আপনাদিগের খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করে, তাহাদিগের মস্তক কিছু উন্নত ও সঙ্কীর্ণ হয়। কুক্কুরাদি যে সকল পশু গন্ধদ্বারা শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের মস্তকদেশ লম্বাকৃতি হয়। কারণ লম্বা মস্তক না হইলে, তাহাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সংলগ্ন যে সকল শির আছে, সুচারুরূপে তাহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সিংহ প্রভৃতি যে সকল চতুষ্পদের সংগ্রাম করা অভ্যাস, তাহাদিগের মস্তক কিছু ক্ষুদ্র এবং স্থূল হয়, কারণ ক্ষুদ্র ও স্থূল মস্তক না হইলে যুদ্ধ করণের প্রধান সাধন তাহাদিগের যে হনু অর্থাৎ চুয়াল কোন মতেই তাহা শক্ত হইতে পারে না। তৃণভুক পশুদিগের পৃষ্ঠ দেশের মধ্যভাগ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত মাংসল একটি শিরা আছে, তাহা এক গাছি মোটা

রজ্জুর ন্যায়, ঐ রজ্জুবৎ শিরার সহকারে তাহারা অনায়াসে তিন চারি ঘণ্টা কাল মস্তক অবনত করিয়া তৃণাদি ভোজন করিতে পারে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের মস্তক ভূমিতে সংলগ্ন থাকিলেও তাহাদের কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না।

ভোজন সামগ্রীর প্রভেদানুসারে মাংসাহারী পশুদিগের দন্ত সকল বিশেষরূপ হইয়া থাকে। মাংসভুক পশুদিগের দন্তগুলিন তৃণাদ পশুদিগের দন্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। তৃণাদি পশুদিগের সম্মুখদন্ত অনায়াসলভ্য তৃণপল্লবাদি ছেদন ও একত্রীকরণ করিবার যোগ্য, উহার একদিক ধারাল ও উন্নত এবং অন্য দিক নিম্ন, আর কশের দন্ত চ্যাপটা এবং প্রশস্ত, এই কশের দন্তের সহকারে তাহারা ভুক্ত বস্তু চূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। মাংসভুক জন্তুদিগের দন্ত সেরূপ নহে, তাহাদিগের সমুদায় দন্তগুলি তীক্ষ্ণ ও উন্নত, ভোজনসামগ্রী ধারণ ও বিভাগ করণের যোগ্য, কিন্তু চিবাইয়া চূর্ণ করণের উপযুক্ত নহে।

দন্তবিষয়ে যেরূপ প্রভেদ বলিলাম চতুষ্পদ পশুদিগের পদবিষয়েও সেইরূপ প্রভেদ হয়। তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রয়োজন, এবং যাহার যেরূপ সুখসচ্ছন্দ আবশ্যক, পরমেশ্বর তাহাকে সেইরূপ পদ প্রদান করিয়াছেন। হস্তী ও গণ্ডার প্রভৃতি যে সকল পশুর শরীর অতীব স্থূলকায় এবং প্রকাণ্ড তাহাদিগের পায়ে কোন সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব বা নমনীয় গুণ নাই, উহা ঠিক চারিটি স্তম্ভের ন্যায়, কেবল বর্ত্তুলাকৃতি এবং শক্ত হওয়াতে তাহাদিগের প্রকাণ্ড শরীর ধারণ ও বহন

করণের যোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু হরিণ এবং খরগোশ প্রভৃতি যে সকল জন্তু বিপদের সময় পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা করে, তাহাদিগের পা সরু অথচ লম্বা এবং মাংসল হয়, উহা কেবল দ্রুতগমনের নিমিত্তই উপযোগী হইয়া থাকে। মৎস্যাহারী জীবদিগের পা সন্তরণ করিবার যোগ্য, হংস পক্ষীর ন্যায় সূক্ষ্ম চর্ম্মদ্বারা আবৃত ও সংযোজিত হয়, তদ্দারা তাহারা অনায়াসে দ্রুততরবেগে সন্তরণ করিতে পারে। যে সকল জীব অন্য জীবের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের পদাগ্রভাগ অস্ত্রস্বরূপ নখরদ্বারা পরিপূরিত হয়, ঐ নখর তাহারা ইচ্ছানুসারে আবৃত বা অনাবৃত করিতে পারে। শান্তস্বভাব তৃণাহারী পশুদিগের পদে নখরের পরিবর্ত্তে ক্ষুর আছে, প্রাণরক্ষা ও শরীর বহন বিষয়ে ঐ ক্ষুর তাহাদিগের বড়ই উপকারী হয়।

ভক্ষ্য দ্রব্যের গুণানুসারে চতুষ্পদপশুদিগের পাকস্থলী বিবিধপ্রকার হয়, অর্থাৎ যাহার যেমন আহার তাহার পাকস্থলী সেইরূপ হইয়া থাকে। যে সকল পশু মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের পাকস্থলী ক্ষুদ্র এবং মাংসগ্রন্থিতে আবৃত, আর যাহারা তৃণজীবী তাহাদের পাকস্থলী তদপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রশস্ত হয়। তন্মধ্যে গবাদি যে সকল পশু ভোজনানন্তর চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে, তাহাদিগের পাকস্থলী চারিটীর ন্যূন নহে, বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ পাকস্থলিতেই তাহাদের সামান্য খাদ্য অনুক্ষণ প্রবেশিত হইয়া রস ও রক্ত উৎপন্ন করে।

এইরূপে পরমেশ্বর সকল জীবকেই বিশেষং অবস্থার

বিশেষহ অনুবর্ত্তী করিয়া যাহার যেরূপ উপযুক্ত তা-
হাকে সেইরূপ নিয়মের অধীন করিয়াছেন। শস্যভ-
ক্ষক চতুষ্পাদ জন্তু নির্দ্দোষ এবং অহিংস্র, শুদ্ধ শ্যামল
তৃণপূর্ণ ময়দান এবং অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া কালযাপন
করে, অন্যায়তঃ অপর জন্তুর অনিষ্ট করে না। মাংস-
ভুক পশুগণ ধূর্ত্তস্বভাব, তাহারা ঝোপ এবং আড়াল
হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া সহসা জীবকে
হতকরত শিকার করিয়া থাকে, প্রকাশ্যরূপে বড়একটা
আক্রমণ করে না। কারণ বৃহদাকার পশুগণ তাহাদের
অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ হয়, এবং ক্ষুদ্র চতুষ্পদেরা
তাহাদের অপেক্ষা দ্রুততরবেগে পলায়ন করিতে পারে।
ঐ আমিষাশী পশুদিগের মধ্যে নল বিক্রম বিষয়ে
যাহার যেরূপ অভাব হয়, সে তত সহিষ্ণু, চতুর
এবং পরিশ্রমী হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য পশুর প্রতি
ধাবমান হইয়া যাহারা শিকার করিতে চেষ্টা পায়,
তাহাদের অপেক্ষা পশ্চাদ্ধাবিত জন্তুগণ সাতিশয় দ্রুত
হইয়া থাকে, তাহা না হইলে অরণ্যমধ্যে ক্ষীণ এবং
দুর্ব্বল জন্তুরা তিষ্ঠিতে পারিত না, বৃহদাকার মাংসজীবী
পশুরা তাহাদিগকে আহার করিয়া একেবারে নিঃশে-
ষিত করিত।

রাত্রিকাল, মাংসভুক পশুদিগের শিকার জন্য উত্তম
সময়। তাহাদের মধ্যে অত্যল্প পশু দিবাভাগে শি-
কার করিয়া থাকে, অরুণোদয় হইলেই তাহারা আপ-
নাপন আশ্রয় স্থান গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রান্তি
দূর করে। হিংস্র বন্য-পশুগণ অদৃষ্ট হইলেই, হস্তী,
হরিণ, অশ্ব প্রভৃতি নির্দ্দোষ পশুগণ বন ও মাঠের মধ্যে

বাহির হইয়া হরিতভৃণাদি ভক্ষণ করিতে থাকে, সূর্য্যো- দয়ে তাহাদিগের বড়ই আনন্দ হয়। রাত্রির প্রথমা- গম ও শেষভাগ এই দুই সময়ে অরণ্য অতি ভয়ানক স্থান হয়, কোন পশু প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত, কোন পশু অন্য পশুকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত এমনি উচ্চতর শব্দ করিতে থাকে, যে, তৎশ্রবণে মনুষ্যদিগকে বধির হই- তে হয়, তাহাদিগের ভয়ানক ধ্বনিতে সমস্ত অরণ্যে কত প্রকার প্রতিধ্বনি হইতে থাকে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

শিকারী পশুগণ স্বজাতীয় পশুর প্রাণবধকরণে প্রায় প্রবৃত্ত হয় না, স্বজাতীয়ের প্রতি তাহাদের এমনি অনু- রাগ যে অত্যন্ত ক্ষুধাতে কাতর হইলেও তাহারা পর- স্পরের অনিষ্ট সাধন কদাচ করিয়া থাকে। চতুষ্পদ দিগের মধ্যে দুর্দান্ত ভয়ানক পশুগণও যেস্থানে সচরা- চর তাহাদের আহারীয় জন্তুরা যায়, সেইস্থানে গুপ্ত ভাবে চুপ মারিয়া বসিয়া থাকে, আর আস্তেং পদ সঞ্চালন করত একেবারে এক লম্ফ প্রদান করিয়া জী- বের প্রাণ নষ্ট করে। পশুরাজ সিংহ এক লম্ফে শি- কার করিতে না পারিলে দ্বিতীয় বার চেষ্টা করে না। ব্যাঘ্রাদি কতকগুলা পশু শিকার করণের প্রত্যাশায় স- মুদ্র নদী বা অন্য কোন জলাশয়ের ধারে ঝোপের আড়া- লে বসিয়া থাকে, তৃণজীবী পশুর পাল যখন তথায় জল পান করিতে যায়, অমনি তাহাদের প্রাণ বধ করে। হস্তি প্রভৃতি যে সকল পশু দল-বদ্ধ হইয়া অরণ্য সঞ্চরণ করে, বিপদ সংবাদ দিবার নিমিত্ত তাহাদিগের দলে এক একটি প্রহরী নিযুক্ত হয়। আহার নিদ্রা পরি-

ত্যাগ করিয়া ঐ প্রহরী কেবল স্বজাতি-দিগের জান-রক্ষার্থ শত্রু আসিতেছে কি না দেখিতে থাকে। নিরূপিত সময়ে ঐ প্রহরী পরিবর্ত্তিত হয়, ইতিমধ্যে কোন-ক্রমে যদি তাহারা কাহাকেও অমনোযোগী দেখিতে পায়, তবে দল শুদ্ধ একত্র হইয়া তাহার দণ্ড-বিধান করে।

বন্য-পশুগণ বনে থাকিলে তাহাদের স্বাভাবিক আকার ও বর্ণের বিপর্য্যয় বড় একটা হয় না, কিন্তু মনুষ্য-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পিঞ্জরে বদ্ধ হইলেই তাহাদের আকার বর্ণ স্বভাবাদির অনেক পরিবর্ত্ত হয়। এই কারণেই ব্যাঘ্রাদি হিংস্র চতুষ্পদ গণকে আমরা বনে এক প্রকার দেখি, এবং সভ্য লোক-দিগের পশু-শালায় অন্য প্রকার দেখা যায়। মনুষ্য কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া পালিত হইলে বন্যপশু-দিগের আকার ও স্বভাব যেরূপ পরিবর্ত্ত হয়, সেইরূপ জল বায়ুর অবস্থা ভেদে তাহাদের আকারাদির সেইরূপ বিশেষ হইয়া থাকে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি শীতল দেশের বন্য পশুগণের গাত্রলোম যে-রূপ ঘন লম্বা এবং উষ্ণ হয়, আসিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি উষ্ণ দেশের বন্য পশুগণের গাত্রলোম তত ঘন উষ্ণ এবং লম্বা হয় না। জলবায়ুর যেরূপ অবস্থা পরমেশ্বর তথাকার জীবদিগকে সেইরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই, অসভ্য দেশের বন্যপশুগণ যেরূপ নিষ্ঠুর ও ভয়ানক, সভ্য দেশের বন্যপশুরা তত নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর নহে। কি কারণে হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করা যায় না।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন, আমেরিকা দেশের সরীসৃপগণ যেরূপ দীর্ঘাকার, পৃথ্বীর অন্য কোন অংশে তত দীর্ঘাকার সরীসৃপ নাই। আর অন্যান্য দেশজাত চতুষ্পদগণ যত দীর্ঘাকার হয়, আমেরিকা দেশের চতুষ্পদগণ তত দীর্ঘাকার নহে। ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা, আমেরিকায় সাপির এবং তৎসম চতুষ্পদ পশু সাতিশয় প্রকাণ্ড বলিয়া গণ্য, কিন্তু হিন্দুস্থান-বাসী হস্তীর সহিত তুলনায় তাহাদিগকে বড়ই ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়। বঙ্গ-দেশীয় ব্যাঘ্র সকল লাঙ্গুল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত প্রায় ছয় সাত হাত লম্বা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দেশজাত শার্দ্দূলেরা দুই হাতের অধিক লম্বা নহে। আর, আফ্রিকা খণ্ডের ব্যাঘ্রেরা সাহস এবং শক্তি বিষয়ে যেরূপ ভয়ঙ্কর, তাহারা সেরূপ ভয়ঙ্করও নহে। চতুষ্পদ পশুগণের মধ্যে যাহারা প্রকাণ্ড হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর, তাহাদিগের শাবক অতি অল্প হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল তাহাদিগের সন্তান একেবারে অনেকগুলি হওয়াতে তাহারা বহু বংশ হয়।

পূর্ব্ব কথা গুলি পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত অগ্রে কয়েকটি মাংসভুক চতুষ্পদ পশুর কথা লিখি। পরে রোমন্থিকের বিস্তারিত বিবরণ লিখিব।

ব্যাঘ্র জাতির মধ্যে "সিয়াগোষ" নামে এক প্রকার পশু আছে, ঐ পশুমাত্রের কর্ণাগ্রে কৃষ্ণকেশের একং গুচ্ছ হইয়া থাকে।

এই পশু, দেহদৈর্ঘ্য, পুচ্ছাবয়ব, কর্ণ, গুচ্ছ, ও বর্ণাদিভেদে পাঁচ সাত দলে বিভক্ত আছে। সিয়াগোষের

অবয়ব বৃহৎ-কুক্কুরদিগের তুল্য; ইহার দৈর্ঘ্য-পরিমাণ নাসাগ্রহইতে পুচ্ছমূলপর্য্যন্ত ২।০ হস্ত; উচ্চতা ১।০ হস্ত। দেশ ও ঋতুভেদে ইহার বর্ণের অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে, অত্যন্ত-শীত-প্রধান দেশে ইহাদের বর্ণ প্রায় শুভ্র, এবং দেহে এক প্রকার চিত্র দৃষ্ট বোধ হয়, কিন্তু গ্রীষ্ম-দেশে ঐ বর্ণের গাঢ়তা জন্মিয়া পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদেশ মলিন হইয়া যায়, এবং চিত্র-সকল অস্পষ্ট হয়; কেবল গলদেশে এবং বক্ষোদেশ শুক্ল থাকে। ইহার পুচ্ছ কটাবর্ণ এবং তাহার স্থানেং অঙ্গুরীয়বৎ কৃষ্ণ-রেখা দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালে এই পশুবিষয়ে অনেক অলীক গল্প প্রচলিত ছিল। বিজাতীয় মনুষ্যদিগের বোধ ছিল যে সিয়াগোষ এমত সূক্ষ্মদর্শী যে সে প্রস্তরাদির ব্যবধান থাকিলেও তাহার অপর পারের বস্তু দেখিতে পায়। কেহ২ কহিত যে ইহার মূত্রে মাণিক্যাদি জন্মে। এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা, কহে যে সিয়াগোষ হস্তীর মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ভক্ষণ করে না; এবং তৎপ্রাপ্ত্যর্থে হস্তীর মস্তকোপরি আরোহণ করত প্রথমতঃ তাহার নয়ন বিদীর্ণ করে, ও তদনন্তর মস্তক ভগ্ন করিয়া তদন্তর্গত মেদঃ ভক্ষণ করে। অধুনা বঙ্গদেশে জ্ঞানালোক এ প্রকার বিভাসিত হইয়াছে যে এই সকল বাক্য যে কেবল মাহাত্ম্যসূচক তাহা বর্ণন করিবার আর প্রয়োজন নাই; পাঠক-মহাশয়েরা ঐ বাক্য শ্রবণ-মাত্রই তাহা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারেন।

বিড়াল-শ্রেণীস্থ পশুমাত্রেরই নয়ন অতি উজ্জ্বল।

এই প্রযুক্ত একটা সামান্য প্রবাদ আছে যে, "রাত্রে বিড়ালের চক্ষু জ্বলে।" সিয়াগোষের নয়ন বিড়ালাদির নয়ন অপেক্ষাও বিশেষ উজ্জ্বল বোধ হয়, অন্য কোন পশুর নয়ন এতাদৃশ উজ্জ্বল নহে, সুতরাং তদ্দর্শনে যে অলীক গল্পের প্রচার হইবে ইহা কোনমতে আশ্চর্য্য নহে।

সিয়াগোষের স্বভাব বিড়ালবৎ দেখিতে মৃদু, কিন্তু ইহা উত্তমরূপে মনুষ্যের বশীভূত হয় না; কিঞ্চিৎ হিংস্রত্ব সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। বিড়ালাদি পশু প্রায়ঃ সকলেই পূর্ণসাহসী, কেহই ভীত নহে; এবং সিয়াগোষ সাহসিকতায় কাহার কনিষ্ঠ নহে। ঐ পশু সিংহকে দেখিয়াও ভীত হয় না; অনায়াসে অকুতোভয়ে তাহার নিকটে শিকারদ্বারা খাদ্যদ্রব্য আহরণ করে। বোধ হয় অক্লেশে বৃক্ষারোহণদ্বারা সিংহ হইতে ত্রাণ পাইতে পারে বলিয়াই ঐ সাহস হইয়া থাকিবেক; কারণ বৃক্ষচর-চিতাকে সম্মুখে দেখিলে সিয়াগোষ তাদৃশ সাহসিকতা প্রকাশ করে না। সিয়াগোষ শিকার করিয়া খাদ্যের-সংগ্রহ করে, এবং তদর্থে ব্যাঘ্রবিড়ালাদিবৎ রজনীযোগে বন ভ্রমণ করিয়া থাকে। নকুল, বেজি, কাঠবিড়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু ইহার প্রধান খাদ্য; তদাহরণার্থে সিয়াগোষ বৃক্ষেং ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত পটু। ছাগ, মেষ, হরিণ, শশকাদিও প্রস্তাবিত পশুর অখাদ্য নহে, এবং হংস কুক্কুটাদি পক্ষীও তাহার সুখাদ্য মধ্যে গণ্য; ফলতঃ সিয়াগোষ সুখাদ্য মাংস পাইলেই ভক্ষণ করে, কিছুই বর্জ্জন করে না। অপর কা কথা, অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলে মাংসভুক পশুজাতির বিপরীত স্ব-

ভাব প্রকাশ করিয়া স্বজাতীয় পশুকেও পরিত্যাগ করে না। কথিত আছে, মেষ-মাংসার্থে এই পশু সুড়ঙ্গ খনন করিয়া মেষ-গোষ্ঠে প্রবেশ করে, এবং বৃক্ষারূঢ় দ্রুতগামী পশুর স্কন্ধে বৃক্ষহইতে নিপতিত হইয়া তাহার সংহার করে।

এই পশুরা অত্যন্ত শোণিতপিপাসু; প্রাণিহিংসা করিয়া আদৌ তাহার শোণিত পানকরত পরে ক্ষুধার উদ্রেকানুসারে মাংস ভক্ষণ করে; অত্যন্ত ক্ষুধিত না হইলে ব্যাঘ্রের ন্যায় শোণিতপানেই সন্তুষ্ট থাকে, মাংসাহারে উৎসুক হয় না। যে সকল দেশে সিংহের আধিক্য আছে তথাকার সিয়াগোষ স্বয়ং মৃগয়া না করিয়া সিংহের সাহচর্য্য করত তাহাকে খাদ্যদ্রব্যোপযোগী স্থানে লইয়া যায়, এবং মৃগরাজের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া দিন যাপন করে; এই নিমিত্ত ইহার নাম "সিংহের [illegible]" প্রসিদ্ধ হইয়াছে। *

সিয়াগোষের চর্ম্ম এবং লোম অতি কোমল, বিশেষতঃ শীতলদেশবাসি-সিয়াগোষের লোম অত্যন্ত সুন্দর; ধনী ব্যক্তিরা তাহার পরিচ্ছদ শীতকালে ব্যবহার করেন। এই কারণ অনেকে এই পশুর সংহারে নিযুক্ত আছে; এক হড্‌সন্-উপসাগরের তটহইতে প্রতিবর্ষে ৮—৯ সহস্র সিয়াগোষ-ত্বক্ বিক্রয়ার্থে আনীত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ-আমরিকা-দেশ টেপর পশুর জন্মভূমি, তথায় এই পশু অতিসুলভ; প্রাচীন-পৃথ্বীখণ্ডে কেবল সুমাত্রা-দ্বীপে ইহার আবাস আছে; তদ্ভিন্ন অন্যত্রে ইহা দৃষ্ট হয় না। উক্ত-দ্বীপে ইহা "কুড়াএয়ার," "সালাডা,"

ও "গণ্ডল" নামে প্রসিদ্ধ ; বেঙ্কুলন-নগরে ইহার নাম "বাবিআত্রু"; এবং মালাকা-প্রদেশে "টেম্"। ইহার দেহ শূকরাকার, ৬॥০ হস্ত দীর্ঘ, এবং ২॥০ হস্ত উচ্চ। শূকরাপেক্ষায় ইহার শুণ্ড বৃহৎ ও বলবান্, ও পরিমাণে প্রায় অর্দ্ধহস্ত। ইহার লাঙ্গুল অতি খর্ব্ব, ও গাত্র লোমবিহীন। ইহার পদ-চতুষ্টয়ও খর্ব্ব এবং স্থূল, তন্মধ্যে পুরঃপদদ্বয়ে চারিটি করিয়া, এবং পাশ্চাত্য-পাদদ্বয়ে তিনটি করিয়া নখ থাকে। এই পশুদিগের ছেদন-দন্ত-সঙ্খ্যা প্রতি মাড়িতে ৬, এবং চর্ব্বণদন্ত-সঙ্খ্যা উপর মাড়ির প্রতি পার্শ্বে ৭, ও হনুর প্রতি-পার্শ্বে ৬; সকলের সমষ্টি ৪২ টা। আমেরিকা-দেশীয় টেপরের স্কন্ধে এক কেশশ্রেণী হইয়া থাকে; কিন্তু সুমাত্রা-দ্বীপের টেপরে তাহা দৃষ্ট হয় না। এই দেশীয় পশুর বর্ণগতও কিঞ্চিৎ ভেদ আছে; দক্ষিণ-আমেরিকার টেপর কৃষ্ণাভ-ধূম্রবর্ণ; সুমাত্রা-দ্বীপের টেপর চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ; এবং তাহার পৃষ্ঠ ও পার্শ্বভাগ শুক্ল।

টেপর অতিবলবান্ পশু; কথিত আছে, মত্তহস্ত্যপেক্ষায় ইহার বেগ অসহ্য। বনমধ্যে যে দিগ্-দিয়া এই পশুরা ধাবমান হয়, তত্রত্য সমস্ত ক্ষুদ্রতরু-গুল্মাদি ভগ্ন হইয়া এক নবীন পথ প্রস্তুত হইয়া যায়। কিংবদন্তী আছে, যে ব্যাঘ্র ইহাদের পৃষ্ঠোপরি আক্রমণ করিলে, ইহারা নিবিড়-বনমধ্যে এতাদৃশ বেগে ধাবমান হয়, যে বৃক্ষ-শাখার ঘর্ষণে ব্যাঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি টেপরের কিছু অনিষ্ট হয় না।

টেপরেরা স্বভাবতঃ শান্ত, মনুষ্য দেখিলেই পলায়ন করে, এবং দিবসে নিদ্রিত থাকিয়া রজনীযোগে আদৌ

কোন জলাশয়ে উত্তমরূপে স্নান করত নবীন-তরু-গুল্মাদির অন্বেষণে বন-পর্য্যটন করিয়া থাকে। কোন দ্রব্যই ইহাদিগের পক্ষে অখাদ্য নহে। অস্থি, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড যাহা কিছু নিকটে প্রাপ্ত হয়, তাহাই গলাধঃকরণে ত্রুটি করে না। ডাক্‌স্বা-নামক এক জন সাহেব একটী টেপির-পশুকে একটা রজতনির্ম্মিত নস্যদান খাইতে দিয়াছিলেন, সে তাহা তৎক্ষণাৎ চর্ব্বণ করিয়া নির্গলিত করিয়াছিল।

ইংরাজেরা কহে, টেপির পশুর মাংস শুষ্ক এবং কঠিন, কিন্তু আমরিকা-দেশবাসীরা তাহা সুস্বাদু জ্ঞান করিয়া এই পশুবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; পরন্তু বিনাশের রীতি সর্ব্বত্র তুল্য নহে: কোন স্থানে শিকারিরা বিষাক্ত শরদ্বারা টেপির বিনাশ করে, কুত্রাপি কুক্কুরের সাহায্যে অভীষ্টসিদ্ধ করে; কুত্রাপি বা বন্দুকই টেপির সংহারের অস্ত্র বলিয়া গণ্য আছে। কুক্কুরদ্বারা আক্রান্ত হইলে, টেপির ঘাতকদলের সহিত ভয়ানকরূপে যুদ্ধ করিয়া থাকে; এবং অনেককে বিনষ্ট না করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করে না, ও নিকটে কোন জলাশয় পাইলে তন্মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনায়াসে শত্রুহইতে নিষ্কৃতি পায়।

বদ্ধ হইলে টেপিরেরা অত্যল্পকাল মধ্যেই বন্ধনকারীর বশীভূত হয়। সোনিনি সাহেব লিখিয়াছেন, দক্ষিণ-আমেরিকার রাজপথে অনেক পোষা টেপির ভ্রমণ করিয়া থাকে; তাহারা প্রাতে বনে প্রয়াণ করিয়া অপরাহ্ণে প্রভুর বাটীতে প্রত্যাগমন করে। ইহাদিগের বল, ধৈর্য্য, এবং শান্তস্বভাব দৃষ্টে বোধ হয় চেষ্টা

করিলে ঐ সকল গুণ মনুষ্যের ব্যবহারে প্রয়োগ হইতে পারে; ভারবহনার্থে ঐ সকল গুণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

করের প্রধান ক্ষমতা অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলীর বিপক্ষে ধারণ করা; মনুষ্যের হস্তদ্বারাই সেই ক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়, পদে তাহা লক্ষিত হয় না। পরন্তু পশুমধ্যে অনেকের ঐ শক্তি হস্ত ও পদ উভয় অঙ্গেই দৃষ্ট হয়, এই নিমিত্ত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা সেই সকল পশুকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পৃথক্ করিয়া তাহাদিগকে চতুষ্কর বলিয়া বর্ণন করেন। এই চতুষ্কর-শ্রেণীস্থ জীবমধ্যে বানরেরাই প্রধান। তাহারা হস্ত ও পদ উভয়দ্বারা অনায়াসে বৃক্ষশাখা ধৃত করিয়া বৃক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকে; হস্তদ্বারা ধৃত করণাপেক্ষা পদদ্বারা ধৃতকরণে কোনমতে অনায়ত্ত বোধ করে না। মর্কট, হনুমান, উল্লুক, বনমানুষ, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি পশু সকল এই লক্ষণাক্রান্ত অতএব তাহারা সকলেই চতুষ্কর শ্রেণীমধ্যে গণ্য। অপর এই শ্রেণীস্থ পশুদিগের অবান্তর-ভেদ জ্ঞাপনার্থে গ্রন্থকর্ত্তারা ইহাদিগকে চারি দলে বিভক্ত করেন। তাহার প্রথম দলে পাখাবিশিষ্ট উড্ডীনশীল কএক প্রকার বানরের নির্ণয় হয়। তাহারা দেখিতে বাদুড়ের ন্যায়, অতএব বাদুড়জ্ঞাপক সংস্কৃত জাতুকাশব্দ হইতে ইহাদের দলের নাম "জাতুকেয়" রাখা হইল; এই দলের প্রধান পশু উড্ডীনশীল লিমুর। চতুষ্কর শ্রেণীর দ্বিতীয় দলে বৃহৎ কাষ্ঠবিড়াল-সদৃশ বিশেষ প্রকার পশুদের বর্ণন করা যায়, তাহাদের মধ্যে এই এই নামক পশুই প্রধান। ঐ পশুর প্রধান লক্ষণ এই যে তাহাদের পদ ইন্দুর বা কাটবিড়ালের পদের সদৃশ অতএব

তাহাদিগকে "মূষিকপাদ" বলায় হানি হইবেক না। তৃতীয় দলের পশুসকলের সহিত মানবের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে; তথাপি তাহারা প্রকৃত বানর নহে, অতএব তাহাদিগকে মর্কটকল্প শব্দে নির্দ্দিষ্ট করা যায়; তাহাদিগের প্রধান পশু লিমুর; এবং চতুর্থ দলে প্রকৃত বানর সকল নির্ণীত হয়, এই হেতু তাহাকে কাপেয় শব্দে বর্ণিত হইতে পারে।

উল্লিখিত চারি দলের মধ্যে এস্থলে তৃতীয় দলের বর্ণন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত। তাহাদিগের সাধারণ নাম মর্কটকল্প, পরন্তু তাহাদের অবান্তর ভেদে তিন জাতীয় পশু আছে, তাহার এক জাতির নাম লিমুরাদি, অপরের নাম দীর্ঘগুল্ফাদি, এবং অবশিষ্টের নাম লোমশাদি। লোমশাদি জাতিতে দুই পশু নির্ণীত হয়; তাহাদের আকৃতি সামান্য বিড়ালাপেক্ষায় অনেক ক্ষুদ্র, বিড়ালের অর্দ্ধ পরিমাণ হইবেক। স্বভাবতঃ তাহারা অলস এবং স্থান পরিবর্ত্তন করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক; এই প্রযুক্ত ইহাদিগকে অলস পশু বা অলস লিমুর নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। দীর্ঘগুল্ফাদি জাত্যন্তর্গত পশুরাও আকৃতিতে লিমুরসদৃশ বৃক্ষচারী পশু; দিবসে ইহারা সুপ্ত বা নিস্তব্ধ থাকিয়া রজনীযোগে কীটপতঙ্গাদির অন্বেষণে ভ্রমণ করে; কীটপতঙ্গই তাহাদের প্রধান খাদ্য।

প্রকৃত লিমুর পশুসকল লিমুরাদি-জাতির অন্তর্বর্ত্তী; ইহাদিগের অবয়ব দর্শনে ব্যক্ত হইবে যে ইহাদের মস্তক গোলাকার, কিন্তু ওষ্ঠ দীর্ঘীভূত অঙ্কুশ ও সূচাগ্র, তাহাতে তাহাদের মুখ শৃগালের সদৃশ বোধ

হয়, তন্নিমিত্ত কেহ কেহ লিমুরদিগকে "শৃগালমুখী কপি" বলিয়া থাকেন। ইহাদের মুখের উর্দ্ধ মাড়িতে নিয়ত ৪টী ছেদন দন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অধোমাড়িতে তাহা কদাপি দুটি এবং কদাপি বা ৪টী হয়। ইহাদের সমস্ত শ্বদন্তের সঙ্খ্যা ৪; ইহাদের চর্ব্বণদন্ত কদাপি ২০ এবং কদাপি বা ২৪ টী হইয়া থাকে। লিমুরদিগের চক্ষু বৃহৎ এবং উজ্জ্বল; কর্ণ ক্ষুদ্র; লাঙ্গুল দীর্ঘ, এবং দেহ অতিকোমল লোমে আবৃত। ইহাদিগের বাসস্থান মাদাগাস্কর দ্বীপ; তদ্ভিন্ন অন্যত্র ইহারা প্রাপ্য নহে।

লিমুরপশু দেখিতে বিড়ালের ন্যায় সুন্দর, এবং স্বভাবতঃ ফলাহারী হওয়া প্রযুক্ত নৃশংস হয় না। পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহারা অনায়াসে পোষ মানে: এবং অত্যন্ত বিরক্ত না করিলে কখন কাহাকে দংশন করে না। ইহারা নক্তচর বটে, কিন্তু লোরি বা দীর্ঘগুল্ফিদিগের ন্যায় অলস নহে, প্রত্যুত ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল, ক্ষুদ্রপক্ষী এবং কীটসংহরণে বিশেষ পটু।

বন্ধন দশায় ইহাদের মস্তকে মনুষ্য হাত বুলাইলে ইহারা কুক্কুর-বিড়ালের ন্যায় পুলকিত হয়, এবং পিঞ্জরের নিকটে মনুষ্য দেখিলেই তদর্থে মস্তক প্রসারিত করিয়া দেয়। শীত ইহাদের অপ্রিয়, তন্নিমিত্ত অগ্নি দেখিলেই তাহার নিকট গিয়া দেহ উষ্ণ করিতে নিযুক্ত হয়, এবং তদবস্থায় নয়ন ঈষন্মুদ্রিত করিয়া হস্তপ্রসারণ-পূর্ব্বক শরীর-অবসন্ন-ভাবে অত্যন্ত সুখের চিহ্ন জ্ঞাপন করে। শীতকালে অগ্নি না পাইলে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া বক্ষোপরি মস্তক নত করত সর্ব্বাঙ্গে লাঙ্গুল বেষ্টন করিয়া গোলাকার লোম-পিণ্ডের ন্যায়

পড়িয়া থাকে। দুই তিনটা পশু নিকট থাকিলে সকলে একত্রে এক পিণ্ড হইয়া বসিয়া থাকে। পুস্তকে বলা হইয়াছে যে লিমুরদিগের লাঙ্গুল অতি দীর্ঘ, কিন্তু ইন্দ্রী নামক এক গোষ্ঠীয় লিমুর আছে তাহার লাঙ্গুল তাদৃশ নহে; প্রত্যুত তাহা অত্যন্ত খর্ব্ব এবং প্রায় অদৃশ্য।

পশুলোমদ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার হয়। বিলাত হইতে যে সকল লোমশ বস্ত্র এতদ্দেশে আনীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ল্লামা এবং আল্পাকা বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষায় অভিনব। ঐ অপ্রসিদ্ধ অভিনব বস্ত্র আমেরিকা দেশ বাসী এক প্রকার পশুলোম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ল্লামা। ল্লামার কথা পরে লিখিব, এক্ষণে তদুৎপন্ন বস্ত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখি।

আল্পাকা বস্ত্র নূতন বলিয়া অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অনাদর যোগ্য নহে, বরং বিশেষ সমাদর করিবারই উপযুক্ত হয়; কারণ লোমশ বস্ত্রের মধ্যে উহা সর্ব্বাপেক্ষায় চিক্কণ, সূক্ষ্ম ও লঘু, এবং গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করিলে কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাপেক্ষায় শীতল বোধ হয়। এতদর্থে ইংরাজেরা বনাতের পরিবর্ত্তে অনেকে এই সকল বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন; এবং এতদ্দেশীয় কোন২ নব্য বাবুরাও আল্পাকা-নির্ম্মিত অঙ্গরাখা পরিধান করিতে আরব্ধ করিয়াছেন। আল্পাকা ও ল্লামা বস্ত্র গরদের তুল্য লঘু ও চিক্কণ নহে, কিন্তু চাপকান বানাইবার নিমিত্তে গরদ অপেক্ষায় ইহা কোন২ মতে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্যয়-সম্বন্ধে আল্পাকার মূল্য গরদের তুল্য হইলেও আল্পাকাকে সুলভ

মানিতে হইবেক; কারণ গরদ-নির্ম্মিত চাপ্‌কান্‌ কেম্ব্রিক্‌ বস্ত্রের চাপ্‌কানের ন্যায় একবার কি দুইবার পরিলেই কুঞ্চিত হইয়া যায়, তৎপরে ধৌত করিয়া তপ্ত লৌহদ্বারা "ষ্ত্রি" না করিলে আর পরিধানের যোগ্য হয় না। আল্পাকা বস্ত্রের চাপ্‌কান্‌ সাবধানে ব্যবহার করিলে ছয় মাসের মধ্যে ধৌত করিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং যাহার সপ্তাহে ৫।৬ টা কেম্ব্রিক্‌ বা গরদের চাপ্‌কান্‌ প্রয়োজন হয়, সে অনায়াসে একটা আল্পাকার চাপকানে ছয় মাস কালযাপন করিতে পারে। অপর আল্পাকা বস্ত্র শুক্ল কৃষ্ণাদি নানাবর্ণের হইয়া থাকে; অতএব দরিদ্রগণেরও তাহার পক্ষে অপ্রিয় হয় না।

লামা বস্ত্রাপেক্ষায় শাল সুদৃশ্য ও গরীয়স্‌ বটে, কিন্তু লামা শাল্‌ হইতে লঘু ও শীতল, এবং গ্রীষ্মকালে ব্যবহারার্থে পূর্ব্বাপেক্ষায় প্রয়োজনক; পরন্তু যে দেশে ক্রমাগত নয় মাস ঢাকাই মস্‌লিন্‌ও অসহ্য বোধ হয়, তথাকার লোকেরা যে স্বদেশজাত জগদ্বিখ্যাত অদ্বিতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিদেশীয় লোমশ বস্ত্রের অনুরাগ করিবেক ইহা সম্ভবও নহে, এবং প্রার্থনীয়ও নহে। তবে মনুষ্যজাতির সুখসম্ভোগ বৃদ্ধি করিবার যত উপায় বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে লামা ও আল্পাকা বস্ত্র লোমজ। ঐ লোম দক্ষিণ আমেরিকা দেশজ পশু-বিশেষের দেহ হইতে উদ্ভব হয়। উক্ত দেশীয় ব্যক্তিরা বহুকালাবধি ঐ লোমদ্বারা এতদ্দেশীয় মলিদা বস্ত্রের ন্যায় এক প্রকার স্থূল বস্ত্র প্রস্তুত করিত, এবং ঐ লোমজাত সূত্রদ্বারা বস্ত্র বপনও করিত; কিন্তু তাহা

ইদানীন্তনের আলপাকা বা য়ামা বস্ত্রের তুল্য হইত না। শেষোক্ত বস্ত্রদ্বয় আদৌ ইংরাজেরা প্রস্তুত করেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা সর্ব্বত্র নীত হইয়াছে। উক্ত লোম যে পশুর দেহ হইতে উৎপন্ন হয় তাহার আকৃতি উষ্ট্রের তুল্য, কিন্তু উষ্ট্র হইতে আকারে ক্ষুদ্র। উষ্ট্রের ন্যায় ল্যামার পৃষ্ঠে কুব্জ থাকে না, অথচ পৃষ্ঠদেশের অস্থি সকল উষ্ট্রেরই তুল্য। এত ইহারা উভয়েই তৃণহীন-স্থানে বাস করিতে ও ক্লেশ সহ্য করিতে তুল্যরূপে সক্ষম, ও উষ্ট্রের ন্যায় ভার বহন করিতে সর্ব্বতোভাবে পারগ। [illegible] উষ্ট্র বালুকাময় মরুভূমিতে বাস করে, এবং তদনুরূপ তাহার পদতল স্থূল ও প্রশস্ত হয়, কিন্তু ল্যামা পর্ব্বতে চরিয়া থাকে। ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গে তাহারা নিরাপদে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়, ও তাহাদের [illegible] পিছলিয়া যায় না। ল্যামা পর্ব্বত-শিখর-বাসী; তাহার স্থূলপদের প্রয়োজন নাই, সুতরাং সর্ব্বনিয়ন্তা ইহাদিগের পদাকে দুই অঙ্গুলিতে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গুলির অগ্রে এক তীক্ষ্ণ নখ থাকে। ল্যামার আকৃতি উষ্ট্রাপেক্ষা অনেক সুন্দর। ইহার পদ সূক্ষ্ম, স্কন্ধ ঊর্দ্ধাভিমুখ, মস্তক ক্ষুদ্র, নয়ন উজ্জ্বল ও সুদৃশ্য এবং কর্ণ দীর্ঘ ও বক্র। ইহার বর্ণ ও লোম এক প্রকার নহে, কতক খর্ব্ব কতক দীর্ঘ কোনগুলি কুঞ্চিত, কতকগুলিন সরল হয়।

স্বভাবতঃ ল্যামারা ১ বা ২ শত সংখ্যায় একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; এবং "ইচো" নামক এক প্রকার শরবৎ তৃণ ভক্ষণ করত দিনপাত করে, ও ঐ শর নবীন

হইলে জল পান করে না। পরন্তু শুষ্কতৃণ ভক্ষণ করিলে জল পানের প্রয়োজন হয়। মল পরিত্যাগ করণ সময়ে ইহারা এক বিশেষ নির্ণীত স্থানে গমন করে। অন্য পশুর ন্যায় অনিয়মে যথা তথায় মল ত্যাগ করিবার রীতি ইহাদিগের মধ্যে নাই: এই স্বভাব-বশতঃ ইহারা সর্ব্বদা প্রাণে বিনষ্ট হয়, কারণ ইহাদিগের লোম আহরণকারি চিলি-দেশীয় মনুষ্যেরা ঐ স্থান নির্ণয় করিয়া এক-কালে অনায়াসে শতাধিক পশু বিনাশ করে। কেহং কুক্কুরদ্বারাও লামার বধ করিয়া থাকে, এবং অপরে পর্ব্বতমধ্যস্থ অপ্রশস্ত স্থানে দশ হস্ত ঊর্দ্ধে এক গাছা রজ্জু বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যেং মলিন বস্ত্র-খণ্ড বাঁন্ধিয়া রাখে; পরে অনেকে একত্র হইয়া এক দল লামা পশুকে ঐ রজ্জুর নিকটে তাড়াইয়া দিলে, লামারা ঐ মলিন বস্ত্র সংযুক্ত রজ্জু দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়ে স্পন্দহীন হয়, এবং ঐ অবকাশে শিকারিরা ইষ্টক নিক্ষেপ করত বহুসঙ্খ্যক পশু বধ করে। কথিত আছে যে এই প্রকারে প্রতি বৎসর অশীতি সহস্র পশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গৃহপালিত লামা অনায়াসে মনুষ্যের বশীভূত হয়, অথচ ইহাদিগকে শস্যাদিদ্বারা পোষিত করিতে হয় না, কারণ উহাদিগের খাদ্য উহারা আপনারাই সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের এক বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ইহাদিগকে বিরক্ত করিলে অথবা প্রহার করিলে ইহারা মুখ ফিরাইয়া প্রহারকর্ত্তার বদনে নিষ্ঠীবন করে, এবং ঐ থুথু অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হওয়াতে প্রহারকর্ত্তৃরা ঐ পশুর পদাঘাতাপেক্ষায় নিষ্ঠীবন সহ্যকরা কঠিন বোধ করেন।

ভারবহনের নিমিত্তে চিনিদেশে বৃষের পরিবর্ত্তে লোমা পশুর ব্যবহার আছে, এবং তাহারা ৫০ মোন ভার লইয়া অনায়াসে ১০।১২ ক্রোশ যাইতে পারে। ইহার মাংস সুখাদ্য, বস্ত্রার্থে তাহাদিগের লোম সমাদরণীয়, অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ জন্য ইহাদিগের অস্থি অতি উপযুক্ত, এবং জ্বালানি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ইহাদিগের ঘুঁটিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে; ফলতঃ এক লামাপোনিয়া জাতি হইতে চিনিদেশীয় ব্যক্তিরা ভৃত্য, খাদ্য, বস্ত্র, আয়ুধ ও জ্বালানি কাষ্ঠ প্রাপ্ত হয়, অথচ এমত উপকারি পশু-প্রতিপালনার্থে কোন পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হয় না।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই পশুর তিন জাতি নিরূপণ করিয়াছেন: প্রথম, যাহাদিগের লোম দীর্ঘ এবং কর্কশ; দ্বিতীয়, যাহাদিগের লোম কোমল এবং খর্ব্ব; এবং তৃতীয়, যাহারা পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়াপেক্ষায় ক্ষুদ্র এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোমল লোমবিশিষ্ট। প্রথম জাতির পশুর নাম "আল্পাকা" বা "পাকো", দ্বিতীয় জাতি পশুর নাম "লামা"; এবং তৃতীয়ের নাম "বিকুঞা"।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে, মাংসাদ জীবনকলেবর মধ্যে কতকগুলি জীব ভূমিতে পদতল স্পৃষ্ট করিয়া ভ্রমণ করে; কতকগুলি ভূমিতে কেবল অঙ্গুলি স্পৃষ্ট করিয়া বিচরণ করে, এবং অপর কতকগুলি জলে বিচরণ করে, সুতরাং তাহাদিগকে "পদচর" "অঙ্গুলীচর" এবং "জলচর" এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ফলতঃ তাহাদিগের সাধারণ লক্ষণ নির্ণীত করিলেও তাহাদের তিন শ্রেণী সপ্রমাণীকৃত হয়।

পদচর মাংসাদ জীবের মধ্যে ভল্লুক, বেজর্, রাকুন্, বেন্টুরঙ্গ, কোয়াটী প্রভৃতি কএক পশু নির্ণীত হয়। তাহারা স্বভাবতঃ মাংসপ্রিয়, কিন্তু ইচ্ছা ও অবকাশমতে অনেক উদ্ভিদ্‌পদার্থও ভক্ষণ করে। ভল্লুক এই গণের মধ্যে প্রধান জীব। ইহার বলবীর্য্য ও নৈষ্ঠুর্য্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

অঙ্গুলীচর মাংসাদ জীবেরা অঙ্গুলীরই অবলম্বনে বিচরণ করে; কদাপি অন্য পশুর ন্যায় সমস্ত পাদ ভূমিতে স্পর্শ করে না। তাহাদের পদতল কেশে আবৃত, এবং দন্তসকল মাংস-ভক্ষণের বিশেষ উপযুক্ত; ফলতঃ ইহারাই মাংসাদ জীবের প্রধান আদর্শ। ইহাদিগের দেহ সরল, দীর্ঘ, সমর্থ, এবং যৎপরোনাস্তি চঞ্চল। জীববেত্তারা ইহাদিগকে তিন দলে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে নকুলাদি দল "দ্বিতীয়," "কুক্কুরাদি দল," এবং তৃতীয় "বিডালাদি দল।" এই তিন দলের মধ্যে বর্ত্তমান প্রস্তাবে নকুলাদি দল আমাদিগের উদ্দেশ্য। ঐ দলমধ্যে কোন বৃহৎকায় বা মনোরঞ্জক পশু নির্দ্দিষ্ট নাই; তথাপি তাহা অনেককর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া থাকে। ইহাতে যে সকল জীব নির্দ্দিষ্ট আছে তৎসমুদায়ই কৃশ লঘু এবং খর্ব্বপাদ বিশিষ্ট; অথচ ইহারা অত্যন্ত বলবান্, অত্যন্ত চঞ্চল এবং যৎপরোনাস্তি নৃশংস। সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু অত্যন্ত নৃশংস বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; তাহারা প্রয়োজন হইলেই জীব-হিংসা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে; কিন্তু ক্ষুধার বেগ না থাকিলে জীবহিংসায় ব্যগ্র হয় না; প্রয়োজনাতিরিক্ত জীব-বিনাশেও ইহাদিগের প্রবৃত্তি নাই। নকু-

লাদি পশুরা তাদৃশ নহে; তাহারা উহাপেক্ষায় অধিকতর নিষ্ঠুর; তাহারা জীববিনাশে প্রীতিপ্রাপ্ত হয়, এবং এতৎকর্ম্মে সাধ্যানুসারে কদাপি ত্রুটি করে না; যে কোন সংখ্যক জীব নিকটে পায় তৎসমুদায়ই বিনষ্ট করিয়া থাকে। খট্টাস এই বর্গান্তর্গত পশু। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে তাহারা কোন কপোত-পালীতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে সকল পারাবত নষ্ট করে, ইচ্ছানুসারে একটিও ত্যাগ করে না; অন্যথা তাহারা ক্ষুন্নিবারণে তুষ্ট হইলে দুই একটা পারাবতে পরিতৃপ্ত হইত। ভোঁদড়েরাও অবকাশমতে পুষ্করিণীর সমস্ত মৎস্য নষ্ট করিতে ত্রুটি করে না।

এই নৃশংসত্বের এক প্রধান কারণ এই যে নকুলাদি পশু শোণিত-প্রিয়; অন্যান্য পশুর ন্যায় মাংস-ভক্ষণ না করিয়া কেবল মস্তিষ্ক ভক্ষণ ও রক্তের শোণিত পান করে; সুতরাং অনেক জীব নষ্ট না করিলে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। অপর এই প্রযুক্তই তাহারা জীব নষ্ট করিবার সময়ে তাহাদের স্কন্ধেই দংশন করিয়া থাকে। প্রস্তাবিত পশুরা যে প্রকার ব্যাঘ্র হইতে নৃশংস সেইরূপ সাহসিকও বটে। দৃষ্ট হইয়াছে যে অতি ক্ষুদ্রকায় ইন্দুর-সদৃশ নকুল বৃহৎকায় রাজহংসকে ধৃত করিতেও অপ্রস্তুত নহে। কথিত আছে যে কএকটী বেজি একত্রিত হইয়া মনুষ্যকেও আক্রমণ করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশে সর্ব্বদা দুই প্রকার উদ্‌বিড়াল দৃষ্ট হয়। তাহার উভয়ের অবয়ব একপ্রকার; কিন্তু একের গাত্রে আতব-তণ্ডুলের সদৃশ গন্ধ থাকে, অন্যের গাত্রে কোন গন্ধ থাকে না। ইহাদিগের দেহ সামান্য-বিড়ালের

দেহহইতে প্রায় দ্বিগুণ বৃহৎ হইবেক: এবং বর্ণ অমু-জ্জ্বলধূম্র। ইহারা স্বভাবতঃ নক্তচর, এবং ক্ষুদ্র পক্ষী অণ্ড ও ক্ষুদ্র-পশু-শাবক ভক্ষণ করিয়া কাল-যাপন করে। বৃক্ষে বিচরণ করিতে ইহারা বিশেষ তৎপর, এবং তৎ-প্রযুক্তই উদ্‌বিড়ালনামে বিখ্যাত হইয়াছে। গন্ধবি-শিষ্ট উদ্বিড়ালকে গন্ধনকুল বলা গিয়া থাকে:

ইউরোপ-খণ্ডের অর্ম্মিন্ পশুর অনুরূপ কোন পশু বঙ্গদেশে নাই; কিন্তু হিমালয়ের উত্তর পারে তাহার কোন অসদ্ভাব হয় না। ইহার অবয়ব সামান্য বেজী-হইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ; কিন্তু উদ্‌বিড়ালহইতে অনেক কৃশ ও হ্রস্ব। ইহার স্বভাব ও আহারের নিয়ম অন্যান্য নকুলের সদৃশ; কিন্তু ইহার লোম অন্য সকল নকুলা-পেক্ষা অত্যন্ত কোমল এবং মসৃণ। এক আশ্চর্য্য এই, তাহারা গ্রীষ্মকালে ধূম্রবর্ণ থাকিয়া শীতকালে নির্ম্মল শুক্ল বর্ণ হয়। তাহাদের লাঙ্গুলের লোম কৃষ্ণবর্ণ। এই লোম শীত-নিবারণের উত্তম উপায়; তৎপ্রযুক্ত শীতপ্রধানদে-শে ইহার বিশেষ সমাদর আছে; এবং ধনী লোকেরা অনেক অর্থ দিয়া ইহা ক্রয় করিয়া থাকেন। এতদ্দেশে উক্ত লোম সম্বর নামে প্রসিদ্ধ, এবং তৎপ্রযুক্ত আমরা প্রস্তাবিত পশুকে উক্ত নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। আমা-দিগের ঋদ্ধিমন্ত পাঠকদিগের অনেকের সম্বরের টুপি আছে, সন্দেহ নাই: পরন্তু তাহা যে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত বোধ হয় না। শীতাধিক্য দেশে সম্বর বিশেষ সুখদ বটে; এবং তৎপ্রযুক্ত প্রতিবৎসর অনেক লক্ষ অর্ম্মিন্ বিনষ্ট হয়। বোধ হয় ঐ লোমের নিমিত্ত বার্ষিক দশ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে।

বিলাতি মার্টিন নকুল প্রায়ঃ উল্লিখিতদের তুল্য; এবং তাহার লোমও কখনং ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় বলা যাইতে পারে না। তদপেক্ষায় ফেরেট্ পশু অনেক উপকারী। তাহা এতদ্দেশীয় বেজী হইতে কিঞ্চিৎ বড়, বা প্রায় তুল্যাবয়ব বলা যায়; কেবল তাহার বর্ণ শুক্ল। ইহারা অনায়াসে মনুষ্যের পোষ্য হয়; এবং আজ্ঞাধীন হইয়া ধান্যাগারের উপদ্রবজনক ইন্দুর নষ্ট করিয়া থাকে। এতদ্দেশে এই পশুর প্রচার থাকিলে অনেক কৃষকদিগের উপকার হইত, সন্দেহ নাই।

সামান্য বেজী পাঠকবর্গ সকলেই দেখিয়াছেন; তাহাদিগের রূপ স্বভাব চরিত্র সর্পশত্রুতা, দুগ্ধপ্রিয়তা এবং বিষঘ্ন ঔষধানয়নশক্তি সকলেরই গোচর আছে, অতএব তাহার বর্ণনে পুস্তক বৃদ্ধি করা হইল না। বিলাতে প্রবাদ আছে যে বন্য বেজীরা দলবদ্ধ হইয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে, কিন্তু সে প্রবাদ কিয়দংশে সত্য তাহা নিরূপিত হয় নাই। এই মাত্র দৃষ্ট হইয়াছে যে আক্রান্ত হইলে ইহারা নিঃসংশয়ে কুক্কুরাদিকে আক্রমণ করিতে বিরত হয় না; এবং তৎসময়ে কুক্কুর ও তৎ স্বামীকে নৃশংসরূপে দংশন করিয়া থাকে।

ইউরোপ-খণ্ডের ভোঁদড়হইতে ভারতবর্ষের ভোঁদড়ে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই; বস্তুতঃ তাহারা এক জাতীয় পশু। বঙ্গদেশের স্থানভেদে তাহাদিগকে ধেড়ে ও ভাম নামেও উল্লেখ করা গিয়া থাকে। ইহারা নকুলহইতে স্থূলকায় খর্ব্বকেশ ও বর্ত্তুলমুখ বিশিষ্ট; অধিকন্তু ইহাদিগের পদচতুষ্টয়ের অঙ্গুলীসকল অপারা-

পর জালপাদ পশুর ন্যায় ত্বচে আবৃত। চক্ষুঃ অত্যন্ত ক্ষুদ্র: কর্ণকুহর ত্বক্ ও লোমে আবৃত; তদ্দৃষ্টে অনায়াসে বোধ হয় যে স্বভাবতঃ ইহারা জলচররূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ ইহারা মৎস্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে: পরন্তু মৎস্য ধৃত করণ ভিন্ন অন্যসময়ে ইহারা স্থলেই বাস করিয়া থাকে। ধীবরেরা ইহাদিগকে অনায়াসে বশীভূত করিতে পারে; এবং তাহা হইলে স্বামীর আদেশানুসারে ইহারা অনেক মৎস্য ধরিয়া প্রতিপালকদিগের শ্রম সফল করে। চীনদেশে অনেক ধীবর জালাদির অবলম্বন না করিয়া কেবল ভোন্দড়ের সাহায্যে অনায়াসে দিনপাত করিয়া থাকে।

আমেরিকা দেশে দুর্গন্ধনকুল নামে এক প্রকার নকুল আছে, তাহাদের পদ খর্ব্ব; শরীর স্থূল; কপাল প্রশস্ত; চক্ষু ক্ষুদ্র; কর্ণ খর্ব্ব ও বর্ত্তুলাকার, এবং অবয়ব নকুলবৎ। ইহার নাসাগ্রে এক শুক্ল রেখা থাকে; ঐরেখা মস্তকোপরি বিস্তৃত হইয়া প্রশস্ত টীকার ন্যায় হয়; পরে স্কন্ধদেশে কিয়দ্দূর গিয়া দুই ভাগে বিভক্তহওত নকুল গাত্রের উভয় পার্শ্বে ক্রমাগত যাইয়া লাঙ্গূল নিকটে মিলিতা হয়। পৃষ্ঠ, বক্ষঃদেশ ও লাঙ্গূলের উভয় পার্শ্বে এক২ শুক্ল রেখা হয়। কোন২ নকুলের লাঙ্গূল শুক্ল কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণেরও হয়। বস্তুতঃ ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ শুক্ল মিশ্রিত, কিন্তু সকল পশুতে তাহা সমরূপে ব্যাপ্ত নাই; জাতি ভেদে কৃষ্ণ শুক্লের তারতম্য হয়। ইহাদের শরীর অতি কোমল, এবং দীর্ঘ লোমে মণ্ডিত। ঐ লোম লাঙ্গূলে সর্ব্বাপেক্ষায় দীর্ঘ হয়। পূর্ব্বপদের নখ সকল দীর্ঘ এবং বলবান, ও মৃৎখননার্থে উপযুক্ত।

দুর্গন্ধ নকুলের বাসস্থান উত্তর আমেরিকার পার্ব্বত্য ও বন্য দেশ; এবং তথায় এই পশুরা ভেক ও ইন্দুর ভক্ষণ করত কালযাপন করে। ফলমূলাদি ভোজ্য বস্তুও ইহাদের খাদ্য বটে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত জীব সকলই ইহাদের প্রিয়তম খাদ্য। বর্ষে উহারা একবার-মাত্র প্রসব করে, এবং ঐ এককালে ৬ অবধি ৮টী শাবক হয়।

ইহাদিগের স্বভাব মৃদু, অতএব ইহাদিগকে ধৃত করা অনায়াসে সাধ্য বোধ হয়; ফলতঃ তাহা নহে। ইহাদিগের লাঙ্গুল-মূলে এক প্রকার দ্রবদ্রব্য-পূর্ণ কোষ থাকে, এবং যে কেহ এই পশুদিগকে আক্রমণ করে তাহাদের প্রতি ঐ দ্রবদ্রব্য নিক্ষেপ করাতে কেহ তাহাদের নিকটে অগ্রসর হয় না। উক্ত দ্রব্যের গন্ধ এমত উগ্র যে তাহা কেহ সহ্য করিতে পারে না; এবং কোমল স্বভাববাক্তিরা তাহার ঘ্রাণ পাইলে তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। এই গন্ধ ভয়ে কুক্কুরেরা এতৎ পশুকে আক্রমণ করে না। কোন সময়ে এক জন অশ্বারোহী পথিমধ্যে একটা দুর্গন্ধনকুল দেখিয়া কাটবিড়াল বোধে তাহা ধৃত করণে ধাবমান হন, পরে ঐ পশুর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পশুটা নিজ-লাঙ্গুলের দুর্গন্ধ রস তাঁহার অঙ্গে এপ্রকারে নিক্ষেপ করিলেক, যে তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন; এবং পরে তাঁহার অশ্বের নিকট আসিয়া অশ্বারোহণে চেষ্টান্বিত হইলেন, পরে তাঁহার গাত্রস্থ দুর্গন্ধে অশ্ব ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া অধৈর্য্য হইল, অপর-এক-সময়ে কোন দাসী একটা দুর্গন্ধ নকুলকে এক গুদামে তাড়িত করাতে ঐ পশুর লাঙ্গুল নিঃসৃত রসে ঐ গুদামের সমস্ত দ্রব্য

এমত দুর্গন্ধময় হয় যে গৃহস্বামী ঐ সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া দেন। এই দুর্গন্ধ-দ্রব্যের বর্ণ পীত; এবং ইহার দুর্গন্ধ বহু কাল ও বহু দূর ব্যাপী হয়। শৃগালের গাত্রে যদ্রূপ গন্ধ ইহাও তদ্রূপ, কেবল উগ্রাধিক্য।

এবম্প্রকার গন্ধ সত্বেও কারোলাইনা-দেশজ অসভ্য জাতিরা এই নকুল-মাংস ভোজন করে, এবং কহে যে ঐ মাংস অতি সুখাদ্য। কএক জন ভ্রমণকারি ইংরাজও এই মাংস ভোজন করিয়াছেন, তাঁহারা কহেন যে ইহা সাবধান পূর্ব্বক রন্ধন করিলে ইহাতে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। ফলতঃ দুর্গন্ধ রস লাঙ্গূল-মূলে থাকে, এবং এই নকুল ভীত কি বিরক্ত হইলেই তাহা নিক্ষেপ করে। ইহার গাত্রে কোন দুর্গন্ধ নাই, অতএব তথাকার মাংস দুর্গন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং সর্ব্বদা ইহার গাত্রে কোন গন্ধ না থাকায় অনেকে ইহাদিগকে অপর নকুল কি কাটবিড়ালের ন্যায় গৃহে পালন করিয়া থাকে।

এতদ্রূপ দুর্গন্ধবিশিষ্ট নকুল যাবা উপদ্বীপেও আছে। এবং তথাকার লোকেরা তাহাকে "তেলিড়ু" শব্দে কহে। ইহার অপর নাম "সেবড়বং"; এবং সুমাত্রা দেশে ইহার নাম "তেলেগু"। কৃষ্ণ-নকুল হইতে ইহার অবয়ব ও স্বভাবাদির কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। কিন্তু দুর্গন্ধ বিষয়ে উভয়েই তুল্য।

রোমন্থিক-জীবদিগের বিবরণ।

কতকগুলি চতুষ্পদ জীবকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা রোমন্থিক বলিয়া বর্ণন করেন, যেহেতু তাহারা দেহযাত্রা-সুনি-

স্বাহার্থে প্রত্যহঃ কোন সময়ে বিশেষতঃ রজনীযোগে ভুক্ত বস্তু উদ্গীরিত করিয়া তাহার পুনশ্চর্ব্বণ করিয়া থাকে। ঐ দ্বিতীয় চর্ব্বণের নাম "রোমন্থ" সামান্য ভাষায় তাহাকে "জাওর কাটা" বলা যায়। এই রোমন্থ শব্দহইতে প্রস্তাবিত পশুদিগের নাম রোমন্থিক হইয়াছে। এই রোমন্থ-কার্য্যের আভ্যন্তরিক তাৎপর্য্য বিবেচনা করিলে প্রতীত হয়, যে, যে সকল পশু রোমন্থ করে তাহারা সকলেই তৃণাহারী। ঐ তৃণ প্রচুরপরিমাণে ভক্ষণ না করিলে দেহের পুষ্টি হয় না, সেই প্রচুর পরিমিত তৃণ যথাপ্রয়োজনীয় সময়ে চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইলে ভোজন-কালেই দিবারাত্র নিয়োগ করিতে হয়। রোমন্থিকেরা নির্ভয়ে রাত্রিচরণ করিতে পারে না, কারণ ইহাদিগের শত্রুসংখ্যা অনেক; ঐ শত্রুরাও অত্যন্ত বলবান্ ও নৃশংস তাহাদের মাংসার্থে নিতান্ত লোলুপ। মাংসাহারী পশুগণ রজনীযোগেই আহারান্বেষণে বিচরণ করিয়া থাকে, তৎকালে রোমন্থিক পশুরা ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে ঐ প্রবল শত্রু হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই; সুতরাং তাহাদিগকে কেবল দিবসে মাত্র ভক্ষণ করিয়া রাত্রিকালে কোন দুর্গম গোপন স্থানে লুক্কায়িত থাকা প্রযুক্ত অর্দ্ধাশনে ক্লিষ্ট হইতে হয়, অথবা রজনীতে চরণ করিয়া হিংস্রপশু দ্বারা বিনষ্ট হইতে হয়। এই আপদের নিরাকরণার্থে জগৎপিতা ইহাদিগকে রোমন্থ-করণের ক্ষমতা দিয়াছেন। ক্ষমতার বিশেষ ফল এই, প্রস্তাবিত পশুরা দিবসে সত্বরে যথা প্রয়োজনীয় পরিমাণে তৃণ উৎপাটন করত যথাবিহিত চর্ব্বণ না করিয়াও তাহা

নিগীলিত করিয়া রাখে; পরে রজনীযোগে কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঐ নিগীলিত বস্তু উদ্‌গীর্ণ করিয়া তাহার বিহিত-চর্ব্বণ-করণানন্তর পুনঃ নিগীলনদ্বারা পাকস্থলীতে তাহা নিঃক্ষিপ্ত করে। পরমপিতার মহানুকম্পায় এই সদুপায় না থাকিলে প্রস্তাবিত জীবদিগের জীবিত থাকাই দুষ্কর হইত। রোমন্থিক পশুরা মনুষ্য-জাতির পরম প্রয়োজনীয়; তাহাদিগহইতে অধিক প্রয়োজনীয় পশু জীবমধ্যে আর নাই। উপকারিতা গুণে অশ্বেরাও ইহাদিগের সহিত তুলনা করিলে খর্ব্ব বোধ হইবে। এতদ্‌-গণস্থ জীবদিগের মধ্যে গো-জাতি কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহার বর্ণন করাই বাহুল্য; মনুষ্যমাত্রই তাহা জ্ঞাত আছেন। উষ্ট্র, রোমন্থক-গণ-মধ্যে গণ্য, ও তাহার উপকারিতা গোহইতে কোন মতে লঘু নহে। আরবেরা ঐ জীবহইতে ভোজনার্থে মাংস ও দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়; পরিচ্ছদ প্রস্তুত-করণার্থে উত্তম লোম প্রাপ্ত হয়, পাদুকা-প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত সুদৃঢ় চর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এবং যানের নিমিত্ত অদ্বিতীয় বাহন প্রাপ্ত হয়। মেষ-লোমই পৃথিবীস্থ মনুষ্যমাত্রের শীত-নিবারণের প্রধান উপায়, এবং তাহা রোমন্থক পশুহইতে উৎপন্ন হয়। ছাগ, মেষ ও হরিণ, রোমন্থক পশু মধ্যে নির্ণীত; এবং তাহাদের মাংস মনুষ্যের প্রধান সুখাদ্যমধ্যে গণ্য। ফলতঃ এই গণস্থ পশু হইতে মনুষ্য যে পরিমাণে সুখ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, এমত আর কোন জীবহইতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহাদিগের লক্ষণ বিবেচনা করা কোন মতে অনাদরণীয় নহে।

রোমন্থক পশু সহজেই মানবদিগের বশীভূত হইয়া থাকে, এবং তৃণ ও শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, একারণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ আর বন্য পশুদিগের সহিত যে রূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, ইহারা সেরূপ হয় না। যুদ্ধ করা ইহাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, অতএব মাংসভুক্ পশুরা যুদ্ধে যেরূপ দৃঢ়ত্ব ও সাহস প্রকাশ করে, ইহাদের সেরূপ হয় না। মাংসাশী পশুদ্বারা আপনাদিগের অপকার হইবে, এজন্য ভয় তাহাদিগের এক মুহূর্ত্তের জন্যেও নাই, বরং পরস্পরের সাহায্য দ্বারা সকলে নিরাপদ থাকিবে ইহাই তাহাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা। একারণ প্রায়ই তাহারা পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকে। পর্য্যাপ্ত আহার প্রাপ্ত হইলে তাহারা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে বাঞ্ছা করে না, যে ক্ষেত্রে নিত্য বিচরণ করে সেই ক্ষেত্রে থাকিতে তাহাদের অভ্যাস হইয়া যায়, তবে যখন তাহা না পরিত্যাগ করিলে খাদ্য অন্ন পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, এমত দাঁড়াইয়া উঠে, তখন তাহারা স্থান পরিত্যাগ করিতে প্রবোধিত হয়।

রোমন্থক পশুগণ তৃণ ও শস্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বলিয়া খাদ্যসংগ্রহে তাহাদিগের তাদৃশ ক্লেশ হয় না, একারণ মাংসাহারী পশুরা যেরূপ তেজস্বী ও কোপন হয়, উহারা তত হয় না। উহারা স্বভাবতঃ সরল শান্ত এবং অল্পচতুর। অধিক খাইতে পারে, তথাপি ইহাদিগের ক্ষুধা বিশেষ তীক্ষ্ণ নহে, আহারীয় দ্রব্য অল্প পাইলেও সন্তোষ প্রকাশ করে।

মাংসাদ জন্তুদিগের সহিত তুলনায় ইহাদিগের স্বভা-

বিক বুদ্ধি-বিষয়েও অনেক তারতম্য দেখা যায়। দেখ, নেকড়িয়া ব্যাঘ্র এবং শৃগালেরা খাদ্য পাইবার নিমিত্ত কত বন জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া কতপ্রকার চাতুরী করে, এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা নিয়ত প্রতারণা করে; গৃহপালিত পশু এবং অন্যং বন্য জীবের প্রাণ-বধ -সঙ্কল্পে তাহারা কত ধূর্ত্ততা প্রকাশ করে, কত পরিশ্রমে শিকার করে, এবং কত অসংখ্য দুঃখ সহ্য করিয়া পলায়ন করে। কিন্তু গোজাতি কিম্বা মৃগাদি পশুগণ একপ ব্যবহার কদাচ করে না, পরমেশ্বর তাহাদিগের নিমিত্ত পৃথিবীর উপরিভাগে যে তৃণাদি সৃজন করিয়াছেন, তাহাই ভোজন করিয়া তাহারা পরিতুষ্ট থাকে।

জীবদেহের অত্যন্ত অসদৃশ ও অসমানধর্ম্মি তৃণ ভোজন করিবে বলিয়া জগদীশ্বর রোমন্থক পশুদিগের জঠরসকল কিছু প্রশস্ত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অধিক ভোজন করিতে তাহারা সমর্থ হইয়া থাকে। অপর তাহাদের পাকস্থলীর সংখ্যা অনেক এবং তাহা কিছু প্রশস্তও হইয়া থাকে, আর তাহাদের অন্ত্রও কিছু দীর্ঘ, এবং মাংসজ হয়। ঐ অন্ত্রের কোনং স্থান স্ফীত হইয়া থাকে; ও প্রয়োজনানুসারে তাহার আকার সময়েং পরিবর্ত্তিত হয়। অনেক পরিবর্ত্তন না হইলে তৃণ কখন মাংসরূপে পরিণত হইতে পারে না; এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর তৃণজীবী পশুদিগের উদরের মধ্যে চারিটী জঠর দিয়াছেন, ক্রমেং ঐ চারিটীর ভিতরে খাদ্যসামগ্রী প্রবিষ্ট হইয়া পরিবর্ত্তিত হইলে, পরে রস, রক্ত উৎপাদনের উপযুক্ত হয়। চর্ব্বিত-চর্ব্বণকারী গোমেষাদি জীবগণের জঠর বহুসঙ্খ্যক এবং বিশেষ

বিশেষ ভারাপন্ন হয় বলিয়া তাহাদের উত্থানের রীতিও বিভিন্ন হয়। দেখ, গোজাতি ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় প্রথমে অগ্রপদের উপর নির্ভর করিয়া পশ্চাৎপদে দাঁড়ায়, পরে পুরঃপাদ সরলরূপে স্থাপিত করিয়া থাকে। ঘোটক প্রথমে অগ্রপাদদ্বয় উত্থিত করে, পরে পশ্চাৎপদে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্রপাদ প্রসারিত করে। বিশেষ গুণ এবং বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে প্রাণিতত্ত্ববেত্তারা রোমন্থক-পশুদিগের চারিটি জঠরের চারিটি বিশেষ নাম দিয়াছেন। প্রথম পাকস্থলীর নাম "ভোজ্যস্থলী" অল্প চর্ব্বিত তৃণাদি সর্ব্বাগ্রে উহাতে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় জঠরের নাম "গ্রাসস্থলী" যেহেতু ভোজ্য-স্থলীস্থ তৃণাদি প্রয়োজনমতে ইহাতে আসিয়া গ্রাসরূপে পরিণত হইয়া রোমন্থ করণের সময় মুখে উদ্গীরিত হয়। প্রথমের সহিত এই দ্বিতীয় জঠরের সংযোগ থাকাতে উহাকে প্রথমের এক অংশ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। গবাদি পশুগণ তৃণ ভক্ষণ করিয়া যত এই দুইটি প্রশস্ত জঠরের ভিতর রাখে ততই উহার বিস্তারের বৃদ্ধি হয়; আর চর্ব্বিত বস্তু ক্রমে নির্গত করিয়া যখন তাহা পুনর্ব্বার চর্ব্বণ করিতে থাকে, তখন উহা সঙ্কুচিত হয়।

তৃতীয় জঠরের নাম পাকার্দ্ধস্থলী, প্রথম ও দ্বিতীয় জঠর হইতে খাদ্য দ্রব্য উদ্গীরিত হইয়া অশন-নলী দ্বারা মুখের ভিতরে যায়, পরে পুনশ্চর্ব্বিত হওনানন্তর এই তৃতীয় পাকার্দ্ধস্থলীতে পড়ে। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য নানা রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তমরূপে জীর্ণ ও পরিপক্ক হইবার উপযুক্ত হয়। তদনন্তর পাকার্দ্ধবস্তু

চতুর্থ জঠরে নীত হয়। ঐ জঠরের নাম পাকস্থলী। তাহা অন্য জীবদিগের পাকস্থলীর সদৃশ এবং তাহাতেই ভুক্ত বস্তু যথানিয়মে পরিপক্ব হইয়া রোমন্থক-দিগের দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে।

এই জীবদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই যে উহাদের মুখ পুরোভাগের উপরমাড়ীতে দন্ত হয় না, কেবল নীচের মাড়িতে দন্ত হয়। একটা সামান্য গল্প আছে, একদা শ্রীকৃষ্ণ কোন গোকে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে দেখিয়া ক্রোধে আপন খড়ম ফেলিয়া তাহার মুখে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই আঘাতে তাহার উপর পাটীর দন্তসকল ভগ্ন হয়, এবং তদবধি গোমাত্রের আর উপর পাটীতে দন্ত হয় না; পরন্তু ঐ লক্ষণ ছাগ মেষ হরিণ প্রভৃতি অপর সকল রোমন্থক পশুতে দৃষ্ট হয়, কেবল উষ্ট্র ও লামা পশুর ঐ লক্ষণ নাই, তাহাদের মুখের পুরোভাগে অধ-উর্দ্ধ দুই মাড়ীতে ছেদন-দন্ত হইয়া থাকে। ছেদনদন্ত পঙ্‌ক্তির সংখ্যা ৬ বা ৮। শ্বদন্ত-নামক দীর্ঘ দন্ত রোমন্থক-দিগের প্রায় হয় না। পরন্তু উষ্ট্রাদি পশুর ঐদন্ত উদ্ধাধঃ দুই মাড়ীতেই আছে, এবং কস্তূরীমৃগের উর্দ্ধমাড়ীতে ঐ দন্ত প্রকৃষ্টরূপে হইয়া থাকে। রোমন্থকদিগের চর্ব্বণদন্তের সংখ্যা ২৪, তাহা ঊর্দ্ধাধঃ উভয় মাড়ীতে প্রতি পার্শ্বে ৬ টা করিয়া বিন্যস্ত আছে।

অনেক রোমন্থক পশুরই মস্তকে শৃঙ্গ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার পদার্থ ও তাহার স্থায়িত্ব সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। গো মহিষ ছাগ মেষাদি পশুর কপালাস্থির পুরোভাগ শলাকারূপে প্রলম্বিত হয়। ঐ লম্বমান

অস্থিশলাকার উপর খুর যে পদার্থ সেইরূপ পদার্থে আবৃত হইয়া শৃঙ্গ নিষ্পন্ন করে। জিরাফ-পশুর কপালে ঐ আবরণ নাই; তাহাদের কপালস্থ অস্থিশলাকার উপরিভাগ চর্ম্মে আবৃত, এবং তাহার অগ্রভাগ কেশে মণ্ডিত। এই উভয়প্রকার শৃঙ্গ প্রস্তাবিত পশুদিগের স্ত্রী, পুরুষ, উভয়েরই কপালে উৎপন্ন হয় এবং একবার নির্গত হইলে আর স্খলিত হয় না, চিরকাল বর্ত্তমান থাকে। কেবল হরিণাদি পশুর শৃঙ্গ এই নিয়মানুবর্ত্তী নহে। তাহার শৃঙ্গের মূল কপালাস্থির অস্থিময় শাখা বটে, কিন্তু ঐ শাখা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং প্রকৃত শৃঙ্গ তাহাকে আবৃত না করিয়া তাহার উপর এক স্থানে আসিয়া স্থাপিত হয়, এবং বর্ষে বর্ষে তাহা স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহার স্থানে নূতন শৃঙ্গ উৎপন্ন হয়। ঐ শৃঙ্গ প্রায় পুং হরিণদিগের মস্তকে জন্মিয়া থাকে, স্ত্রীর মস্তকে উৎপন্ন হয় না, এবং তাহার পদার্থ খুরসদৃশ না হইয়া অস্থিসদৃশ হইয়া থাকে।

প্রস্তাবিত রোমন্থকগণকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাম উষ্ট্রাদি। উহাতে উষ্ট্র লামা আল্পাকা ও বিকুণা প্রভৃতি পশু নির্ণীত হয়। ইহার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম কস্তূরীয়কাদি। তাহাতে কস্তূরীয়ক মৃগ ও তৎসদৃশ জীব নির্ণীত হয়। ভুবন-বিখ্যাত কস্তূরী এই মৃগ হইতে উৎপন্ন হয় এ কারণ ইহাকে কস্তূরিকা মৃগ কহে। হিমালয়ের উত্তর-পার্শ্বে ইহার বাসস্থান; তথায় নীহার মণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গে কষ্টে উৎপন্ন যথাকথঞ্চিৎ তৃণ অবলম্বন করিয়া এই পশু দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহার পদচতুষ্টয় অত্যন্ত

সূক্ষ্ম; দূরহইতে তাহাতে গন্ধাদির বিভিন্নতা বোধ হয় না, এইপ্রযুক্ত সামান্য গল্প আছে, যে কস্তূরিকা পশুর হাঁটু নাই।

এই পশুর অবয়ব হরিণ-তুল্য, এই কারণবশতঃ ইহা মৃগ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; পরন্তু মৃগহইতে ইহার অনেক অংশে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার শৃঙ্গ উৎপন্ন হয় না, হরিণের ন্যায় ইহার চক্ষুর্মূলে অক্ষিচ্ছিদ্র নাই; অপর ইহার উপর মাড়িতে জাত দুই গজদন্ত মুখহইতে দুই তিন অঙ্গুল বহির্নির্গত হইয়া থাকে। ইহার লোম স্পর্শ করিলে ইংরাজী কলমের পালখের ন্যায় কর্কশ বোধ হয়। কস্তূরী ইহাদিগের নাভিদেশে জন্মে, পরন্তু এই পশু প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে ঐ পদার্থ উৎপন্ন হয় না; অপর তাহার গন্ধও সর্ব্বদা সমান থাকে না। তাহাদের ঋতুকালেই ঐ গন্ধদ্রব্য অত্যন্ত সুবাসিত হয়।

ভারতবর্ষে কস্তূরী তিন দেশহইতে আসিয়া থাকে, তদ্যথা আসাম, নেপাল, এবং কাশ্মীর; তন্মধ্যে আসাম-দেশের কস্তূরী উত্তম, ও কাশ্মীরাগত কস্তূরী অধম। কস্তূরী-মৃগের সংখ্যা অতি অল্প, এবং তাহাকে বধ করাও সুকঠিন, সুতরাং কস্তূরী অত্যন্ত অধিকমূল্যে বিক্রয় হয়, এবং অনেকে যৎকিঞ্চিৎ কস্তূরীতে মাংসখণ্ড ও শোণিত মিশ্রিত করিয়া কৃত্রিম চর্ম্মলোমে মণ্ডিত করত বিক্রয় করিয়া থাকে; পরন্তু তাহার কৃত্রিমত্বের পরীক্ষা করা কঠিন নহে। কৃত্রিম কস্তূরী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিলে যে প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়, প্রকৃত কস্তূরীতে তাহা সম্ভবে না। কোন২ সময়ে এককালে ১০/০—১৫০০০ নাভী এতদ্দেশে আনীত হইয়া থাকে।

কস্তুরিকা-মৃগের সদৃশ ভারতসমুদ্রীয়-দ্বীপে কতক-গুলি ক্ষুদ্র পশু আছে, কিন্তু তাহাদিগের নাভিতে কস্তুরী উৎপন্ন হয় না। কতকগুলি কস্তুরিকা মৃগের জন্মস্থান জাবাদ্বীপ; তথায় তাহারা অতি মনোহর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; ফলতঃ অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র হরিণ লোকের প্রিয় হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। জাবাদ্বীপে এই পশু "সেভ্রোটেন্" নামে বিখ্যাত। কলিকাতায় ইহা কখনং আনীত হইয়া থাকে।

স্প্রিংবক্ ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণসারের সদৃশ জীব; পরন্তু কৃষ্ণসার হইতে ইহা অনেকাংশে সুন্দর। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন যে ইহার সদৃশ পশু পৃথিবী মধ্যে আর নাই। অপর ইহার আকৃতি যেরূপ সুন্দর, ইহার স্বভাবও সেই রূপ নির্দ্দোষী। এই জাতীয় হরিণেরা কদাপি কাহাকে আক্রমণ বা কাহার হিংসা করে না; অধিকন্তু মনুষ্যগৃহে পালিত হইলে অনায়াসে প্রতিপালকের বশীভূত হইয়া থাকে। তাহাদের মাংসও অত্যন্ত সুস্বাদ; তন্নিমিত্তও তাহারা মনুষ্যের সমাদরণীয় হইয়াছে।

এই পশুদিগের বর্ণ দারুচিনির বর্ণের সদৃশ, কেবল ইহাদিগের বক্ষঃ, মুখের পুরোভাগ, পদের কোনং স্থান এবং উদর শ্বেতবর্ণ। ইহাদিগের উচ্চতা ও পরিমাণ কৃষ্ণসারেরই তুল্য, কিন্তু শৃঙ্গ অন্যপ্রকারে বক্র। ইহাদিগের উভয় পার্শ্বে কক্ষের কিঞ্চিৎ চর্ম্ম লোলুপ হইয়া থাকে, তাহার উপরি-ভাগের বর্ণ ইষ্টকের বর্ণ সদৃশ; অন্তরভাগ নির্ম্মল শুক্ল। প্রস্তাবিত পশুরা যখন উল্লম্ফন করে তখন ঐ শুক্লবর্ণ অত্যন্ত মনোহর বোধ হয়।

ঐ উল্লম্ফন ক্ষমতাও সামান্য নহে; কথিত আছে যে ইহারা এক লম্ফে অনায়াসে ছয় হস্ত ঊর্দ্ধ এবং ষোড়শ হস্ত দীর্ঘ স্থান পার হইতে পারে, এবং তদ্রূপ উল্লম্ফন-প্রলম্ফনে তাহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করে।

এই রম্য পশুর আবাসস্থান আফরিকা-খণ্ডের দক্ষিণাংশ। তথায় ইহারা অনেকে একত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। কএক জন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকর্ত্তারা কহিয়াছেন যে ইহাদের একং দলে ২০,৩০, ও ৪০ সহস্র পশু একত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই ভ্রমণসময়ে তাহারা যে পথে গমন করে তথাকার সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করিয়া ফেলে, কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট রাখে না। এই প্রযুক্ত গ্রীষ্মকালে কোন বৃহৎ দল স্পুংবক্ এক দেশের খাদ্যসকল নিঃশোষিত করিয়া তথাহইতে যখন অন্যত্র গমন করে, সে সময়ে তাহাদের পুরোবর্ত্তিরা হৃষ্ট পুষ্ট, ও পশ্চাদ্বর্ত্তিরা অনাহারে শীর্ণ হইয়া থাকে। পরে বর্ষার সমাগম হইলে তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাগমন-সময়ে যখন শীর্ণ পশ্চাদ্বর্ত্তিরা পুরোবর্ত্তি হইয়া চলে তখন তাহারাই হৃষ্ট পুষ্ট হইতে থাকে; পূর্ব্বের পুরোবর্ত্তিরা এক্ষণে পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আহারাভাবে শীর্ণ হয়।" প্রস্তাবিত পশু অন্যান্য হরিণের ন্যায় সচকিত, অতএব তাহাদিগকে শিকার করা সুকঠিন; পরন্তু অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করত সুচতুর শিকারিরা ইহার মৃগয়ায় অনেক প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণীতে হরিণাদি পশু সঙ্কত হইয়া থাকে।

চতুর্থ শ্রেণীর প্রধান পশু জিরাফা, অতএব তাহা জিরাফাদিনামে খ্যাত। ভূমণ্ডলে যে সকল পশু সম্প্রতি বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে জিরাফা সর্ব্বাপেক্ষায়

উচ্চ। উষ্ট্রের পদ ও গ্রীবার সহিত এই পশুর পদ ও গ্রীবার তুলনা হইতে পারে; কিন্তু ইহার ত্বগাচ্ছাদিত শৃঙ্গদ্বয়, জলাধার-বিহীন পাকস্থলী ও অন্যান্য অন্তরিন্দ্রিয়ের অবয়ব উষ্ট্রবৎ না হইয়া, হরিণের শৃঙ্গ পাকস্থলী ও অন্তরিন্দ্রিয়ের তুল্য বোধ হয়, এই প্রযুক্ত প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাকে হরিণ ও কাসারের মধ্যে এক পৃথক্-বর্গে পরিগণিত করিয়াছেন।

ইহার জন্ম-স্থান আফরিকা-খণ্ড, অন্যত্র কুত্রাপি ইহা প্রাপ্য নহে। ইহার উষ্ট্রবৎ অবয়ব এবং ব্যাঘ্রবৎ চিত্রবর্ণ দৃষ্টে প্রাচীন রোমকেরা ইহাকে "কামেলো-পার্ডালিস", অর্থাৎ উষ্ট্র-ব্যাঘ্র শব্দে আখ্যান করিয়াছেন।

জিরাফার অবয়ব-দৃষ্টে অনেকে বোধ করেন, যে ইহার পাশ্চাত্য পদহইতে সম্মুখপদ দীর্ঘ, কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্র, অন্যান্য পশু-পদের ন্যায় ইহারও সম্মুখপদ অপেক্ষায় পাশ্চাত্য পদ দীর্ঘ, কেবল স্কন্ধের উচ্চতা প্রযুক্ত তাহার দীর্ঘতা আর প্রত্যক্ষ হয় না। উষ্ট্রের পদতলে যে প্রকার মাংসপিণ্ড হইয়া থাকে জিরাফার পদতলে তদ্রূপ কোন মাংসপিণ্ড নাই, কেবল হরিণ-খুরের ন্যায় দুই খানি খুর আছে। উষ্ট্রের উদর মধ্যে যে প্রকার জল রাখিবার স্থান থাকে, জিরাফার উদরে তাদৃশ কোন স্থান দৃষ্ট হয় না, আর উষ্ট্রের ভারবহন-শীলতাও ইহাতে প্রাপ্য নহে। শৃঙ্গ-বিষয়ে এতদ্বর্ণিত পশুর এক অসাধারণ লক্ষণ আছে। অন্যান্য শৃঙ্গি-পশুর ন্যায় ইহার মস্তকোপরি দুই শৃঙ্গ ব্যতীত ললাটের পুরো-ভাগে এক তৃতীয় শৃঙ্গের মূল আছে। জীবিত পশুতে তাহা কেবল উচ্চ মাত্র বোধ হয়, কিন্তু চর্ম্মবিমোচন

করিলেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, যে ঐ উচ্চতা ললাটাস্থি হইতে পৃথক্ এক খণ্ড অস্থি দ্বারা জন্মে; অন্য পশুতে ঐ অস্থির সদৃশ কোন অস্থি নাই। মস্তকোপরিস্থ শৃঙ্গের অগ্রভাগ স্থূল-কেশে মণ্ডিত।

জিরাফার জিহ্বা অতি আশ্চর্য্য। তাহা অনায়াসে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; এবং প্রসারিত হইলে মুখহইতে এক হস্ত বহির্গতহইয়াপড়ে। তাহার উপরি কতকগুলি কণ্টক থাকে, তাহাও স্বেচ্ছানুসারে নত বা উন্নত হইতেপারে। হস্তবৎ ঐ প্রসারিত জিহ্বা-দ্বারা জিরাফারা অনায়াসে শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

প্রস্তাবিত পশুর চক্ষুঃ বৃহৎ, এবং তাহার কিয়দংশ চক্ষুঃকোটর হইতে বহির্গত; এই প্রযুক্ত শিরশ্চালন না করিয়া এই পশু অনায়াসে তাহার পশ্চাতে স্থিত পদার্থ দেখিতে পারে। ইহার বর্ণ পীত, এবং তদুপরি কৃষ্ণবর্ণের চিত্র হয়। পুংপশু অপেক্ষায় স্ত্রীর বর্ণ ফিকা এবং তাহার বদনের চিত্র কটাবর্ণ।

ইহাদের দন্ত-সঙ্খ্যা ৩২; তন্মধ্যে চর্ব্বণ-দন্ত ২৪, এবং ছেদন-দন্ত ৮; ঐ ছেদন-দন্ত-সমস্ত হনুদেশে স্থিত; উপরের মাড়ীতে তাহার একটিও জন্মে না, ফলতঃ গোছাগাদিবৎ ইহাদের উপর-মাড়ীর পুরোভাগে দন্ত নাই।

বিধাতা প্রস্তাবিত-পশুদিগকে শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তদর্থেই ইহারা প্রশস্ত। ইহারা আফরিকা খণ্ডস্থ বাবলা বৃক্ষ ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে; তৃণক্ষেত্রে চরণ করিতে হইলে

ইহাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ পুরোবর্ত্তি-পদদ্বয় অত্যন্ত প্রসারিত অথবা জানুদ্বয় ভূমিতে আরোপিত না করিলে তাহাদের বদন ভূমি-স্পর্শ করিতে পারে না।

জিরাফা পশু দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; এবং আপদ্ হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করা শ্রেয়স্কর বোধ করে; পরন্তু পলায়ন-সময়ে শত্রু নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা তাহাকে ভয়ানক-বেগের সহিত পদাঘাত করিতে ত্রুটি করে না। স্বভাবতঃ ইহারা ধীর, এবং বাল্যকালাবধি গৃহে প্রতিপালিত হইলে অনায়াসে মনুষ্যের বশ্য হয়। এতৎপশু-দর্শনাভিলাষিরা লাট সাহেবের চানকের উদ্যানে অথবা কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সুচারু বিহঙ্গমশালায় গিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন; পরন্তু ইহা স্মর্ত্তব্য, যে উক্ত স্থানস্থ পশু প্রাপ্ত-বয়স্ক নহে; প্রাপ্তবয়স্ক পশু সার্দ্ধ-দশ হস্ত উচ্চ হয়।

পঞ্চম শ্রেণীর নাম সারাদি। [illegible] কৃষ্ণসার প্রভৃতি পশু তাহার অন্তর্গত।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে গ্নু নামক ও তৎসদৃশ পশু নিবেশিত হয়, অতএব তাহা গ্ন্বাদি নামে খ্যাত। কাপ্রী টাকীন পশু গ্ন্বাদি পশুর তুল্য, কিন্তু তাহা একপ্রকার হরিণ বটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; অথচ ইহার শরীর স্কন্ধ ও পুচ্ছ অশ্বের সদৃশ, পাদচতুষ্টয় হরিণপদের সদৃশ, এবং মস্তক ও শৃঙ্গ গোর সদৃশ। ইহাদের স্কন্ধে সুচারু কেশর হইয়া থাকে; এবং পুচ্ছ সুদীর্ঘ-কেশ-বিশিষ্ট। ইহাদের চক্ষু ভীষণ ক্রোধজ্ঞাপক। শৃঙ্গ

মহিষশৃঙ্গের ন্যায় বক্র ও ভয়ানক; এবং তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মস্তকে বর্ত্তমান থাকে। ঐ শৃঙ্গের মূলে কতক শৃঙ্গবৎ পদার্থের এক সুদৃঢ় মস্তকাবরণ থাকে; এবং থুতির উপরে এ প্রকারে শ্মশ্রু লম্বমান থাকে যে তাহাতে অনায়াসে ইহাদের নাসিকা আবৃত হইতে পারে। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণমিশ্রিত কটা; কেবল স্কন্ধের কেশ পাংশুবর্ণ।

প্রস্তাবিত পশুরা আফরিকা-দেশের বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এক এক দলে ৪০—৫০ বা ততোধিক পশু একত্র থাকে; তন্মধ্যে স্ত্রীপশুরই সংখ্যা অধিক; প্রতিদলে পুং টাকীন ৪-৫ টার অধিক থাকে না। কোন আপদ্ উপস্থিত হইলে এই পশুরা পরস্পর এক সুদীর্ঘ শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়া অতিবেগে পলায়ন করে; তৎকালে অশ্বেরাও ইহাদিগের সহিত সমবেগে দৌড়িতে অক্ষম হয়। স্বভাবতঃ টাকীন যুদ্ধপ্রিয় নহে, কিন্তু মনুষ্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ভয়ানক কোপের সহিত তাহাদিগের আক্রামকদিগকে সংহার করে। এইপ্রযুক্ত সহসা ইহাদিগের নিকট যাওয়া বিধেয় নহে। ইহার মাংস অত্যন্ত উপাদেয় এবং তৎপ্রযুক্ত বর্ষে২ অনেক টাকীন বিনষ্ট হইয়া থাকে। টাকীনের প্রকৃত নাম "ভু"। আফরিকাদেশে তথা ইউরোপখণ্ডে ইহা এই নামেই প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু ইহার জাতিবিশেষ আসাম-প্রদেশে টাকীন নামে বিখ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত ভুর সহিত অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এইপ্রযুক্ত আফরিকা-খণ্ডের পশুকেও টাকীন শব্দে বর্ণন করিলাম।

টাকীন পশুকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত কেহ বিশেষ প্রযত্ন করে নাই। সম্প্রতি দুই একটা বশীভূত করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে টাকীনকে বশীভূত করণের চেষ্টা করিলে ব্যর্থ হইবে না।

রোমন্থকগণের সপ্তম শ্রেণীর নাম ছাগাদি। ছাগের বৃত্তান্ত সকলেই জানেন, অতএব অন্যান্য সামান্য ছাগের বর্ণন করা অপ্রয়োজনীয় বোধে সুরিয়া জাতীয় এক জাতি-বিশেষ ছাগের কথা লিখি। সুরিয়া দেশীয় অজ দ্বিবিধ, সামান্য ও দীর্ঘকর্ণ। শেষোক্ত জাতির কর্ণ প্রায় এক হস্ত পরিমিত ও লুণ্ঠিত। এক্ষণে লিবানসের চতুষ্পার্শস্থ দেশে কেবল দীর্ঘকর্ণ ছাগই পাওয়া যায়। রাউলফ সাহেব উক্ত দেশস্থ পর্ব্বতোপরি যে সকল ছাগ দেখিয়াছিলেন তাহাদের কর্ণ প্রায় দেড় হাত। এই প্রকার ছাগের শৃঙ্গ অতি ক্ষুদ্র তিন চারি অঙ্গুলি পরিমিত। তাহার লোম অতি সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও উজ্জ্বল। এই ছাগ উচ্চ স্থানে অবস্থান করিতে বাসনা করে, এবং অনায়াসে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারে। অন্যান্য পশু ও মনুষ্যের দুর্গম ও অলঙ্ঘনীয় পর্ব্বতীয় স্থানেও ইহারা গমন করিয়া থাকে। বোধ হয় উক্ত প্রকার ছাগের গতি বিষয় উপলক্ষে দাবিদ রাজা গীত পুস্তকে কহেন, "বন ছাগের আশ্রয় উচ্চ পর্ব্বত।"

সুরিয়া দেশীয় ছাগে অধিক দুগ্ধ দেয়, তাহা অতি মিষ্ট ও গোদুগ্ধাপেক্ষা সুস্বাদু ও পুষ্টি-জনক। ছাগের দুগ্ধ প্রায় সর্ব্বত্রে পীড়িতদের সেবনীয়, কোনং দেশে লোকদের সামান্য আহারার্থে ও ব্যবহার্য্য হয়। সলোমোনরাজা নিজ-গ্রন্থে গৃহস্থদের প্রতি এই পরামর্শ

দেন, "তুমি আপন মেষপালের বিষয় জ্ঞাত হও, পশু-পালের প্রতি মনোযোগ কর, তাহাতে ছাগ তোমার ক্ষেত্রের মূল্যের নিমিত্ত হইবে এবং ছাগী তোমার ও তোমার পরিবারের ও যুবতীদের খাদ্যের নিমিত্ত যথেষ্ট দুগ্ধ দিবে।" এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বকালীন কোন গ্রন্থকারও কহেন, যে বলদ কৃষির কারণ, অশ্ব আরোহণার্থ, কুক্কুর প্রহরী জন্য, এবং অজা দুগ্ধ প্রদানার্থ ইত্যাদি।

সুরীয়া ছাগের লোম দুই প্রকার হয়; এক প্রকার দীর্ঘ অথচ স্থূল, তাহাতে তাম্বুর ব্যবধান বস্ত্র ও পাইল নির্ম্মিত হয়। মুসা যে আবাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা ছাগলোম নির্ম্মিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত, আমরা যে শাল ব্যবহার করি, তাহাও এক প্রকার ছাগের লোমে প্রস্তুত হয়। আর এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম আছে তাহাতে প্রায় রেশমীয় তুল্য অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। কথিত আছে যে সুরিয়া দেশীয় লোকদের কেশও এই প্রকার ছাগলোমের ন্যায় হয়, এবং যাহারা কেশহীন তাহারা ছাগ-বৎসের সলোম চর্ম্মে শিরঃ মস্তকাচ্ছাদন করে। প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে রেবেকা নাম্নী এক স্ত্রী যাকুবকে লোমশ করণ জন্যে ইসাহাক্‌কে প্রবঞ্চনা করণার্থ ছাগের চর্ম্ম লইয়া তাহার হস্ত ও গলদেশে জড়াইয়া দিয়াছিল। তদ্রূপ দাউদের জায়া শাউলের কন্যা মিখল ও স্বস্বামিকে বাতায়ন দ্বারা নামাইয়া দিয়া স্বপিতাকে প্রবঞ্চনা করণার্থ দাউদের শয্যাতে এক পুত্তলিকা শয়ন করাইয়া ছাগলোমের এক বালিশ তাহার মস্তকে দিয়া তাহা আচ্ছাদনীয় বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল।

ছাগবৎস অতি সুস্বাদু রূপে গণ্য হয়। একারণ, সকল জাতিতে উহা ব্যবহার করে। প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত আছে, ইসাহাক আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এসৌকে মৃগ-মাংসের সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন, তাহাতে রেবেকা পাল হইতে উত্তম দুইটা ছাগবৎস আনাইয়া সুস্বাদু খাদ্য পাক করিল। তাহা, এত অধিক সুখাদ্য যে রাজার উপঢৌকনার্থও অগ্রাহ্যনীয় নহে, কেননা যিশি অন্যান্য উপঢৌকন মধ্যে এক ছাগবৎসও শৌল রাজকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ছাগ অতি শিক্ষণীয় ও সুচতুর। তদ্বিষয়ে ডাক্তার ক্লার্ক সাহেব কহেন যে [illegible] ও বিঘনি দেশের মধ্যস্থ পথে গমনকালে ছাগ সমভিব্যাহারি একজন আরব্য লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সেই ব্যক্তি সেই ছাগকে গ্রাম গ্রামান্তরে লইয়া ভ্রমণ করিত, আর সেই ছাগ উপর্যুপরি [illegible] খোদিত কাষ্ঠের উপরে চতুষ্পদে দাঁড়াইতে শিক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত ব্যক্তি গানারম্ভ করিলে ছাগটা প্রথমতঃ এক কাষ্ঠে, পরে তদুপরি দ্বিতীয় ও এই প্রকারে ছয় কাষ্ঠের উপরে নির্ব্বিঘ্নে চতুষ্পদে দাঁড়াইত। সেই শেষ কাষ্ঠের চক্রে দুই অঙ্গুলি মাত্র স্থান ছিল। ক্লার্ক সাহেব যে প্রকার ছাগনৃত্য উক্ত দেশে দেখিয়াছিলেন তাহা এতদ্দেশেও সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আইবেকস অর্থাৎ পার্ব্বত্য ছাগ, ছাগ জাতির অন্তর্গত। ছাগমাত্রেই পর্ব্বতপ্রিয়; দেশ [illegible] ছাগ, যাহার চতুর্দ্দশপুরুষমধ্যে কেহই পর্ব্বতের [illegible] নিকট আইসে নাই, তাহারাও প্রাচীর [illegible]

প্রাচীন অট্টালিকা বা ভগ্ন প্রাচীর পাইলে, পর্ব্বত-ভ্রমণের অনুকরণে তাহার উপরিভাগে অনায়াসে আরোহণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হয়; বোধ হয় তাহাদিগের ন্যায় বৃহৎশরীরবিশিষ্ট অন্য কোন পশু ঐ দুর্গম স্থানে গমন করিতে পারে না। আইবেক্স্ অদ্যাপি মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় নাই। ইহার জাতীয় স্বভাব সর্ব্বতোভাবে বলবত্তর আছে, সুতরাং ইহা যে পর্ব্বতারোহণে অদ্বিতীয় হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? মনুষ্যপক্ষে সরল পথ যাদৃশ, ইহাদের পক্ষে অতীব দুর্গম প্রাচীরবৎ পর্ব্বতশিখরও তদ্রূপ বোধ হয়। অপর ইহাদের পুরঃপাদদ্বয় পশ্চাৎ পাদদ্বয়াপেক্ষা খর্ব্ব, এবং লম্ফ দিবার নিমিত্তে বিশেষ উপযোগী, তাহাতে পর্ব্বত ভ্রমণে ইহাদিগের অত্যন্ত সাহায্য হয়। ইহাদিগের পুচ্ছও অত্যন্ত খর্ব্ব, কিন্তু শৃঙ্গ সকল অন্য ছাগ-শৃঙ্গাপেক্ষা দীর্ঘ। অনেক আইবেক্সের শৃঙ্গ দুই হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। পরন্তু তাহা যাদৃশ দীর্ঘ তাদৃশ গুরু নহে; এক একটা কদাপি ৪।৫ সেরের অধিক হয় না।

আইবেক্সের বাসস্থান আল্পস্ ও হিমালয় পর্ব্বতের শিখর। আশিয়ার মধ্য দেশস্থ পর্ব্বতের স্থানেও ইহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থান তৃণশস্যাদি বিহীন; তথায় বাস করিলে অনেক পরিশ্রমে যথাকথঞ্চিদ্রূপে কালযাপন করিতে হয়। পরন্তু প্রস্তাবিত পশু কোন মতে লোভী নহে। কিঞ্চিৎ শৈবাল বা তৃণ পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া দিন যাপন করে। ইহাদের আহার-করণের কাল রাত্রি। তৎসময়ে ইহারা শিখর হইতে অবতরণ করিয়া পর্ব্বতের নিম্ন দেশে তৃণাদি

ভক্ষণ করে, ও দশ বারটি একত্রিত হইয়া ব্যাঘ্রে নিপাত করে। ইহার মাংস সুস্বাদ এবং চর্ম্ম ও লোমে মনুষ্যের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

রোমন্থিকগণের অষ্টম শ্রেণীতে মেষাদি পশু নির্ণীত হয়। তদনন্তর গবাদি। তাহাতে গো মহিষ বাইসন প্রভৃতি জীব সঙ্গত হইয়া থাকে। কোন কোন গ্রন্থকার শেষোক্ত পশুশ্রেণীকে একত্র করিয়া তাহার দলভেদ করেন কিন্তু বোধের সৌকর্য্যার্থ তাহাদিগকে পৃথক্ করাই শ্রেয়ঃ; ফলতঃ তাহাদিগকে এক শ্রেণী বলিলেও পুনঃ ভিন্ন দল বলিয়া পৃথক্ করিতে হয়, তদপেক্ষা তাহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণী বলা উচিত বোধ হইতেছে।

মনুষ্যের প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রায় সমস্তই এ রোমন্থক পশু হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিণ, মেষ, ছাগ, কস্তুরীমৃগ, গো প্রভৃতি জীব হইতে উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য, সুচারু কোমল বস্ত্র, উপাদেয় চর্ম্ম, তেজস্কর ঔষধ ইত্যাদি বিবিধ উপকারজনক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু ঐ সমস্ত এক গোশ্রেণীহইতে যে সকল উপকার উদ্ভূত হয় তাহা অপর সমস্ত হইতে সম্ভাবনীয় নহে। দুগ্ধ ক্ষীর নবনীত ঘৃত অপেক্ষা সুস্বাদ প্রশস্ত খাদ্য আর কিছুই নাই, তাহা কেবল গো হইতে উত্তমরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাদুকা অশ্বসজ্জা প্রভৃতি দ্রব্যের নিমিত্ত গোচর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। সমুদ্র-নাবিকদিগের প্রধান খাদ্য গোমাংস, তন্নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ জীব প্রতি বৎসর ধ্বংস হইয়া থাকে। গোলোম, গোশৃঙ্গ, গোক্ষুর, গোশোণিত ও গবাস্থিতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ

প্রস্তুত হয়। তদুৎপন্ন অস্থিও বৃথা নিঃক্ষিপ্ত হয় না;— মনুষ্যের পক্ষে তাহাও প্রয়োজনীয়। গোচনা এতদ্দেশে ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং তিব্বতাদি দেশে গোময় ইন্ধনের একমাত্র উপায়। ফলতঃ গোর দেহজাত কোন পদার্থই অপ্রয়োজনীয় নহে; সকলই বিশেষ আবশ্যক, ইহাতে তাহাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রায় অন্যত্র পাওয়া যায় না। অপর গোর দেহ ও তজ্জাত পদার্থই যে কেবল মনুষ্যের ব্যবহারে নিযুক্ত হয় এমত নহে; তাহার বলও আমাদিগের পরম উপকারক, তদ্ভিন্ন হলকর্ষণের প্রশস্ত উপায় ভারতবর্ষে আর নাই। এবং যান বাহন ও ভারবহন কার্য্য গোদ্বারা যে পরিমাণে নিষ্পন্ন হয় অন্য কোন পশুদ্বারা তাদৃশ হয় না। অতএব গো যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে ইহা কোনমতে আশ্চর্য্য নহে। এই কারণেই এতদ্দেশে গো ভগবতী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার বধ মহাপাপমধ্যে গণ্য হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বকালে গোর সম্যক্ উপকারিতা সত্ত্বেও মখে তাহার বধ প্রশস্ত ছিল; এবং এক এক যজ্ঞে অনেক গোর বলিদান হইত। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পঞ্চশারদীয় যজ্ঞে সপ্তদশ গো-বলি অভিহিত হইয়াছে। গোমেধাদি যজ্ঞেও তাহার প্রশস্ততা দেখা যায়। ইউরোপ-খণ্ডে ইহার অত্যোধিক মাহাত্ম্য ছিল, এবং এক এক যজ্ঞে শত বা সহস্র গো এক কালে বলি দেওয়া গ্রীসদেশে পুণ্যপ্রদ-কর্ম্মমধ্যে গণ্য হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হওনানন্তর গো-বলিদানের ব্যাপার হিন্দু-ভদ্রসমাজে রহিত হয়, এবং সম্প্রতি অন্য পশুর বলি যে কিছু অবশিষ্ট আছে তা-

হার ও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে একেবারে সর্ব্বত্রই বলিদান প্রায় নাই; কেবল বঙ্গদেশের কোন পল্লীগ্রামে ইহার বাহুল্য দেখা যায়। কাশীধামে দুর্গার মন্দিরে এবং অন্যান্য স্থানে মহামায়ার প্রীত্যর্থে বলিদান হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক নহে। সে যাহাহউক, গো যে বিশেষ উপকারজনক জীব তাহা কুত্রাপি অস্বীকৃত নাই। হিন্দু মোসলমান ইঙ্গরাজ সকলেই তাহাকে পরম-প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। বেদের সংহিতাভাগে গোর নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট পুনঃ২ প্রার্থনা আছে, এবং পুরস্কারার্থে গোই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে মনুষ্য গোকে সর্ব্বাগ্রে বশীভূত করিয়াছিল; এবং তদবধি তাহাহইতে অপর্য্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ গো এত প্রাচীন কালাবধি মনুষ্যের বশীভূত হইয়াছে যে তাহার আদিম অবয়ব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণে তাহার সহিত কোন বন্য গোর সৌসাদৃশ্য নাই; সুতরাং তাহা কোন্ বন্য গোহইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অদ্যাপি নিরূপণ করা দুষ্কর।

গোর খর্ব্ব পাদ, স্থূল কায়, অসমানায়ত শৃঙ্গ, এক শ্রেণী ছেদন দন্ত, প্রভৃতি লক্ষণ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য। পরন্ত এতদ্দেশে গোর ককুদ্ (ঝুঁটি) অতি প্রসিদ্ধ লক্ষণ, তাহা বিলাতি গোতে দৃষ্ট হয় না। শ্রীহট্ট প্রভৃতি পর্ব্বতাঞ্চলের

গয়াল-নামে বিখ্যাত গোহেও তাহা তাদৃশ প্রকৃষ্ট নহে। অপর অবয়ব ও আয়তনে বঙ্গদেশীয় গবাপেক্ষা হরিয়ানার গো সর্ব্বতোভাবে পৃথক্, এবং তাহার সহিত গুজরাটী গোর তুলনা হয় না; তথা বলা গো তৎসমুদায় হইতে স্বতন্ত্র। এই প্রকারে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রকার গো লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহারা অনেকেই পৃথক্‌জাতীয় নহে; বর্ণসঙ্করত্ব ও দেশভেদে আহার্য্যের প্রাচুর্য্যাদিভেদে ঐ প্রভেদ জন্মিয়াছে। বিলাতে এই প্রকারে প্রায় প্রত্যেক জেলায় একং পৃথক্ প্রকার গো উৎপন্ন হইয়াছে; তাহারা একণে সকলে স্বতন্ত্র বোধ হয়, যেহেতু তাহাদের অবয়ব, মাংসের আস্বাদ, দুগ্ধের পরিমাণ ও নবনীতের ন্যূনাধিকতা, শৃঙ্গের পরিমাণ, প্রভৃতি সকল লক্ষণ বিভিন্ন। এই সকল লক্ষণের মধ্যে শৃঙ্গ অতি প্রধান; এবং তদনুসারে অনেকে বিলাতি গোসকলকে "খর্ব্বশৃঙ্গ" "মধ্যমশৃঙ্গ" ও "দীর্ঘ-শৃঙ্গ" এই তিন দলে বিভক্ত করেন। এই তিন দলের কএক পশুর অবয়ব বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের চিলিঙহ্যম অরণ্যে কতকগুলি বন্য গো আছে, তাহারা অপর সকল গো হইতে স্বতন্ত্র। তাহাদের বৃষেরা অত্যন্ত ভীষণ, এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র বা অন্য কোন উজ্জ্বলবর্ণ দ্রব্য দেখিলে ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কোপে মনুষ্যকে আক্রমণ করে।

প্রাগুক্ত গোর তুলনায় বঙ্গদেশীয় গো অত্যন্ত জঘন্য। ইউরোপীয় মনুষ্যের তুলনায় এতদ্দেশীয় মনুষ্যও যেমন দুর্ব্বল কৃশ ও অকর্মণ্য, গোও সেই রূপ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ও দুগ্ধহীনা। পল্লীগ্রামে যে ব্যক্তি নদীতটে বা তৃণক্ষেত্রে

দেশীয় গোবৃন্দ দেখিয়াছে, সেই অবশ্য স্বীকার করিবেক যে আমাদিগের গো অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। আমরা জ্ঞাত আছি যে এই সকল গোর অনেকেই এক পোয়া বা অর্দ্ধ সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না, যদিও দুগ্ধবতী গাভী এদেশে বড়ই বিরল, অনেকের মধ্যে একটা আছে কি না। তাহাদের সমস্ত পালে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা হরিয়ানার বা বিলাতের একটী গাভীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি যে এক বিলাতি হ্রস্বশৃঙ্গ গাভী প্রত্যহ অর্দ্ধমন দুগ্ধ দিয়াছে। দশ বা পোনের সের দুগ্ধ অনেক হরিয়ানার গাভী দিয়া থাকে। অপর তজ্জাতীয় বৃষেরা যে পরিমাণে ভূমি কর্ষণ বা শকটাকর্ষণ করিতে পারে, এতদ্দেশীয় বৃষের পক্ষে তাহা কোন মতে সম্ভাবনীয় নহে। এই বিলাতি বৃষ ১৫০ টাকা অবধি ৩০০০ টাকা মূল্যে এক একটি বিলাতি গো বিক্রীত হইয়া থাকে।

কলিং নামক এক জন সাহেবের উৎকৃষ্ট গোজাতির "কমেট" নামক একটা বৃষ ১০,৫০০ টাকায় ও তাহার গাভী "লিলী" ৪৫০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। তাহাদের তুলনায় আমাদিগের পল্লীগ্রামস্থ গোর কোন মূল্য নাই বলিলেও বলা যায়। এই দুরবস্থার অনায়াসে প্রতীকার হইতে পারে। বিদেশীয় বা হরিয়ানার গোর সহিত এতদ্দেশীয় গোর বর্ণসঙ্করত্ব সম্পাদন করিলেই ইহার বিহিত বিধান হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমির ধনাঢ্যেরা আলস্য নিরুদ্যম ও অজ্ঞতারূপ মহা নিদ্রায় আচ্ছন্ন,—কিঞ্চিৎ ইতর আমোদে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা দেশের উন্নতি কাহাকে বলে তাহা ভ্রমেও মনে স্থান

দান করেন না। তাঁহাদিগদ্বারা দেশীয় গো বা অশ্বের উন্নতি কি প্রকারে সম্ভাবনীয় হইতে পারে? কৃষিক প্রজারা অত্যন্ত দীন; তাহারা উপায়াভাবে বিদেশীয় গো ক্রয় করিতে পারে না; সুতরাং এতদ্দেশীয় গোর উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিলাতে গো-মেষাদি গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধনার্থে সময়েং দেশস্থ লোক সভা করিয়া থাকেন, যে কেহ উত্তম পশু পালন করিযাছে তাহাকে সমধিক পুরস্কার প্রদান করেন; দেশের সমস্ত প্রধান লোক তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ডিউক মার্কুইস্ প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট ধনাঢ্যেরা স্বয়ং অশ্ব গো মেষাদি পালন করিয়া পুরস্কার ও প্রশংসার ভাজন হইতে চেষ্টা করেন, এবং তন্নিমিত্তই তাঁহাদের দেশ ধন্য মান্য ও অগ্রগণ্য হইয়াছে। যখন বঙ্গদেশের লোক সেই রূপ উৎসাহ আগ্রহ ও সৎকর্ম্মে অনুরত হইবেক, যখন ধনাঢ্যেরা সকলেই স্বস্ব গৃহে স্বয়ং সর্ব্বপ্রধান মনে না করিয়া গুণদ্বারা মহৎ হইতে চেষ্টা করিবেক, যখন আলস্য, ভূরিনিদ্রা, অজ্ঞান, দ্বেষ, মৎসরতা ও কুপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে জ্ঞানালোক, শ্রম, সৎস্বভাব, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও আগ্রহিতা এতদ্দেশীয়-দিগের গৃহে বিচরণ করিবে, তখন এ অভীষ্ট অবশ্য সুসিদ্ধ হইবে; তৎপূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় গোর মধ্যে হরিয়ানা ও হানসীর গোই সর্ব্বপ্রধান, তাহাদের শরীর, সৌন্দর্য্য, দুগ্ধবতীত্ব, বল, বীর্য্য ও বহুবৎসত্ব প্রভৃতি সকল গুণই অগ্রগণ্য। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অপর গো সকল তদপেক্ষায় অধম। গুজর-গো কায়িক অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রচুর দুগ্ধ-

বতী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশীয় গো সর্ব্বাপেক্ষা অধম। চীন ও আফরিকা দেশের গো কক্কুদ্বিশিষ্ট এবং ভারতবর্ষীয় গোর তুল্য; কিন্তু মার্কিনদেশীয় গো তাদৃশ নহে, তাহারা ইউরোপীয় গোর সহিত তুলনীয়।

বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট ত্রিপুরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে গয়াল নামে প্রসিদ্ধ এক আরোক্ষরবর্ণ গো আছে, তাহাদের কক্কুদ্ বঙ্গদেশীয় গোর কক্কুদাপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং তাহাদের দেহ স্বতন্ত্র বোধ হয়। তাহাদের বর্ণ প্রায়ঃ কৃষ্ণই হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় বন্য গোর নাম গৌর; তাহা সামান্য গো হইতে অনেক বৃহৎ, বঙ্গদেশীয় গোর অপেক্ষায় তিন চারি গুণ হইবেক। তাহাদের শৃঙ্গ মহিষশৃঙ্গের ন্যায় উভয়পার্শ্বে দীর্ঘীভূত, ও বলবীর্য্য অত্যন্ত তীব্র। তাহারা অদ্যাপি মনুষ্যের বশীভূত হয় নাই, প্রত্যুত সর্ব্বদা শত্রুভাবে কালযাপন করে। বনে, ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও গৌরের সহিত সাক্ষাৎ তুল্য বোধ হয়; বরং ব্যাঘ্র এক উল্লম্ফনে মনুষ্যকে নিহত না করিতে পারিলে অল্পদূর পশ্চাৎ ধাবন করিয়াই বিরত হয়; গৌর কুপিত হইলে প্রাণান্তে বিরত হয় না। তাহারা মহিষাপেক্ষাও একাগ্রচিত্ত। পরন্তু তাহারা মনুষ্য সমাগমের স্থানহইতে অনেক দূরে বাস করে, ইচ্ছাবশতঃ মনুষ্যের নিকট আইসে না। তাহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগের অপেক্ষায় সম্মুখ ভাগ অতি উচ্চ, এবং গাত্র কৃষ্ণাক্ত ধূমবর্ণ। সামান্য বৃষের ন্যায় গৌর বৃষের কক্কুদ্ বৃহৎ হয় না।

গোশ্রেণীমধ্যে গো ভিন্ন চামরী গো, বাইসন, আও-

রব্, ও এবং মহিষ পশু নির্ণীত হইয়া থাকে. বাহুল্য ভয়ে তাহাদের বিবরণ বর্ণিত হইল না।

সকলেই শ্বেত চামর দেখিয়াছেন, কিন্তু যে পশুর কেশহইতে তাহা প্রস্তুত হয়, সে পশু, বোধ হয়, অতি অল্প লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবেক, কারণ তাহারা অতি শীতল-দেশবাসী, কদাপি উষ্ণতা সহ্য করিতে পারে না: এবং গ্রীষ্মদেশে আনীত হইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। অনেকে এতদ্দেশে উক্ত পশুকে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেরই পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। তিব্বত, তাতার, মাঞ্চুরিয়া, চীনদেশের পশ্চিমাংশ, এবং আসিয়াখণ্ডের মধ্যবর্তী অপর দেশসকল এই পশুর বাসস্থান, এবং অন্যত্র গোসকলে যে সকল প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে, প্রস্তাবিত দেশে প্রায় তৎসমুদায় কার্য্য চামরি-গোদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই জীব মহিষবৎ বৃহৎ, এবং সর্ব্বাঙ্গ কেশে মণ্ডিত। উক্ত কেশ দেহের অপর সর্ব্বত্র কৃষ্ণবর্ণের হয়, কদাপি ধূম্র, শুক্ল ও কৃষ্ণে মিশ্রিতও হয়; কেবল পুচ্ছ ও ককুদ ও ললাটোপরি তদ্বর্ণের হয় না। তথাকার কেশ শুক্লবর্ণবিশিষ্ট; এবং তাহাই চামর বানাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। যে সকল দেশে চামরিগোর আবাস তত্রত্য মাংসাশি-মনুষ্যমাত্রে এই পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং তথাকার বিষম শীত নিবারণার্থে ইহার কেশসংযুক্ত চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ ধারণ করেন, এবং তাহা শয্যার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চামরি-গোর কেশে বস্ত্র ও একপ্রকার সুদৃঢ় রজ্জু নির্ম্মিত হয়, এবং তাহার ক্ষুর ও শৃঙ্গে শিরিশ ও

অস্ত্রাদির মুষ্টি বানান যায়। চামরী-গাভী সুপ্রচুর দুগ্ধবতী, এবং ঐ দুগ্ধ অতি সুস্বাদু হয়, অপিচ তাহাতে যে নবনীত জন্মে, তাহা অপর সকল নবনীত হইতে শ্রেষ্ঠ। ভারবহন বিষয়ে চামরী অতি সমর্থ, এবং সকলেই ইহাদিগকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকে। পরন্তু এই সকল নানা গুণ সত্ত্বেও এই পশু সুবিখ্যাত হয় নাই। ইহার সুখ্যাতির প্রধান কারণ কেবল ইহার পুচ্ছ; এবং ঐ পুচ্ছের মাহাত্ম্য বিষয়ে নানাবিধ মিথ্যা গল্প প্রচলিত আছে। তুর্ক জাতীয়দিগের প্রথা আছে যে ঐ পুচ্ছ সমভিব্যাহারে থাকিলে যুদ্ধে পরাজয় হয় না; অতএব তাহাদিগের নিশানদণ্ডের পতাকা সকল এই গোপুচ্ছে নির্ম্মিত হয়। এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সম্পত্তি-মধ্যে শ্বেত-ছত্র ও চামর অতি প্রধান, এবং ঐ চামর দীর্ঘ ও নম্র ও শুভ্র এবং ঘন-কেশবিশিষ্ট হইলেই শ্রেয়স্কর হয়।

চামরির সহিত ইতর গোর সংসর্গে এক প্রকার বর্ণ-সঙ্কর গোর উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং এই জাতির হিমালয় পর্ব্বতের অনেক স্থানে নিবাস আছে। তথায় এই বর্ণসঙ্কর পুংগোকে "যো" এবং স্ত্রীগোকে "যোমো" শব্দে কহে। গোদ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ইহা-দ্বারাও তৎসমুদায় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। "এসিয়াটিক সোসাইটী" নামক সভার অদ্ভুত পদার্থ-সংগ্রহালয়ে এই পশুর চর্ম্ম একখানি আছে, এবং তদ্দৃষ্টে প্রকৃত চামরির অবয়ব অনুমান করিতে পারা যায়।

সমস্ত হরিণাদি শ্রেণীকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা আট অন্তঃশ্রেণীতে বিভক্ত করেন, তদ্যথা—

প্রথম অনুশ্রেণীর শৃঙ্গ কপালস্থ অস্থিশলাকার উপর সংস্থাপিত এবং শাখাবিশিষ্ট; কিন্তু ঐ শাখা সকল মূলের নিকট হয় না, সকলই শৃঙ্গের ঊর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হয়। অপর ঐ শৃঙ্গের শাখাসকলের অগ্রভাগ চেপ্‌টা ও প্রশস্ত হইয়া থাকে। এই অনুশ্রেণীতে মুস বা এলক নামক হরিণ নির্ণীত হয়।

দ্বিতীয় অনুশ্রেণীস্থ হরিণদিগের শৃঙ্গ পূর্ব্ববৎ, কেবল তাহার মূলের নিকট ও মধ্যভাগে শাখা হইয়া থাকে ও তৎসমুদায়ই অল্প বা অধিক চেপ্‌টা হইয়া থাকে: ইহার মধ্যে রীণ হরিণ গণিত হয়।

তৃতীয় অনুশ্রেণীস্থ হরিণের শৃঙ্গ পূর্ব্ববৎ, কিন্তু তাহার মূলনিকটস্থ বা মধ্যভাগের শাখার অগ্রভাগ চেপ্‌টা হয় না, কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ শাখার অগ্রভাগ চেপ্‌টা হয়। ইংরাজি ফালো বা ঈষদ্রক্ত হরিণ এই অনুশ্রেণীর প্রধান পশু।

চতুর্থ অনুশ্রেণীস্থ হরিণদিগের শৃঙ্গের মূলভাগে ও মধ্যভাগে তথা অগ্রভাগে শাখা হইয়া থাকে, কিন্তু এ শাখাসকল চেপ্‌টা হয় না, সূক্ষ্মাগ্র থাকে, ওয়াপিটি বিলাতি লালহরিণ ইহার প্রধান পশু।

পঞ্চম অনুশ্রেণীতে যে হরিণ নির্ণীত হয়, তাহাদের শৃঙ্গশাখা সূক্ষ্মাগ্র, কিন্তু তাহার মধ্যভাগে শাখা হয় না। সামান্য নয়নাকার-চিত্র-বিশিষ্ট হরিণ ও সম্বর হরিণ তাহার দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ অনুশ্রেণীর হরিণ পূর্ব্ববৎ, কিন্তু তাহার শৃঙ্গের মূলনিকটে শাখা না হইয়া মধ্য ও অগ্রভাগে শাখা হয়, ডর্কাস্ হরিণ ইহার প্রতিরূপ।

সপ্তম অনুশ্রেণী। পূর্ব্ব ৬ অনুশ্রেণীতে যে সকল হরিণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের সকলের শৃঙ্গের শাখা হয়। বর্ত্তমান শ্রেণীস্থ হরিণের তাহা হয় না, তদ্বিপরীতে শৃঙ্গ শাখাবিহীন সূক্ষ্মাগ্র হইয়া থাকে; যথা সুবোলো হরিণের।

অষ্টম অনুশ্রেণী। পূর্ব্ব সপ্তম অনুশ্রেণীর হরিণদিগের শৃঙ্গ কপালাস্থির শৃঙ্গ শলাকা অতি খর্ব্ব হয়; বক্ষ্যমাণ হরিণদিগের তদ্রূপ নহে; তাহাদের কপালাস্থির উপর অস্থিশলাকা দীর্ঘীভূত হইয়া, তদুপরি শৃঙ্গ সংস্থাপিত হয়; সুতরাং শৃঙ্গের মূলভাগ কিয়দংশ ত্বকে আবৃত থাকে। ঐ শৃঙ্গ বহু-শাখা-বিশিষ্ট হয় না। সামান্য শিয়ালে হরিণ ইহার দৃষ্টান্ত, এই শ্রেণীসকলের প্রত্যেকের বিবরণ লিখিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হয় এই জন্য সকল কথা লিখিতে পারিলাম না।

শৃঙ্গহীন পশুর মধ্যে অশ্ব একটি প্রসিদ্ধ পশু, অতএব, ইহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া প্রস্তাব উপসংহার করি। অশ্ব, গর্দ্দভ ও জেব্রা পশুর সহিত একত্র এক স্বতন্ত্র গণে পরিগণিত হয়; তাহার নাম অখণ্ডশফ অর্থাৎ বিভাগরহিত খুরবিশিষ্ট পশু। প্রস্তাবিত পশুর প্রধান লক্ষণ এই যে তাহাদের স্কন্ধদেশস্থ কেশ দীর্ঘ ও ঝুলন্ত হয়, ও মস্তকপুরোভাগে ঝুলায়মান অর্থাৎ ঝুঁটি হয়, এবং তাহাদের লাঙ্গুলের মূল পর্য্যন্ত দীর্ঘকেশদ্বারা মণ্ডিত হয়, এবং তাহাদের বাহুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়ের অন্তঃপৃষ্ঠে কড়া চতুষ্টয় থাকে।

এই লক্ষণ আশু দুর্বোধ্য অনুভব হইতে পারে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনায়াসে ব্যক্ত হইবে যে

অখণ্ড খুর, স্কন্ধে নত কেশ ও আমূল পর্য্যন্ত লাঙ্গূলে দীর্ঘকেশ অশ্ব ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে না। গোর ন্যায় ঐ জীব আমাদিগের প্রয়োজনীয় নহে; তথাপি গো-ভিন্ন কোন পশুই তাহার তুল্য উপকারী বলা যাইতে পারে না; বরং সুখ সংবর্দ্ধনার্থে অশ্ব গোহই-তেও কোন কোন পক্ষে শ্রেষ্ঠ। ইহার সংস্কার, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য ও প্রভুভক্তি গোহইতে অনেক উৎকৃষ্ট। এ কথার প্রমাণার্থে আমরা ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি; কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য করিবার ভয়ে দুই এক আখ্যায়িকা স্মরণ করিয়াই আমাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে। কথিত আছে যে ১৮১৬ শালের নেপালী যুদ্ধের এক জন সেনানী জিলেস্পী সাহেবের কেপ প্রদেশজাত এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ছিল; বহুকাল নিকট থাকায় ও সৈন্য-পরীক্ষার সময় সর্ব্বদা তদুপরি আরো-হণ করায় ঐ অশ্ব তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল, এবং কলঙ্গার দুর্গ আক্রমণ-সময়ে তিনি তদুপরি আরোহণ করত যুদ্ধ যাত্রা করেন। ঐ আক্রমণে তিনি নিহত হন, এবং তাঁহার স্মরণার্থে অষ্টম শ্রেণীস্থ অশ্বারোহী সৈন্যে-রা তাঁহার প্রিয় অশ্বটি ক্রয় করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্রা-ভ্যাস সময়ে তাহাকে সম্মুখে সেনানীর নিয়মিত স্থানে দণ্ডায়মান রাখিত। কিয়ৎকাল পরে ঐ সৈন্য কাণপুর-হইতে বিলাতে যাইবার আদেশ পাইলে অশ্বটি বিক্রয় করিয়া প্রস্থান করে। সেই প্রস্থানের বাদ্য শুনিয়া ও সম্মুখে সৈন্যগণকে যাইতে দেখিয়া অশ্ব এতাদৃশ অস্থির হইল যে তাহাকে নিরস্ত করা ভার হইয়া উঠিল। পরে নূতন স্বামির গৃহে আনীত হইলে ঐ অশ্ব আহার-

পান একেবারে ত্যাগ করিলেক; এবং দুই দিবস পরে ব্যায়ামের নিমিত্ত অশ্বালয় হইতে বাহির করিলে ঐ প্রভুভক্ত জীব রঙ্গক্ষেত্রহইতে পলায়ন করিয়া সৈন্যদিগের শস্ত্র-শিক্ষার ক্ষেত্রে আপন নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রব করিতেই ভূমিতে পতিত হইল, এবং কিয়ৎকাল হস্তপাদ দ্বারা যাতনা প্রকাশ করণ তথায় প্রাণত্যাগ করিলেক।

সুশিক্ষিত অশ্বকর্তৃক স্বামীর আজ্ঞায় জানু ভূমিপাতন, মৃতকল্প হওন, ভীত হওন, খঞ্জ হওন, ঈশ্বরবন্দন প্রণামকরণাদি করণ তামাসায় পারিতোষিক লোকে দেখিয়া থাকেন। পৃষ্ঠহইতে স্বামীর পতন হইলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হওন ও তাহাকে স্বামীর অনিষ্ট না হয় এমত চেষ্টা করণ প্রভৃতি বাপেঁর তামাসার সুগোচর আছে। এক গ্রন্থকার লেখক একটি অশ্ব দেখিয়াছিলেন যাহা শকটে যোজিত থাকিলে সর্ব্বদা স্থির থাকিত, কদাপি অশ্ব শকট মনুষ্য ও অশ্বাদির নিকট দিয়া গমনাগমনে চঞ্চল হইত না, কেবল তাহার স্বামীর স্বর শুনিলে গমনোদ্যত হইত। একটী মার্কিন দেশীয় অশ্ব অধুনা বর্ত্তমান আছে, তাহা শকটে যোজিত থাকিলে নিস্তব্ধ থাকে, কিন্তু শকটের নিকট মনুষ্যের গমনাগমন হইলে পুনঃ পুনঃ তাহার দ্বার প্রতি অবলোকন করে; এবং শকটে মনুষ্য আরোহণ করিয়াছে জানিলে তৎক্ষণাৎ গমনোদ্যত হয়। অনেক অশ্ব আছে যে তাহাকে শকটহইতে বিমুক্ত করিলে স্বয়ং নির্দিষ্ট স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে; পরে যে স্থানে তাহার পৃষ্ঠহইতে সজ্জা-বিমুক্ত করা যায়, তথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হয়।

স্নেহ করিলে সদশ্ব অনায়াসে মনুষ্যের বশীভূত হয়; এবং আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে কদাপি ক্রটি করে না। দৃষ্ট হইয়াছে যে কোন সময়ে ঘোড় দৌড়ে একটা অশ্ব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অগ্রসর হইতে না পারায় তাহার স্কন্ধে দংশন করিয়া তাহাকে অবরোধ করিয়াছিল। আপন প্রাচীন গৃহের প্রতি অশ্বের অত্যন্ত অনুরাগ আছে, এবং অনেক অশ্ব বেগবতী নদী পার হইয়া বহুক্রোশ ভ্রমণানন্তর প্রাচীন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। অশ্বমাত্রই আপনার ক্ষমতা কি পর্য্যন্ত আছে তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, এবং তদর্থে তাহারা অহঙ্কৃত হইয়া থাকে, এবং অন্য হইতে আপনি অগ্রসর হইবে ইহা অনেকেই চেষ্টা করে। এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির একটা অশ্ব ছিল তাহার নিকট দিয়া অন্য অশ্ব অগ্রসর হইলে সে এপ্রকার অস্থির হইত যে তাহাকে ব্যবহার করা ভার হইত; অথচ স্বভাবতঃ সে কোনমতে অবশীভূত অশ্ব ছিল না। অন্য অশ্বাপেক্ষা আরবা অশ্ব বিশেষ বশীভূত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে শৈশবকালাবধি আরবেরা আপন২ শিবির মধ্যে পুত্র-কলত্রাদির সহিত একত্রে রাখে, এবং অপত্যের ন্যায় স্নেহের সহিত লালন পালন করে; তাহাতে ঐ অশ্বেরা মনুষ্যের আচরণ স্বভাব এবং অনুগ্রহের পরীক্ষা পাইয়া তাহাতে নির্ভয়হৃদয়ে বিশ্বাস করে, প্রায় মনুষ্যের অনিষ্ট করে না। আরবা-শিবিরে অল্পবয়স্ক বালকেরা অনায়াসে অশ্ব শাবকের সহিত একত্রে অশ্বিনীর দুগ্ধ পান করে, তাহাতে অশ্বিনী কদাপি বালকের প্রতি রুষ্ট হয় না।

একদা অতিশীর্ণ স্কন্ধদেশে ক্ষতবিশিষ্ট একটা অশ্ব কোন গৃহস্থের উদ্যানের দ্বারপার্শ্বে কিঞ্চিৎ তৃণ ভক্ষণ করিতে চেষ্টিত ছিল; গৃহস্থ সেই অশ্বের স্কন্ধস্থ ক্ষত স্থান দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহার উপর একখানা পটি বান্ধিয়া দিলেন, ও ভক্ষণার্থে অশ্বকে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান করিলেন; এমত সময়ে অশ্বস্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। পর দিন প্রাতে চরিবার নিমিত্ত বন্ধনমুক্ত হইবামাত্র ঐ অশ্ব স্বরায় উক্ত গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া মুখদ্বারা বারোম্বার মৃদু আঘাত করিতে ও ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্য হইয়া পূর্ব্ববৎ অশ্বের উপকার করিলেন। অতঃপর যে পর্য্যন্ত ঐ ঘা আরোগ্য না হয় তাবধি ঐ অশ্ব প্রত্যহ আসিয়া চিকিৎসা প্রার্থনা করিত; এবং আরোগ্য হইবার পর যখন সেই গৃহস্থকে দেখিত তখনই পাদ, রব ও শিরশ্চালনদ্বারা আপন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত, একপ কৃতজ্ঞতা অতি অল্প মনুষ্যে প্রত্যক্ষ হয়।

অশ্ব স্বভাবতঃ হরিণের ন্যায় চকিতস্বভাব, এবং অজ্ঞাত বস্তু দেখিলেই চঞ্চল হইয়া উঠে; পরে একবার তাহা প্রোথ (থুতি) দ্বারা স্পর্শ করিলে স্থির হয়; তাহারা ভীরুস্বভাব নহে, এবং যুদ্ধে ও মৃগয়ায় অনায়াসে কামানের অগ্নিবৃষ্টি, সৈন্যশ্রেণী, ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী প্রভৃতি ভীষণ প্রকৃতি পদার্থের সম্মুখে অকুতোভয়ে অগ্রসর হয়; দৃষ্ট হইয়াছে যে যুদ্ধের সময়ে যখন কামানের ভীষণ ধ্বনিতে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ এবং চতুর্দ্দিকে গোলা বৃষ্টি ও অগ্নি বিস্তারিত হইতেছে, তৎকালে কোনং অশ্ব সেই ক্ষেত্রমধ্যে যোদ্ধাকে পৃষ্ঠে লইয়া অব-

হেলায় তৃণ ভোজন করিতেছে, এবং পরক্ষণে শত্রুকে আক্রমণ করিতে আদেশ পাইবামাত্র এতাদৃশ বেগে ধাবিত হইল যে তাহাকে আর অবরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। পরন্তু এতাদৃশ গুণ সকল অশ্বে তুল্য হয় না; কোন কোন অশ্ব অত্যন্ত মেধাবী, স্নেহ-পরবশ, সাহসী, উত্তম-স্মরণশক্তি বিশিষ্ট, প্রভুভক্ত, কৃতজ্ঞ; অপরে ভীরু, স্মরণ-হীন, অবোধ, দুষ্ট, ঠেঁটা, এবং অনিষ্টকর হইয়া থাকে। এই সকল ধর্ম্ম পৈতৃক লক্ষণ; দৈব তাহা উৎপন্ন হয় না। সদ্বংশজাত আরাব্য অশ্ব প্রায় সদ্‌গুণান্বিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে দুষ্ট মন্দ অশ্ব প্রায় নাই। দৈব কোন অশ্ব তাদৃশ দুষ্ট হইলে ইহা অবশ্য নিশ্চিত হইবে যে হয় তাহার বর্ণ-সঙ্কর হইয়াছে, অথবা রক্ষকের অত্যাচারে তাহার মনে মনুষ্যের প্রতি বিরোধ জন্মিয়াছে। কদাপি আহারের গুণেও অশ্ব কখন ভীষণ হইয়া থাকে। কথিত আছে যে একদা কোন ধনী এক আরাব্যের কোন বড়বা ক্রয় করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়; কিন্তু ঐ পশু আরাব্যের অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিল; তাহাকে বিক্রয় করা তাহার পক্ষে পুত্র বিক্রয়াপেক্ষা কঠিন বোধ হইত; অথচ ঐ ধনী অত্যন্ত ক্রূর, তাহার অভিপ্রেত সিদ্ধ না হইলে সে অনায়াসে বলপূর্ব্বক অশ্বী অপহরণ করিতে পারে, এই প্রযুক্ত আরাব্য ঐ অশ্বীকে এক পক্ষ যাবৎ কেবল মাংস ভোজন করাইলেক; তাহাতে অশ্বী এতাদৃশ ভীষণা ও দুর্দ্দান্তা হইল যে কেহই তাহার নিকট যাইতে পারিলেক না। তদ্দৃষ্টে ধনী তাহার লাভে অনিচ্ছুক হইলেন, এবং অশ্বী আপন প্রিয় স্বামীর নিকট রহিল।

মাদক দ্রব্যে ও ভয় বা কোপে উন্মত্ত হইলেও কদাপি এরূপ হইতে পারে; কিন্তু তদবস্থা অশ্বদের প্রকৃতাবস্থা নহে।

অশ্বীর গর্ভকাল একাদশ মাস, এবং অশ্ব জাতির পরমায়ু ত্রিংশৎ অবধি চত্বারিংশৎ বৎসর; কিন্তু অপরিমিত শকটাকর্ষণ করিলে তাদৃশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহারা জীবিত থাকে না. বিলাতে ঘোড়া এবং এতদ্দেশে বিংশতি বৎসর মধ্যে প্রায় মৃত হয়; সুতরাং বয়োবৃদ্ধির অনুসারে তাহাদের মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। পঞ্চম বৎসরে অশ্ব সম্পূর্ণ যুবা হয়, তাহার পূর্ব্বে তাহারা ব্যবহারের অযোগ্য; এপ্রযুক্ত পঞ্চবর্ষীয়দের মূল্য অধিক হয়, তৎপরে ক্রমশঃ তাহার হ্রাস হইতে থাকে, এই প্রযুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অশ্বের বয়ঃক্রম নিরূপণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং তাহার উপায় স্বভাবতঃ সুন্দররূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

অশ্ব-শাবকের জন্ম সময়ে মুখ-পুরোভাগে দন্ত থাকে না, কেবল পার্শ্বে প্রথম ও দ্বিতীয় পেষণ-দন্ত নিগত দেখা যায়। এক সপ্তাহ বয়ঃক্রম হইলে মুখপুরোভাগে প্রত্যেক মাড়িতে দুইটি ছেদন-দন্ত সুপরিব্যক্ত হয়। পাঁচ সপ্তাহ পরে অপর দুইটি ছেদন-দন্ত এবং তৃতীয় পেষণ-দন্ত উদ্ভূত হয়। অতঃপর অষ্টম-মাস বয়ঃক্রম-সময়ে অপর দুইটি ছেদন-দন্ত মুখ-পুরোভাগে দৃষ্ট হয়, এবং তাহা হইলেই মুখ-পুরোভাগের দন্ত-সংখ্যা পূর্ণ হইল। ঐ সকল দন্তের আবরণ অতি দৃঢ় এবং পরিশুদ্ধ শুক্ল; দন্তের ধারগুলি সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং তীক্ষ্ণ, এবং দন্তের শিরোভাগের মধ্যদেশ গহ্বর-বিশিষ্ট

এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়। এক বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে চতুর্থ পেষণ-দন্ত নির্গত হয়, এবং দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইলে পঞ্চম পেষণ-দন্ত নির্গত হয়, এবং তাহা হইলেই অস্থায়ি * দন্তের সঙ্খ্যা পূর্ণ হইল। অতঃপর তৃতীয় বৎসর পূর্ণ হইবার ৩।৪ মাস পূর্ব্বে মধ্যস্থ দুই ছেদন-দন্ত নিপতিত হইয়া তৎস্থানে অপর দুই ছেদন-দন্ত নির্গত হয়। ঐ দন্ত পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূল দৃঢ় এবং ঈষৎ পীতবর্ণ ও তাহার অগ্রভাগে এক এক কৃষ্ণ বর্ণ গর্ত্ত থাকে। ছয় মাস পরে ঐ রূপ অপর দুই ছেদন দন্ত পতিত হইয়া তৎস্থানে নূতন দুই ছেদন দন্ত উঠে। চারি বৎসর ছয় মাসে অবশিষ্ট দুইটি অস্থায়ি ছেদন-দন্ত পতিত হইয়া স্থায়ি ছেদন-দন্তদ্বয় উৎপন্ন হয়; তৎসমুদায়ের অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ গর্ত্ত থাকে। ঐ সময়ে শ্ব-দন্তেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ লক্ষণদৃষ্টে জন্মাবধি পাঁচ বৎসর-পর্য্যন্ত অশ্বের বয়ঃক্রম নির্ণীত হইতে পারে। তৎপরে ছয় বৎসর বয়ঃক্রম-সময়ে মধ্যস্থ ছেদন-দন্ত দুয়ের অগ্রভাগস্থ গর্ত্ত ও কৃষ্ণ-বর্ণ বিলুপ্ত হয়। সপ্তম বৎসরে অপর দুইটির কৃষ্ণ-বর্ণ গর্ত্ত বিলুপ্ত হয়, এবং অষ্টম বর্ষে অবশিষ্ট ছেদন দন্তদ্বয়ের কৃষ্ণবর্ণ ও গর্ত্ত বিলুপ্ত হয়। এই গর্ত্ত ও কৃষ্ণবর্ণের বিলোপনে অশ্বের বয়ঃক্রম নিরূপিত হয়। তৎপরে আর বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই; কিন্তু ক্রমশঃ দন্তের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি, বিবর্ণ হওন, ও খুঁতির লোলুপ হওন, তথা হনুর দীর্ঘে বৃদ্ধি দৃষ্টে বয়ঃক্রম নিরূপিত হইয়া থাকে। অশ্ববিৎ পণ্ডিতেরা তদ্দৃষ্টে অনায়াসে সকল সময়ে বয়ঃক্রম নিরূপিত করিয়া থাকেন,

* সামান্য কথায় অস্থায়িদন্তকে দুধে দাঁত শব্দে কহে।

অতি বৃদ্ধ অশ্বেরও বয়ঃক্রম নিরূপণে ঐ বর্ণের ভ্রম করেন না।

অশ্বদিগের উচ্চতা ও বর্ণ সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। গৃহ-পালিত অন্যান্য জীবের ন্যায় ইহাদের এই উভয় লক্ষণের অনেক স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। বর্ণ বিষয়ে শ্বেত কৃষ্ণ রক্ত অরুণ প্রভৃতি বর্ণ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, এবং যে ব্যক্তি আটীন দ্বীপের ক্ষুদ্র টাটুর সহিত বিলাতি শকটাশ্বের তুলনা করিয়াছেন তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাহাদের উচ্চতায় অত্যন্ত প্রভেদ হইয়া থাকে। পরন্তু এই বর্ণ ও উচ্চতার পার্থক্য দৃষ্টে প্রাণিতত্ত্ববেত্তারা নিরূপিত করিয়াছেন যে অশ্বমাত্রেই একজাতি সম্ভূত; তাহারা পৃথক্‌জাতি সম্ভূত নহে। উঁহারা কহেন যে অশ্বের ভিন্নতার কারণ মনুষ্যের প্রতিপালন এবং আবাসের প্রকৃত লক্ষণ। জীব মাত্রেই গৃহে পালিত হইলে নানাবর্ণের ও নানা-পরিমাণের হইয়া থাকে; বন্যাবস্থায় তাহাদের তাদৃশ প্রভেদ ঘটে না। তদ্দৃষ্টান্ত-স্বরূপে কপোত, বিড়াল, শূকর, মেষ, প্রভৃতি জীবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কপোত বন্যাবস্থায় গোলা পায়রা রূপে থাকে; তাহা গৃহে পালিত হইলে তাহা-হইতেই লক্কা, সেরাজ, মুক্ষি প্রভৃতি কপোত উৎপন্ন হয়। বনবিড়াল সকলই একবর্ণ, অথচ গৃহ-পালিত হইলে তাহাদের শ্বেত কৃষ্ণ পীতাদি কত প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। শূকর ও মেষও বন্যাবস্থায় এক-প্রকার হইয়া থাকে, এবং গৃহে পালিত হইলে পৃথক্‌ হয়। দেশের প্রাকৃতাবস্থাভেদেও এই রূপ বিভিন্নতা হইয়া থাকে; পশু শীতপ্রধান দেশে যে প্রকার থাকে

গ্রীষ্ম-দেশে আইলে তাদৃশ সম্ভবে না; অবশ্যই তাহারা লোম, দৈর্ঘ্য, বল, পুষ্টি প্রভৃতি লক্ষণে পৃথক্ হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে পৈতৃক লক্ষণ পুত্রে প্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং দৈবাৎ কোন কারণে পার্থক্য উৎপন্ন হইলে পৈতৃক-ধর্ম্মানুরোধে তাহা ক্রমশঃ ঐ পশুর সমস্ত বংশের সাধারণ লক্ষণ হইয়া উঠে। এই প্রকারে কোন এক জাতিস্থ কতকগুলী পশুর কোন পৃথক লক্ষণ হইলে সেই লক্ষণকে বংশসম্বন্ধীয় এবং ঐ পশুদলকে পৃথক্-বংশীয় বলা যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হই-য়াছে যে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা সমস্ত অশ্বকে এক-জাতীয় কহেন, সুতরাং পৃথক২ অশ্বের বিভিন্ন লক্ষণসকল তাহা-দের স্বস্ববংশ-লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু এবি-ষয়ে উত্তম মীমাংসা এপর্য্যন্ত হয় নাই। অদ্যাপি কেহ প্রকৃত বন্য অশ্ব দেখেন নাই; যে সকল বন্য অশ্ব অধুনা বর্ত্তমান আছে তাহা গৃহপালিত অশ্বের অপত্য, সুতরাং তাহাদের লক্ষণ-ভেদ-দৃষ্টে আদিমাকারানুক্রমে প্রকৃত বন্য অশ্বের পরস্পর স্বাতন্ত্র্য আছে কি না তাহা নিরূপিত করা যায় না; এবং তাহা না হইলে বর্ত্তমান অশ্বসকলের বিভিন্নতার কারণ স্বতন্ত্র২ জাতি বা বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বলা দুষ্কর।

সে যাহা হউক অধুনা যে ভিন্ন২ প্রকার অশ্বের বি-ভিন্ন গুণ আছে এবং তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে ভিন্ন২ বংশে প্রভেদ করা আবশ্যক, তাহা প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, এবং তদনুসারে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা অশ্বের অনেক বংশ নিরূপিত করিয়াছেন। ঐ সকলের মধ্যে আরবা দে-শীয় অশ্ব সর্ব্বপ্রধান; তাহার সদৃশ মনোহর, সুন্দর,

বেগবান্, শ্রম-সহন-ক্ষম, অল্পাহারী, শৌর্য্য বীর্য্য ও বুদ্ধিসম্পন্ন সদশ্ব আর কুত্রাপি নাই। তাহার প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, এবং আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রে যে মেঘবর্ণ বাহ্লীক অশ্বের উল্লেখ আছে তাহা, বোধ হয়, তারবাই হইবে। বাহ্লীক দেশের আধুনিক নাম বল্খ; তাহা পারস্য-দেশের উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত। তথায় ইরানী নামে প্রসিদ্ধ অশ্বই বিখ্যাত আছে, কিন্তু বাহ্লীকাশ্বের লক্ষণপাঠে তাহাকে আরব্য বলিতে অভিরুচি হয়।

আরব্য অশ্ব অতি উচ্চ হয় না। চারি অঙ্গুল পরিমিত মুষ্টিদ্বারা অশ্বের পুরঃপদ হইতে স্কন্ধসন্ধি পর্য্যন্ত উর্দ্ধতা মাপিয়া অশ্বের উচ্চতা নিরূপণ হয়, ইংরাজীতে ঐ মুষ্টিকে "হেণ্ড" নামে কহে। ঐ নিয়মে কোন অশ্ব দ্বাদশ মুষ্টি উচ্চ বলিলে এই বোধ হইবে যে সেই অশ্বের পুরঃপদ হইতে স্কন্ধমূলের যেখানে কেশর শেষ হয়, সেই পর্য্যন্ত মাপিলে দ্বাদশ মুষ্টি হইবে। ঐ মুষ্টির পরিমাণ চারিঅঙ্গুল, সুতরাং ঐ অশ্ব ৪৮ অঙ্গুল বা ৪ পাদ (ফুট) উচ্চ। এই পরিমাণানুসারে আরব্য অশ্ব ১৪ বা ১৪॥ মুষ্টি উচ্চ হইয়া থাকে, কদাপি ১৫ মুষ্টির অধিক হয় না। আরবেরা তাহাদের প্রিয় অশ্বের বংশের পূর্ব্বাপর বিবরণ লিখিয়া রাখে, ও প্রত্যেক উত্তম অশ্ব কাহার পুত্র কাহার পৌত্র কাহার প্রপৌত্র ইত্যাদি পূর্ব্বং জনক-দিগের কুলজী বলিয়া থাকে। এই প্রকারে কোনং সদশ্বের পঞ্চাশ বা ষাটি পিতৃপিতামহাদির নাম পাওয়া যাইতে পারে। অপর সঙ্করত্ব নিবারণের নিমিত্ত আরবেরা এতাদৃশ

সাবধান যে বরং অনেক কুলীন মনুষ্যের নিঃসঙ্করত্বের প্রতি সন্দেহ হইতে পারে: কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ আরব্য অশ্বের কুলজীতে সন্দেহ হয় না। ঐ সকল কুলের মধ্যে নজ্‌দী, গেলক, সিকলাবী, মেকুকী, সাবী, জেদী, মোনাকী এবং শাহদী কুল বিখ্যাত, এবং তন্মধ্যে নজ্‌দী-কুলই সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ। এই আরব্য অশ্বের বংশে তাতার-দেশীয় তুরকী, ইরান-দেশীয় ইরানী, কুর্দ্দিস্তান-দেশীয় কুর্দ্দী, বার্ব্বরী ও মোরক্কো দেশীয় বার্ব্ব, ও কাবুল-দেশীয় কাবুলী অশ্ব নিনীত হয়: কিন্তু তাহারা কেহই আরব্য নজ্‌দীর তুল্য নহে। যুদ্ধের নিমিত্ত সাহসে ইরানী অশ্ব প্রসিদ্ধ, এবং বার্ব্ব জবাশ্বের প্রধান। ইহা-দিগের এক কুল "শর্ব উরুবীচ" অর্থাৎ বায়ুভুক্ অর্থাৎ বায়ুভক্ষণ করিয়া বায়ুসদৃশ বেগবান্ বলিয়া প্র-সিদ্ধ। আরব্য অশ্বহইতে ইহারা পাতলা, লম্বা এবং উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ শুক্ল-কৃষ্ণ মিশ্রিতই অধিক। ইহাদের অবয়ব দেখিতে অতীব সুন্দর, এবং প্রকৃতি কোমল এবং বশ্য। মিসর-দেশের দক্ষিণে ডোঙ্গোলা-প্রদেশে ডোঙ্গোলা নামক এক বংশীয় অশ্ব আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ নহে।

ইউরোপ খণ্ডে অনেক বংশ অশ্ব আছে, তন্মধ্যে ইংরাজী শকটাশ্ব স্পেনদেশীয় জেনেট নামক অশ্ব, হঙ্গেরী দেশীয় অক্রেন্ অশ্ব, এবং নর্মাণ্ডীদেশীয় অশ্ব বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা সকলেই অতি স্থূল-কায় প্রচুর বলবিশিষ্ট, এবং ১৬ বা ১৭ মুষ্টি উচ্চ: কিন্তু অক্রেন ভিন্ন ইহারা কেহই আরব্যের তুল্য সুন্দর বা বেগবান্ নহে। ঐ গুণলাভের নিমিত্ত ইদানী-

তন ইংরাজেরা আরব্য পিতা ও ইংরাজী শকটাশ্বী মাতায় এক প্রকার সঙ্কর উৎপাদন করিয়াছেন; তাহা- হইতে ইদানীন্তনের শিকারী ও ঘোড়দৌড়ের অশ্ব উৎ- পন্ন হইয়াছে। ঘোড়দৌড়ের অশ্ব দৃষ্টে পাঠকবৃন্দ জ্ঞাত হইবেন, যে উক্ত সঙ্করত্বে ইংরাজী অশ্বের স্থূল কায়ত্ব নষ্ট হইয়া অতিসুন্দর অশ্ব উৎপন্ন হই- য়াছে, অথচ মাতৃবংশীয় দীর্ঘতা ও বলের হানি হয় নাই; প্রত্যুত আরবের বেগ ও ইংরাজির বল মিলিত হইয়াছে ঐ অশ্বেরা অদ্বিতীয় বেগবান হইয়াছে; তাহা- দের সহিত অন্য কোন অশ্বের তুলনা হয় না।

এই সঙ্করবংশীয় "ফ্লাইং চাইল্ডার্স" নামক এক অশ্ব এক মিনিট-কাল-মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া- ছিল। সেই বেগ যে কি পর্য্যন্ত তাহা অনুভব করিবার নিমিত্ত ইহাই বলা যথেষ্ট যে এক মিনিটে অর্দ্ধ ক্রোশ ভ্রমণ করিতে প্রতি সেকেণ্ডে ৮৮ ফিট পথ ভ্রমণ করিতে হয়, সুতরাং সে প্রতি নিমিষে ৮৮ হস্ত পরিমিত স্থান গমন করিয়াছিল। ইংরাজী শিকারী অশ্ব ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ন্যায় বেগবান্ নহে; কিন্তু সুদৃঢ় কায় তাহাদিগকে আশ্চর্য্য শ্রমসহিষ্ণু করি- য়াছে। বিলাতের শেটলণ্ড দ্বীপে একপ্রকার টাট্টু আছে, তাহারা অত্যন্ত লোমশ, বলবান্ এবং সুন্দর; কিন্তু তাহারা আমাদিগের বর্ম্মা টাট্টুর তুল্য নহে; কেবল বালকদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত তাহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত স্থানে কএক প্রকার অশ্ব আছে, তাহারা অনেক বিষয়ে প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাহারা

কেহই আরব্য বা অন্য উৎকৃষ্ট অশ্বের তুল্য নহে। ব্রহ্মদেশের বর্ম্মা টাটু সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। চীন, জাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানেও তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতে "ঘুন্টি" নামা এক প্রকার টাটু আছে; তাহারা বলিষ্ঠ এবং অস্খলপাদ; পর্ব্বতভ্রমণে কখন তাহাদের পাদ স্খলিত হয় না। তিব্বত অঞ্চলে এক প্রকার টাটুর সদৃশ, কিন্তু টাটুহইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ, অশ্ব আছে; তাহা "টাঙ্গন" নামে খ্যাত। তজ্জাতীয় অনেকের দেহের অধিকাংশ কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ হয়, কেবল মধ্যভাগের কিয়দংশে অনিয়মে বিস্তৃত শ্বেত বর্ণ দেখা যায়। এই মিশ্রিত বর্ণকে "আবলক" শব্দে কহে। এই অশ্বেরা অত্যন্ত শ্রম-সহন-ক্ষম এবং অল্পাহারী, কিন্তু দেখিতে সুন্দর নহে। দেশীয় টাটুও সেই রূপ; কিন্তু টাঙ্গনহইতে অধম। কেবল পাটনা অঞ্চলে যে টাটু হইয়া থাকে তাহাদের অনেকে "তুর্কী" নামক অশ্বের ঔরস জাত, এই প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ, তুর্ক। এই টাটুহইতে পৃথক ও উচ্চ, অথচ তদ্রূপাকার, অশ্বই এতদ্দেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ঐ দেশীয় অশ্বীর গর্ভে ইরান-দেশীয় "তাজীর" শাবক হইলে তাহাকে "জঙ্গল তাজী" কহে। ঐ অশ্ব উত্তম হইয়া থাকে; কিন্তু সম্প্রতি এতদ্দেশে তাহার হ্রাস হইয়া আসিতেছে। পঞ্জাব-প্রদেশে এই প্রকার বর্ণসঙ্কর আছে, তাহা জঙ্গল-তাজী-হইতে বৃহৎ ও বলবান্। রাজবারাদেশে ইহার পরিবর্ত্তে অপর এক বর্ণসঙ্কর আছে, তাহা ইরাণ তাজী পিতা ও বোখারা-দেশীয়া মাতায় উৎপন্ন হয়; তাহার নাম "মর্জ্জিনিস্।" যুদ্ধার্থে তাহা অতীব প্রসিদ্ধ বলিয়া

রাজপুত্র জাতির মধ্যে তাহার অত্যন্ত সমাদর আছে। তাহার স্বভাব সরল, অস্থি স্থূল এবং দৃঢ়, বল প্রচুর, দাঁত অপর্য্যাপ্ত এবং শ্বাস দীর্ঘস্থায়ী। তাহাদিগের সামান্য মূল্য ৩—৪ সহস্র মুদ্রা। এই অশ্বদিগের এক কুলের নাম "রাজদাড়া," তাহা পোখর হ্রদের নিকট উৎপন্ন হয়। এইরূপ এক সঙ্কর-বংশ কচ্ছ-প্রদেশে আছে, তদ্বংশীয়েরা 'কচ্ছী' বা "কাঠিওয়ার" নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা দেখিতে সুন্দর, কিন্তু মঙ্গিনিদের ন্যায় বহুমূল্য নহে। তাহাদের পৃষ্ঠদেশ সরল না হইয়া ঊঁটের ন্যায় বক্র হইয়া থাকে। তাহারা প্রায় "সবজা" অথবা "সমন্দ" কদাপি অরুণ বর্ণের হইয়া থাকে।

দক্ষিণ-প্রদেশে দেশীয় অশ্বীর গর্ভে আরব শিশুর যে শাবক উৎপন্ন হয়, তাহারা "দক্ষিণী" নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা দেখিতে কৃশ লম্বা এবং সৌন্দর্য্যবিহীন; কিন্তু অল্পাহারী, অত্যন্ত দৃঢ়, এবং যৎপরোনাস্তি শ্রম-সহন-ক্ষম। শেষোক্তগুণ তাহাদের যাদৃশ আছে এমত অন্য কোন দেশীয় অশ্বের নাই। মহারাষ্ট্র-যোদ্ধারা এই অশ্বের সাহায্যে ২০। ৩০। ৪০। ক্রোশ পথ প্রত্যহ পর্য্যটন করিয়া থাকে। বর্গীর হাঙ্গামা সকলেই শ্রুত আছেন, তাহাদের দক্ষিণী অশ্বই তাঁহাদের খ্যাতির কারণ, তদভাবে তাহারা কিছুই করিতে পারিত না। এই দক্ষিণীর মধ্যে যে সকল অশ্ব ভিমরা নদীর নিকট প্রতিপালিত হয় তাহারা "ভিমরা" নামে খ্যাত, এবং অপর সকল দক্ষিণী অশ্ব হইতে শ্রেষ্ঠ। দক্ষিণীর মধ্যে মকুন্দামী, চন্দামী ও নাগপুরী অশ্ব নির্ণীত হয়। হাপর,

বুকসার প্রভৃতি স্থানে সৈন্যদিগের বাহনারোপযোগী একপ্রকার বর্ণসঙ্কর অশ্ব উৎপাদিত হইয়া থাকে। তদর্থে দেশীয় বা দক্ষিণী মাতা ও বিলাতি বা আরবা পিতার নিয়োগ হয়; তাহাদের অপত্য "হাফ্‌ব্রেড্" নামে খ্যাত। তাহারা দেখিতে অপর সকল দেশীয় অশ্ব-হইতে সুন্দর, এবং শকটাদির আকর্ষণার্থে বিশেষ উপযুক্ত। ঐ অশ্বের শ্রীবৃদ্ধিতে অধুনা জঙ্গলতাজী ও দাক্ষিণীর হ্রাস হইতেছে। এতদ্দেশে কেপ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে অনেক সদশ্ব আনীত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কোন স্বতন্ত্র বংশীয় নহে, তদ্দেশজাত বিলাতী অশ্বের শাবক মাত্র।

ক্ষুরবিশিষ্ট পশুদিগকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রথম যাহারা রোমন্থ করে অর্থাৎ জাওর কাটে; যথা গবাদি। দ্বিতীয়, যাহারা ভুক্ত বস্তু উদ্গীরণ করিয়া তাহা পুনশ্চর্ব্বণ করে না; যথা শূকরাদি। সংস্কৃত শাস্ত্রে শেষোক্ত শ্রেণীকে "স্থূলচর্ম্মা" শব্দে কহে; এবং ঐ শ্রেণী গণদ্বয়ে বিভক্তা হয়। এই গণদ্বয়ের প্রথম গণেতে ঐ সকল পশুকে নির্ণয় করা যায় যাহাদের ক্ষুর অখণ্ড থাকে; দ্বিতীয়গণস্থ পশুদিগের ক্ষুর দুই, তিন কিম্বা চারি খণ্ডে বিভক্ত হয়; এবং তৃতীয় গণ-নির্ণীত পশুরা শুণ্ডবিশিষ্ট। এক সফ-বিশিষ্ট পশুদিগের বিবরণ আমরা অশ্বোল্লেখে বিবৃত করিয়াছি, এইক্ষণে স্থূলচর্ম্মা শ্রেণীস্থ দ্বিতীয় গণের খড়্গিজাতীয় পশুদিগের বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইলাম।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে খড়্গ পশু পঞ্চনখিমধ্যে গণ্য; কিন্তু বনস্থ খড়্গ যে একপ্রকার

গণ্ডার ইহা বোধ হইতেছে না, কারণ গণ্ডারের প্রতিপদে তিনমাত্র খুর থাকে, এবং এই ভারতবর্ষে অনায়াস-প্রাপ্য পশুর লক্ষণ অজ্ঞাত থাকিয়া ভগবান মনু তাহাকে পঞ্চনখিমধ্যে গণ্য করিবেন ইহা সম্ভব যোগ্য নহে। পরন্তু খড়্গবিশিষ্ট চতুষ্পাদ পশু গণ্ডার ভিন্ন আর কিছু প্রচার নাই, অতএব খড়্গ শব্দে মনু-দ্বারা যে কোন পশুকে উল্লেখ করা হউক, এইক্ষণে ঐ শব্দ গণ্ডারের পর্য্যায়ে প্রয়োগ হয়। গণ্ডারের বিশেষণ-জ্ঞাপক নামমধ্যে খড়্গী, গণ্ডক, খড়্গমৃগ, কোড়িমুখ, তুঙ্গমুখ, এবং বজ্রচর্ম্মা শব্দ-সকল প্রসিদ্ধ আছে।

ভারতবর্ষে গণ্ডারের বংশেক মাত্র প্রচার আছে, কিন্তু সুমাত্রা, জাবা এবং আফ্রিকা দেশে এই পশুর ছয় বংশ দৃষ্ট হইয়াছে। এই ছয় বংশকে দুই দলে বিভাগ করা যায়। প্রথম, যাহাদের নাসাগ্রে এক খড়্গ হয়; দ্বিতীয়, যাহাদের নাসাগ্রে দুই খড়্গ হয়। এই নিয়মানুসারে ভারতবর্ষীয় গণ্ডার প্রথম দলে গণ্য হইবেক।

গণ্ডার মাত্রেরই চর্ম্ম স্থূল। পরন্তু ভারতবর্ষের খড়্গির চর্ম্ম এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষায় প্রসিদ্ধ; ঐ চর্ম্ম গণ্ড বিশিষ্ট অর্থাৎ চর্ম্মোপরি কড়া পড়িলে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ। বন্দুকে সীশক নির্ম্মিত গুলি পুরিয়া এতদ্দেশীয় খড়্গীকে আঘাত করিলে তাহার চর্ম্ম ক্ষত হয় না; বরং ঐ গুলিই কিঞ্চিৎ চেপ্টা হইয়া অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই স্থূল চর্ম্ম স্বাভাবিক অতি দৃঢ়, এবং স্থানেং বিশেষ স্কন্ধোপরি এবং বাহু এবং জঙ্ঘার

ঊর্দ্ধভাগে দ্বিভাঁজকৃত হওয়াতে সাধারণ অস্ত্রদ্বারা প্রায় অভেদ্য হইয়াছে। এই ভাঁজ আফ্রিকাখণ্ডের খড়্গিদিগের অঙ্গে নাই। তাহাদের চর্ম্ম স্থূল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সরল, কুত্রাপি ভাঁজবিশিষ্ট হয় না। তাহাদের দন্তও ভারতবর্ষীয় খড়্গির সদৃশ নহে। শেষোক্ত পশুর মুখমধ্যে ২৮ চর্ব্বণ দন্ত এবং প্রতি মাড়িতে ২টা ছেদন দন্ত হয়; সুমাত্রা এবং জাবাদ্বীপস্থ খড়্গির প্রতি মাড়িতে পূর্ব্বোক্ত ২টা ছেদন-দন্তের উভয় পার্শ্বে অপর ২টা ক্ষুদ্র২ ছেদন-দন্ত হয়; কিন্তু আফ্রিকাদেশস্থ পশুর ছেদন-দন্ত মাত্র নাই, কেবল ২৮ চর্ব্বণ-দন্ত।

ইংরাজি ১৮১৫ অব্দে একটা এতদ্দেশীয় গণ্ডারশাবক বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার স্বভাব দৃষ্টে শ্রীযুক্ত কুবিয়র সাহেব লেখেন যে "ঐ পশু প্রায় সর্ব্বদা ধীর স্বভাবে তাহার রক্ষকের আজ্ঞাসহ হইয়া থাকিত; কিন্তু একং সময়ে আপন বন্ধন মোচনার্থে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া তাহার পিঞ্জর ভগ্ন করিতে প্রবর্ত্ত হইত। সে সময়ে সকলেই তাহার নিকটহইতে পলায়ন করাই শ্রেয় মানিতেন, কিন্তু ফল মূলাদি খাদ্যদ্রব্য তৎসময়ে তাহাকে দিলে অনায়াসে তাহার কোপ সম্বরণ হইত। তাহার প্রতি অনুগ্রহান্বিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র সে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক জিহ্বা বিস্তার করত ভোজ্য বস্তুর প্রত্যাশা জানাইত, এবং ইহাতে বোধ হয় যে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সবল ছিল; কিন্তু তাহার দুর্জ্জয় বলের ভয়ে তাহাকে এমত দৃঢ় এবং ক্ষুদ্র পিঞ্জরে রাখা হই-

য়াছিল যে তন্মধ্যে তাহার বুদ্ধির সীমা নির্ণয় করা হয় না। ইহার বর্ণ ইন্দুরভস্মবর্ণাক্ত পাটল, কিন্তু ইহার শরীর সর্ব্বদা কর্দ্দমে ধূসর থাকায় তদ্বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয়। ইহার কর্ণদ্বয়াগ্র এবং লাঙ্গুলাগ্রে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ স্থূল কেশ আছে; তদ্ভিন্ন কেশ কদাচিৎ ইহার শরীরের অপরাপর স্থানেও দৃষ্ট হয়। ইহাদির চর্ম্ম স্থূল ও কাঠিন্যবিশিষ্ট হওয়াতে তাহাদের স্পর্শেন্দ্রিয় অতি দুর্ব্বল হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্য ইন্দ্রিয় সকল যথেষ্ট বলবান। ভোজনকালে সুস্বাদু ও কুস্বাদু বস্তুর নির্ণয়ে ইহার কোন ক্লেশ হয় না, অনায়াসে কটু দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিষ্ট দ্রব্য অগ্রে গ্রহণ করে। ভারতবর্ষীয় গণ্ডারের বল এমত প্রবল যে ইহার পদাঘাতে অপারক কথা হস্তীও তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পাতিত হয়। ইহাদের স্বভাব-স্বভাবে ভীত হইয়া কোন পশু ইহাদের নিকটস্থ হয় না, এমন কি সিংহ পর্য্যন্ত পলায়ন পরায়ণ হইয়া আপন সম্মানে রক্ষা করেন। তৃণ, মূল ও বৃক্ষশাখা সকল গণ্ডারের খাদ্য বস্তু, এবং পার্ব্বতীয় উষ্ণদেশ সকলের জলবিশিষ্ট স্থান ইহাদের বিশ্রাম স্থান। ইহাদের পরিমাণ ৫, ৬ হস্ত অবধি ৬ হস্ত উচ্চ, এবং ৮।৯ হস্ত দীর্ঘ।

জাবা এবং সুমাত্রাদ্বীপস্থ গণ্ডারদিগের শৃঙ্গবিষয়ক ভেদ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; অধিকন্তু, ইহাদের চর্ম্ম ভারতবর্ষীয় গণ্ডকের চর্ম্মের তুল্য স্থূল ও ভাঁজবিশিষ্ট নহে। সুমাত্রা দেশজ গণ্ডকের নাসিকাগ্রে অপর দুই খড়্গ হয়।

আফ্রিকা দেশেও এক প্রকার গণ্ডক আছে। তাহা-

দের প্রত্যেকের দ্বিং খড়্গ হয়; এবং ঐ খড়্গ ভারতবর্ষীয় গণ্ডকের খড়্গহইতে বৃহৎ; তাহাদের চর্ম্ম সরল এবং ভাঁজহীন; এবং শরীর বৃহৎ শূকরাকার। আফ্রিকা দেশস্থ “কেটলোয়া” নামক গণ্ডকের আকৃতি বড়ই প্রকাণ্ড। ঐ কেটলোয়া গণ্ডক দুই সম-দীর্ঘ খড়্গবিশিষ্ট, এবং সর্ব্বাপেক্ষায় ভয়ানক এবং বলিষ্ঠ। ইহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম এবং ক্রোশাধিক দূরহইতে ইহারা ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারা শত্রুর আগমন জানিতে পারে। এই কারণ এতৎ পশু মৃগয়াকারিরা ইহাদিগকে আক্রমণ কালে বায়ুর গতির বৈপরীত্যে অতি সাবধানে গমন করে, যাহাতে বায়ুদ্বারা তাহাদের শরীরের গন্ধ গণ্ডকের বিপক্ষ-দিকে চালিত হয়। শিকারিরা হঠাৎ এই গণ্ডকের নিকটে আইলে ঐ পশু পলায়ন না করিয়া শত্রুর প্রতি ধাবমান হয়; এবং তাহাকে বিনাশ না করিয়া নিরস্ত হয় না; কিন্তু ইহাদের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র, একারণ ইহাদের দৃষ্টি পার্শ্বে বিস্তার হয় না, এবং স্থূলকায় প্রযুক্ত অতি বেগে ধাবনকালে পার্শ্বে অনায়াসে ফিরিতে পারে না; অতএব শিকারিরা ঐ গণ্ডকদ্বারা আক্রমিত হইলে হঠাৎ এক পার্শ্বে গমন করিয়া ঐ গণ্ডক ফিরিবার পূর্ব্বেই আপন বন্দুকে বারুদ পূর্ণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে প্রস্তুত হয়।

মহিষাদির শৃঙ্গ যে প্রকার বস্তুদ্বারা রচিত, গণ্ডকের খড়্গ তদ্রূপ বস্তুদ্বারা গঠিত নহে; কতকগুলি দৃঢ় কেশ নির্ম্মিত স্থূল পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়। এই খড়্গ অতি শুদ্ধ এই খ্যাতি আছে; এবং তন্নির্ম্মিত পান ও তর্পণের পাত্র তদ্হেতুক এতদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

চতুষ্পদ বিষয়ক প্রশ্নাবলী

মানবাকৃতির সহিত চতুষ্পদদিগের কোন সাদৃশ্য আছে কি না।

ভিন্ন২ চতুষ্পদদিগের ভিন্ন২ আকার মস্তক হয় কেন।

মাংসভুক এবং তৃণভুক পশুদিগের দন্ত এক প্রকার কি না।

এই প্রভেদের কারণ কি।

চতুষ্পদদিগের পাদবিষয়ে কোন বৈলক্ষণ্য আছে কি না।

যদি থাকে তাহা কি প্রকার।

চতুষ্পদদিগের পাকস্থলী বিবিধপ্রকার হয় কেন।

তৃণাদপশুগণ মস্তক অবনত করিয়া বহুক্ষণ থাকে তথাপি তাহাদের গলদেশে বা মস্তকে কোন বেদনা হয় না কেন।

তৃণাদ এবং মাংসাদ পশুদিগের পাকাশয়ে প্রভেদ কি।

তৃণভুক পশুগণ যেমন দিবাভাগে সঞ্চরণ করে মাংসভুকদিগের ন্যায় রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায় না কেন।

মাংসাদ পশু দলবদ্ধ হইয়া চরিয়া বেড়ায় শৃগালবিড়ালাদির নিমিত্ত তাহারা কি উপায় অবলম্বন করে।

মৃগাদির মাংস ভক্ষণ করা হিংস্রপশুদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয় কি না।

গৃহপালিত ও বন্যপশুদিগের আকার বর্ণ ও চরিত্রের প্রভেদ কি।

দেশভেদে উহাদিগের বর্ণাদির কিরূপ বিভেদ হয়।

দেশভেদে বন্যপশুগণ যে ভিন্ন২ আকৃতি হয় তাহার প্রমাণ কি

সিয়াগোস কি প্রকার পশু।

সিয়াগোসের বিষয়ে লোকে কি আশ্চর্য্য কথা বলে।

সিয়াগোশ যে অত্যন্ত সাহসী তাহার প্রমাণ কি

ব্যাঘ্রের স্বভাবের সিয়াগোসের কোন সাদৃশ্য আছে কি না।

উহাদের চর্ম্ম এবং লোমে কোন উপকার হয় কি না

টেপির কি প্রকার পশু।

তাহার জন্মস্থান কোথায়।

টেপির এবং শূকর পশুতে প্রভেদ কি।

ব্যাঘ্র হইতে টেপির যে অতীব বলবান পশু তাহার প্রমাণ কি।

ব্যাঘ্রের খাদ্যে এবং টেপিরের খাদ্যে কোন বিশেষ আছে কি না। টেপির পশুতে আমেরিকা দেশীয় লোকদিগের কি উপকার হয়।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা চতুষ্কর পশু কাহাকে বলেন, এবং কেনই বা বলেন। চতুষ্করদিগকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কয় দলে বিভক্ত করিয়াছেন তাহার লক্ষণ কি।

লিমুর কিপ্রকার পশু।

তাহাদের বাসস্থান কোথায় ইহাদের স্বভাবাদি কিরূপ।

বিড়ালের সহিত কোন্২ বিষয়ে লিমুরের সৌসাদৃশ্য আছে।

শীত নিবারণের নিমিত্ত তাহারা কি আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করে।

কোন্ দেশীয় পশু হইতে আমরা আলপাকা বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

আলপাকা ও গরদ ইহার মধ্যে কোন বস্ত্র মনুষ্যের পক্ষে সুলভ। কারণ কি।

লামা কিপ্রকার পশু।

কোন্ জাতিভুক্ত উষ্ট্রের সহিত কোন্২ বিষয়ে ইহার সৌসাদৃশ্য আছে, এবং কোন্ বিষয়ে নাই।

লামাদিগের জীবন ধারণের উপায় কিরূপ।

মলত্যাগ বিষয়ে লামাদিগের কি চমৎকারিতা আছে।

আমেরিকা দেশীয় লোকেরা লামা বধ করণার্থ কি উপায় অবলম্বন করে।

পুষিলে লামারা মনুষ্যের পোষিত হয় কি না।

লামাদ্বারা চিলিদেশীয় লোকদিগের কি উপকার হয়।

নকুল কিপ্রকার পশু, কোন্ শ্রেণীভুক্ত।

নকুল এত নৃশংস পশু কেন।

নকুলজাতীয় পশুর মধ্যে আর কোন পশু নির্ণীত হয় কি না।

ভোন্দড়ের স্বভাবাদি কিরূপ।

দুর্গন্ধ নকুল কোন্ দেশীয় পশু, তাহাদিগের চরিত্রে কি চমৎকারিতা আছে।

ইহাদিগের প্রধান খাদ্য কি।

সন্তান উৎপত্তির রীতি কি।

উহাদিগকে দুর্গন্ধ নকুল কেন বলে।

দুর্গন্ধ যে তাহাদের গাত্রে আছে তাহার প্রমাণ কি।

কোন্ দেশীয় লোকেরা দুর্গন্ধ নকুলের মাংস খায়।

আর কোন নকুল ইহাদিগের ন্যায় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় কি না।

রোমন্থক পশু কাহাকে বলে।

রোমন্থক শব্দ কেন তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা যায়।

কি অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর ইহাদিগকে রোমন্থক করিয়াছেন।

মাংসভুক এবং রোমন্থক ইহার মধ্যে কোন পশু মনুষ্যজাতির বিশেষ উপকার করে। কারণ কি।

রোমন্থক পশুরা এত শান্তস্বভাব কেন।

ইহাদিগের প্রধান খাদ্য কি।

কি কারণে ইহারা ব্যাঘ্রাদি মাংসাদ পশু অপেক্ষা অল্প চতুর হয়।

তৃণাদ পশুরা কি কারণে অধিক ভোজন করে।

মাংসাদ পশু অপেক্ষা তৃণাদ জন্তুদিগের পাকস্থলী অনেক হয় কেন।

দণ্ডায়মান হওন বিষয়ে গো এবং অশ্ব এই উভয় পশুর মধ্যে প্রভেদ হয় কি না।

তৃণাদ পশুগণের চারিটি জঠরের নাম এবং তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষং কার্য্যের কথা বল।

দন্তবিষয়ে রোমন্থক জন্তুগণের বিশেষ লক্ষণ কি।

রোমন্থক জন্তুদের শ্বদন্ত আছে কি না।

শৃঙ্গ বিষয়ে রোমন্থক দিগের কোন প্রভেদ আছে কি না, যদি থাকে তাহা কিরূপ।

রোমন্থক দিগের মধ্যে উষ্ট্র কোন্ শ্রেণীভুক্ত এবং কোন দেশীয়।

কস্তূরীয়ক মৃগের জন্ম স্থান কোথায়।

তাহা কি প্রকার।

এই মৃগবিষয়ে কিং চমৎকারিতা আছে।

ভুবনবিখ্যাত কস্তূরী কি প্রকার বস্তু, তাহার বিষয় তোমরা কি বলিতে পার।

স্প্রিংবক কি প্রকার পশু, ইহার জন্মস্থান কোথায়।

এই পশুবিষয়ে কিং চমৎকারিতা আছে।

শিকারী লোকেরা স্প্রিংবককে হঠাৎ শিকার করিতে পারে না কেন।

জিরাফা কোন দেশজাত পশু।

ইংরাজেরা কেন ইহাকে কামেল লেপার্ড বহে।

উষ্ট্র এবং জিরাফার পদতল ও উদরে কি বিশেষ প্রভেদ আছে।

শৃঙ্গবিষয়ে জিরাফার কি অসাধারণ লক্ষণ আছে।
জিরাফার জিহ্বা ও চক্ষুতে কি চমৎকারিতা আছে।
তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে জিরাফাদের অত্যন্ত ক্লেশ হয় কেন।
রোমন্থক পশুদের মধ্যে কাস্ত্রী টাকীন কোন্ শ্রেণীভুক্ত এবং তাহা কি প্রকার।
টাকীনের জন্মভূমি কোথায়।
তথায় তাহারা কি প্রকারে জীবন ধারণ করে।
ছাগবিষয়ে পূর্ব্বকালীন রাজারা কি করিয়াছেন।
সুরিয়া জাতীয় ছাগ কিপ্রকার।
এতদ্দেশীয় ছাগের সহিত তুলনায় তাহাদের বিশেষ প্রভেদ কি।
এই ছাগবিষয়ে কিং আশ্চর্য্য কথা বলিতে পার।
ছাগ জন্তু যে আশু শিক্ষণীয় ও সুচতুর তাহার প্রমাণ কি।
আইবেক্‌স ছাগ কিপ্রকার, ও তাহার বিষয়ে তোমরা কিং বলিতে পার।
ছাগমাত্রে যে পর্ব্বত-প্রিয় তাহার বিশেষ প্রমাণ কি।
রোমন্থকগণের অষ্টম শ্রেণীতে কোন্ পশু নির্ণীত হয়।
গো জন্তু যে মনুষ্যজাতির বিশেষোপকারক তাহার প্রমাণ কি।
গোজাতির মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, যদি থাকে তাহা কিরূপ।
ইংলণ্ড এবং এতদ্দেশীয় গোতে কিং বিশেষ প্রভেদ আছে।
ইংলণ্ডদেশীয় গো যে বহুমূল্যে বিক্রয় হয় তাহার প্রমাণ কি।
সকল দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডদেশীয় গোর যে এত উৎকর্ষ হইয়াছে তাহার কারণ কি।
ভারতবর্ষীয় গোর মধ্যে কোন্ দেশীয় গো সর্ব্বপ্রধান।
ভারতবর্ষীয় বন্য গোকে কি বলা যায়।
গৌরের বিশেষ লক্ষণ কি।
চামরি গো কোন্ দেশজাত এবং কিপ্রকার।
এই গোর বিষয়ে কিং চমৎকারিতা আছে।
হরিণাদি শ্রেণীকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথকং বর্ণন কর।
অশ্ব কিপ্রকার জন্তু, ইহার বিষয়ে কিং আশ্চর্য্য কথা বলিতে পার।
কোন্ বিষয়ে অশ্বের স্বভাব হরিণের তুল্য হয়।
অশ্বজাতি আপন স্বামীকে যে অত্যন্ত ভাল বাসে তাহার

কয়েকটি প্রমাণ বল।

অশ্বজন্তু উত্তমাবস্থায় রাখিলে কতকাল বাঁচিতে পারে।

কিং লক্ষণদ্বারা উত্তম এবং অধম অশ্ব চিনিতে পারা যায়।

অশ্বদিগের বর্ণ ও উচ্চতা সর্ব্বত্র তুল্য হয় কি না।

ইউরোপ ও আসিয়াখণ্ডের অশ্বমধ্যে কোন্ অশ্ব প্রধান।

অশ্বজন্তু যে অতিবেগে যায় তাহার প্রমাণ কি।

গণ্ডার কিপ্রকার পশু, তাহার বিষয় তোমরা কি জান।

দ্বিপুরোদন্তী পশু।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা তৃণজীবী পশুদিগের দন্তের সঙ্খ্যা ও অবয়ব দৃষ্টে তাহাদিগের ভেদ নিরূপণ করেন। সেই নিয়মানুসারে ইন্দুর কাঠবিড়াল শশক বিবর বাইসর এইএই গিনিপিগ প্রভৃতি কয়েক পশু এক বর্গে নিরূপিত হয়, কারণ ঐ সকল জন্তুর প্রত্যেক মাড়ীর পুরোভাগে দুইং টি করিয়া দন্ত থাকে, এই জন্য ইহাদিগকে দ্বিপুরোদন্তী বলা যায়। দ্বিপুরোদন্তী পশুদিগের কেবল দন্তবিষয়ে সমতা আছে এমত নহে; তাহাদের অন্যান্য লক্ষণেও সৌসাদৃশ্য দেখা যায়: ইহারা স্বভাবতঃ শস্য ও ফলাহারী জীব, তবে যে ইহাদিগকে কখনং মাংস আহার করিতে দেখা যায়, সে তাহাদের সাধারণ লক্ষণ নহে। এই পশুদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই, ইহারা পশ্চাৎ পদে উপবেশন করিয়া পুরঃপদ সহকারে আহারাদি করিতে পারে। দ্বিপুরোদন্তী জীবদিগের মধ্যে ইন্দুরের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে বড়ই দৃষ্ট হয়, অতএব ইহাদিগের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তৃণ ও শস্যজীবী পশুমাত্র প্রায় শান্তস্বভাব ও অহিংস্র

হইয়া থাকে, কিন্তু ইন্দুরদিগের স্বভাবে তদ্বিপরীত লক্ষণ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ইহারা অতিশয় যুদ্ধপ্রিয়, রাক্ষসবৎ পরহিংসায় রত হইয়া থাকে। "প্রাচীরের আড়াল দুর্ব্বলদিগের প্রধান মঙ্গলের স্থান," এই যে একটি চলিত কথা অমরা সচরাচর ব্যবহার করি, ইন্দুরদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণবর্ণ ইন্দুর সকল, স্বভাবতঃ বড়ই দুর্ব্বল হয়, বলবান্ পিঙ্গলবর্ণ ইন্দুরের নিকট তাহারা কীটের তুল্য, এজন্য ঐ দুর্ব্বল ইন্দুরদিগকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, শত্রুভয়ে তাহারা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে; অনুজ্জ্বল ধূম্রবর্ণ ইন্দুরগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। লণ্ডননগরে ইন্দুর-হিংসক এক ব্যক্তি একবার কতকগুলী কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ ইন্দুর ধরিয়া একদিন রাত্রিকালে একটি পিঞ্জরে রাখিয়াছিল, প্রাতঃকালে ঐ সকল ইন্দুর আপন প্রভুর কুক্কুরের সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া ক্রীড়া করিবে, মনেং তাহার এই বাসনা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বদিকে দিবানাথ উদিত হইলে, ভৃত্য পিঞ্জরস্থিত ইন্দুর আনিতে গিয়া দেখে যে, তন্মধ্যে একটিও কৃষ্ণবর্ণ ইন্দুর নাই, তদ্দৃষ্টে সে সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইল, ও লৌহ-পিঞ্জরের স্থানেং রক্ত দেখিয়া স্থির করিল, যে, দুরন্ত পিঙ্গলবর্ণ ইন্দুরেরা স্বজাতীয় কৃষ্ণবর্ণদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে।

"সন্তানোৎপাদন করিয়া বংশবৃদ্ধি কর" ইন্দুরেরা এই প্রাকৃতিক নিয়মটি বিশেষ প্রতিপালন করে। সচরাচর বৎসরের মধ্যে তিন বার ইহাদিগের শাবক উৎপন্ন হয়, এবং প্রত্যেক বারে চৌদ্দ পনরটি শাবক

হইয়া থাকে। এই পনেরটির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন তাহারা যত্নপূর্ব্বক করে। ইংলণ্ডদেশ-নিবাসী গিবনস্‌নামক এক জন সাহেবের সময়েং ইন্দুর ধরিয়া প্রতিপালন করা বড়ই অভ্যাস ছিল। সে ব্যক্তি লিখিয়াছে, "যুগ্মচারী যে কএক ইন্দুর আমি প্রতিপালন করিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই দুই মাস অন্তর সন্তান প্রসব করিত, আর ঐ শাবকদিগের মধ্যে যাহারা স্ত্রী ইন্দুর, তাহারা চারি মাস বয়স্ক না হইতেং পুনর্ব্বার তাহাদের সন্তান হইত। ইন্দুর-জাতির বহুল সন্তানোৎপাদিকা শক্তির উল্লেখ করিয়া, শ সাহেব নামে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। "টাইনি নামে আমার একটি কুক্কুর ২৫২৬ ইন্দুর নষ্ট করিয়াছে, ঐ ইন্দুরদিগের সন্তানের প্রসবের কাল গণনা করাতে উপলব্ধ হইল, যে, উহারা যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে তিন বৎসরের পর তাহাদের ১৬৯,৩১,৯০,২০০ শাবক হইতে পারিত।

ইন্দুরেরা ক্ষুধার্ত্ত হইলে সম্মুখে যাহা পায় তাহাই দংশন করে, কখনং ক্ষুদ্র শিশুকে আক্রমণ করিয়া প্রাণ বধ করিয়া থাকে; ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ব্রিষ্টলনগরে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতেই ইহা সপ্রমাণ হইবে। একবার এক বালকের মাতা একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ আপন শিশু সন্তানের চীৎকারধ্বনি শুনিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দেখিল, একটা ইন্দুর তাহার পুত্রের দক্ষিণ নেত্র দংশন করিয়াছে, তাহাতে অশ্রুবারির ন্যায় অজস্র শোণিত তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইতেছে। নানাবিধ চেষ্টা করিয়া মাতা রক্ত বন্ধ করিতে

পারিল না, বহু রক্তপাত হওয়াতে বালকের প্রাণবিয়োগ হইল। বোধ হয়, ইন্দুরের তীক্ষ্ণ দন্ত বালকটির রক্ত-নাড়ী বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই রক্তস্রোত বন্ধ হইল না।

মনুষ্যমাত্রেই ইন্দুর জাতিকে ঘৃণা করিয়া থাকে, সুযোগ পাইলে তাহাদের প্রাণ বধ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না, উহাদিগের বহু শত্রু, অত্যল্প বন্ধু আছে; যেখানে দৃষ্ট হয় সেই স্থানেই উহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয়। মনুষ্য কুক্কুর বিড়াল পেচক প্রভৃতি ইহাদের শত্রুগণ ইহাদের প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করে না। নিরন্তর বিপক্ষবর্গের তাড়না ও অত্যাচার হেতু ইহারা এমনি সতর্ক থাকে, ও এমনি ধূর্ত্ততা ও বুদ্ধিসংস্কার প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের গতিবিধি নির্ব্বাহ করে, যে,তাহা দেখিয়া মানবদিগকে আশ্চর্য্যা-বিষ্ট হইতে হয়। ইন্দুরেরা যে ধূর্ত্ত ও চতুর তাহার অন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না। মনোযোগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ইন্দুরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-য়াছেন, তিনিই উহা বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন। যদ্যপিও মনুষ্যজাতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বল ইন্দু-রের প্রাণবিনাশে নিয়ত চেষ্টিত থাকে, তথাপি ইন্দুর মনুষ্যের উপকার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না, পথ ঘাট নরদামা পরিষ্কারক ধাঙ্গড়েরা যে কর্ম্ম করে, ইন্দুরেরা মানবদিগের সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। মনুষ্য-জাতির প্রতি ইহাদের এমনি আত্মীয়ভাব, যে তাহারা যে স্থানে থাকে, ইহারা সেই স্থানেই অবস্থিতি করে। বাসের অনুপযুক্ত অতি নির্জ্জন প্রান্তরমধ্যে থাকিলেও

উহারা সেখানে যায়। বাটীর বহির্ভাগে যে স্থানে লোকে জঞ্জালাদি ফেলিয়া দেয়, যে নরদামাতে বাটীর অপরিষ্কৃত জল আর কেন ভাত পচা ব্যঞ্জন ও মৎস্যাদি যাইয়া পড়ে, ইন্দুরেরা গোপনভাবে সেই স্থান অধিকার করে। আর যে সকল উচ্ছিষ্ট অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধ বস্তু, ভূম্যধিকারীর অহিতকারক তাহারা তাহাই ভক্ষণ করে! ঐ সকল কদর্য্য বস্তু যদি সে স্থানে পড়িয়া জীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তদ্দুর্গন্ধে গৃহস্বামীর সন্তান সন্ততির জ্বর ও উদরাময় প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে, কেবল ইন্দুর জন্তুর অপরিশ্রান্ত-যত্ন-সহকারে তাহা ঘটিতে পায় না, উহারা ঐ সকল কদর্য্য বস্তু পাইবামাত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

প্রসিদ্ধ নগরমাত্রেই অনেক গঞ্জ ও বাজারাদি থাকে, এক২ বাজারে মাংসবিক্রেতা কসাইয়ের প্রায় দুই তিনটি দোকান আছে। কশাইয়েরা অপ্রয়োজনীয় মেদ মাংস অস্থি নাড়ী ভুঁড়ি সকল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া কেবল উত্তম মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ নিক্ষিপ্ত কদর্য্য বস্তুসকল যদি ভূমিতে থাকিয়া পচিয়া যাইত, তাহা হইলে তদ্দুর্গন্ধে কেহ বাজারে তিষ্ঠিতে পারিত না, ভয়ানক সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া দোকানদার মাত্রেরই প্রাণ বিনষ্ট হইত। যদি বল, এ বিপদ্ তবে কি প্রকারে নিবারিত হয়, তাহার উত্তরে ইহাই উপলব্ধ হয় যে দুর্ব্বল ইন্দুরের দ্বারাই উহা নিবারিত হইয়া থাকে। মাংসবিক্রেতা কসাইদিগের দোকানের চতুষ্পার্শ্বে বহুসংখ্যক ইন্দুর বাস করে, ঐ ইন্দুরেরা পরিত্যক্ত কদর্য্য মাংস, অস্থি, পাইবামাত্র

ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহাদের কেবল নিজের উপকার হয় না; যে সকল লোক তাহাদের বসতিস্থান গর্ত্তের উপরিভাগে বাস করে, তাহাদেরও উপকার হয়। ইন্দুর জন্তু অপরিষ্কার স্থানে বাস এবং অপরিষ্কৃত বস্তু আহার করে বটে, কিন্তু তাহারা নিজে কখন অপরিষ্কার থাকে না, এজন্য তাহাদিগকে কখন মলিন দেখা যায় না। গাত্র পরিষ্কার রাখিতে তাহারা সর্ব্বদা চেষ্টা পায়, দুর্গন্ধ বস্তু আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা অঙ্গ পরিষ্কার করে।

অন্যান্য পশুদিগের চর্ম্ম যেরূপ মনুষ্যের ব্যবহারে লাগে, ইন্দুরদিগের চর্ম্মও সেইরূপ কখনং মনুষ্যের ব্যবহার-যোগ্য হয়। ইংলণ্ডদেশে একবার এক ব্যক্তি ইন্দুরের চর্ম্ম সেলাই করিয়া আপনার পাজামা চাপকান মোজা প্রভৃতি সমুদায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছিল। ঐ সকল কর্ম্ম সমাধা করিতে তাহার ৬৭০ টি ইন্দুরের চর্ম্ম প্রয়োজন হয়, পরিচ্ছদ প্রস্তুত-করণ সময়ে সে তাহাদের লাঙ্গুল পদাদি কোন অঙ্গের চর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই, সে ব্যক্তি ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহির হইলে আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত পথি মধ্যে লোকাকীর্ণ হইত। গ্লাসগো-নগরে এক বীবীর এক জোড়া পাদুকা ছিল, ঐ পাদুকার উপরি-ভাগটী চর্ম্মে নির্ম্মিত; এমনি শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া শিল্পকার উহা প্রস্তুত করিয়াছিল, যে বড়২ লোক তাহা দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইতেন। মূষিকের চর্ম্মে প্রস্তুত হওয়াতে জুতা-যোড়াটি এমনি চিক্কণ ও কোমল হইয়াছিল, যে অত্যুত্তম-ছাগচর্ম্মে অমন জুতা কখন

প্রস্তুত হয় না। ইন্দুরের পৃষ্ঠদেশের চর্ম্ম ব্যতীত আর কোন চর্ম্ম উহাতে প্রয়োজন হয় নাই, একারণ ছয়টি ইন্দুরের চর্ম্মে উহা প্রস্তুত হইয়াছিল।

ইন্দুরের লাঙ্গূল ইন্দুরের পক্ষে সাতিশয় আবশ্যক অঙ্গ। উহা ক্ষুদ্র২ অস্থিখণ্ডে নির্ম্মিত, এবং অনেক গুলি মাংসপেশী দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। বিশেষ সর্পের ন্যায় ইহাদিগের লাঙ্গূল অতি ক্ষুদ্র শল্ক ও লোমে আবৃত আছে, যদ্দ্বারা তাহারা উহা বানরলাঙ্গূলের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে বাঁকাইতে পারে। ঐ লাঙ্গূল ইন্দুরদিগের এক প্রকার হস্তস্বরূপ, তাহার সাহায্যে তাহারা কি লৌহদণ্ড কি সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের কোণ, যথা তথা অনায়াসে গমন করিতে পারে, কোনমতে পিছলিয়া পড়ে না। ঐ রূপ লেজ না থাকিলে তাহারা লম্ফ দিয়া উচ্চ স্থানে উঠিতে পারিত না, ঊর্দ্ধ হইতে গড়ানিম্নাভাবে নামিবার সময় যদ্যপিস্যাৎ কখন তাহাতে পা পিছলিয়া যায়, তথাপি নমনীয় শল্কযুক্ত লেজের গুণে তাহারা হঠাৎ পিছলিয়া ভূমিতে পড়ে না। কারণ উহা সর্ব্বপ্রকার স্থানই দৃঢ়তর রূপে আবদ্ধ করিতে পারে। বোতলের নিম্নভাগে মধু, সুগন্ধ তৈল অথবা কোন সুমিষ্ট মদ্য থাকিলে ইন্দুরেরা লাঙ্গূল দ্বারা প্রথমতঃ উহা স্পর্শ করে, পরে বাহির করিয়া ঐ লাঙ্গূললিপ্ত দ্রবদ্রব্য চুষিয়া লইতে থাকে, এইরূপ বারম্বার করিয়া, তাহারা অনায়াসে ঐ উপাদেয় খাদ্য ভোজন করত উদর পরিপূর্ণ করে।

ইন্দুরদিগের যেরূপ অবস্থা, পরমেশ্বর তদনুযায়ী অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে সুসজ্জীভূত করিয়াছেন। ঐ

ভয়ানক অস্ত্র তাহাদিগের চারিটি, লম্বা, ক্ষুদ্র এবং তীক্ষ্ণ দন্ত, তন্মধ্যে দুটি তাহাদের উপরকার চুয়ালে এবং অপর দুইটি তাহাদের অধোভাগের চুয়ালে আছে। কাষ্ঠাদি চিরিবার নিমিত্ত বাটালীর আকার যেরূপ, এবং তাহার ধার যেরূপ তীক্ষ্ণ, ইন্দুরদন্তও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায়, যে হস্তিদন্তের ন্যায় ঐ দন্তের অন্তর্ভাগ কোমল, আর উহার বহির্ভাগ কাঁচের বহির্ভাগের ন্যায় শক্ত। কেবল ইন্দুর-জাতির এরূপ দন্ত নহে, খর-গোশ প্রভৃতি দ্বিপুরোদন্তী জন্তু মাত্রেরই এইরূপ দন্ত হয়। আহারকালীন কেহ যদি ছুরিকা দ্বারা খরগোশ-দন্ত কাটিতে যান, তাহা হইলে দ্বিপুরোদন্তী পশু-দিগের দন্তের আকৃতি তাহার বিশেষরূপ উপলব্ধ হইতে পারে, ছুরিকা দ্বারা তিনি দন্তের অন্তর্ভাগ কাটিতে সক্ষম হইবেন, কিন্তু দৃঢ়তাপ্রযুক্ত বহির্ভাগ কথ-নই ছেদন করিতে পারিবেন না, এমন কি নরুণে যেরূপ নখ কাটা যায়, ঐ দন্তের সূক্ষ্মাগ্রভাগ দ্বারা তিনি আপনার নখচ্ছেদন করিতে পারিবেন। অনেক ব্যক্তি খরগোশের দন্ত চিরিয়া তন্মধ্যে সজনা আটার ন্যায় এক প্রকার আটাল দ্রব্য পাইয়াছিলেন। প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা কহেন, ঐ আটাবৎ দ্রব্য খরগোশ-দন্তের অধোভাগে থাকে, সেই স্থান ফাঁপা, মৃণ্ময় বস্তু আহা-রাদির দ্বারা যতই আটা অধিক হইতে থাকে, তত উহা ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে, পরে শক্ত হইয়া দন্তের সহিত মিলিয়া যায়, তাহাতে দন্তের উপরিভাগ যেরূপ দৃঢ় উহা সেরূপ দৃঢ় হইয়া থাকে। ইন্দুর-দন্তে আর

একটি চমৎকারিতা আছে। অধঃস্থিত চুয়ালের দন্তের নিম্নস্থান ফাঁকা বলিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার অনেক সম্ভাবনা আছে, একারণ বালকের দন্ত ভাঙ্গিলে পুনর্ব্বার যেরূপ দন্ত উঠে, ইন্দুরদন্ত যতবার ভাঙ্গে ততবারই নূতন হয়!

খাদ্যসামগ্রী কোথায় আছে, ইন্দুরেরা স্বাভাবিক সংস্কারদ্বারা উত্তমরূপে জানিতে পারে, জাহাজেতে চিনি চাউল প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য থাকিলে কিরূপে তাহারা তাহা অন্বেষণ করিয়া লয়, অনেকবার অনেক নাবিক ইহার অনুসন্ধান করিয়াছিল, অনুসন্ধান করিয়া তাহারা স্থির জানিতে পারিয়াছে যে, যে রসিদ্বারা জাহাজ ঘাটে বান্ধা থাকে, ইন্দুরেরা সেই রসি বহিয়া জাহাজের ভিতরে যায়। ঐ রজ্জু জলে ডুবিয়া থাকিলে তাহারাও জলে ডুবিয়া তদুপরিভাগ দিয়া যায়; ভিন্ন দেশহইতে জাহাজ আসিয়া যখন বন্দরে লাগে, তখন কেবল ঐ রসির সহকারে ইন্দুরেরা তটে আসিতে পারে, লঙ্গরে আবদ্ধ তটের বহুদূরে জাহাজ থাকিলেও তাহাদিগের গতি রোধ হয় না। জাহাজ যদি ক্রমাগত বহুদিন জলমধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহারা তন্মধ্যে বিস্তর শাবক প্রসব করে, ইহাতে করিয়া কখনং জাহাজে এমনি ইন্দুরের প্রাদুর্ভাব হয় যে, নাবিকেরা কোন সামগ্রী তন্মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে রাখিতে পারে না, এই অবস্থায় তাহারা কাষ্ঠের ধূম করিয়া ইন্দুরের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে।

প্রতিপালন করিলে অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ইন্দুরেরা পোষ মানিয়া থাকে, জাপান উপদ্বীপে এই ব্যবহার

বড়ই প্রবল, অস্মদ্দেশীয় নীচ লোকেরা পোষা বানর-দ্বারা যেরূপ লোকদিগকে কৌতুক দেখায়, জাপান উপদ্বীপের লোকেরা সেইরূপ ইন্দুরদ্বারা সাধারণ লোকদিগকে কৌতুক দেখাইয়া থাকে। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে প্রাণিতত্ত্ব-সংগ্রহ-নামে এক মাসিক পত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, দেশ ভ্রমণের অভিপ্রায়ে আমি একবার ম্যাকূলিবরা-দেশে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময়ে আহারার্থে আমাকে এক পান্থশালায় যাইতে হইল। আহার করিয়া বসিয়া তামাকু খাইতেছি, এমত সময়ে গৃহস্বামী এক মালসা রান্ধা ডাইল আনিয়া ঘরের মেঝ্যাতে শিষ দিতে লাগিলেন। দেখিলাম, ক্রমেং একটি কুক্কুর একটি বিড়াল একটি কাক এবং প্রকাণ্ড একটি ইন্দুর আসিয়া উপস্থিত হইল, ইন্দুরটির গলদেশে একটি ক্ষুদ্র ঘন্টা বান্ধা ছিল। এই চারিটি জন্তু একত্র হইয়া সদ্ভাব প্রকাশপূর্ব্বক পরস্পর মুখামুখি করত মালসার ডাইল ভোজন করিতে গেল। কেহ কাহাকে বিরক্ত করিল না, যে যাহার নিয়মিত খাদ্য খাইয়া গৃহস্বামীর নিকটে আসিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতে আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বাটীর কর্ত্তাকে বলিলাম, ইন্দুর জন্তু মনুষ্যের বশীভূত হইয়া যে এতাদৃশ ব্যবহার করে, ইহা আমি জন্মাবধি কখন দেখি নাই, যাহাহউক জন্তু-বশীকরণ বিষয়ে আপনকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। গৃহস্বামী হৃষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন, যে চারিটি জন্তু আমি পুষিয়াছি তন্মধ্যে ঐ ইন্দুরটি আমার বড় উপকারক, পূর্ব্বে ক্ষুদ্র মূষিক এবং অপর ইন্দুরেরা আমার গৃহসামগ্রী বড়ই

নষ্ট করিত, কিন্তু ঐ ইন্দুরটির ঘন্টাধ্বনি ও চীৎকারশব্দে কোন ইন্দুর আর আমার বাটীতে আসিতে পারে না।

সামান্য ইন্দুর ধরিয়া পোষা বড় কঠিন ব্যাপার নহে, অগ্রে ইন্দুরের লাঙ্গুল ধরিয়া ভূমি হইতে তুলিতে হয়, তুলিয়াই অমনি ঘুরাইতে হইবে, না ঘুরাইলে সে মস্তক তুলিয়া প্রাণপণে হস্তে দংশন করিবে, কিন্তু ঘুরাইলে তাহা করিতে পারিবে না। পাক দিয়া ঘুরাইতে২ যখন দেখিবে ইন্দুর দুর্ব্বল হইয়াছে, তখন দক্ষিণ হস্তে তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া তাহাকে ঝুলাইতে থাকিবে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিলে সে আর নড়িবে চড়িবে না, পরে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা তাহার গলদেশ ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাখা যায়, ইচ্ছা হইলে কএক দিন তাহাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া আহার দিয়া পুষিলেও পোষা যায়। কিন্তু ইন্দুরজন্তু অতি কোমল, অল্প ক্লেশে মরিয়া যায়, অঙ্গুলীদ্বারা গলদেশ ধরিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন কোন মতে তাহার গলায় অধিক টিপনি না লাগে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে। আহার করিবার সময়ে ইন্দুরজন্তু অগ্রে খাদ্যসামগ্রী দন্তদ্বারা ছেদন করে, ছিন্ন করিয়া তাহার অগ্রদন্ত এবং গালের মধ্যে যে ক্ষুদ্র চর্ম্মের থলিয়া আছে সেই থলিয়াতে রাখে, পরে তাহা চিবাইয়া উদরস্থ করে। পান করিবার সময়ে কুক্কুরেরা যেরূপ জিহ্বা বাহির করিয়া চক্‌চক্ করিয়া পান করে ইন্দুরেরাও সেইরূপ পান করে। ভোজন করিবার পূর্ব্বে জিহ্বা বাহির করিয়া প্রথমতঃ বস্তুর আস্বাদ লয়।

ইন্দুর জন্তুর নিদ্রা যাওনের ভাব বড়ই আশ্চর্য্য; নিদ্রার সময় নকুল ধরা যেমন কঠিন, ইন্দুর ধরা ও তেমনি সুকঠিন হয়। সর্পজন্তু সমস্ত শরীর গুটাইয়া যেমন গর্ত্ত বা সাপড়ির মধ্যে বাস করে, ইন্দুরজন্তু সেইরূপ একটি গোলাকার বস্তুর ন্যায় হইয়া নিদ্রা যাইতে থাকে। তাহার লাঙ্গুলটি সমস্ত শরীরে জড়ান, মুখাগ্র ভাগ অর্থাৎ নাসিকাদেশ পশ্চাৎ দুই পদের মধ্যভাগে থাকে, তাহাতে ঠিক এক গোছা চুলের মত দেখায়, কেবল কর্ণ দুটি বাহির হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা অল্পমাত্র শব্দ হইলে তাহারা জাগরিত হয়, এই শ্রবণশক্তি অতিপ্রবল হওয়াতে শত্রু আসিয়া হঠাৎ তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। লোকে সচরাচর কহিয়া থাকে, অন্ত্র তন্ত্র নাড়ী ভুঁড়ী প্রভৃতি কদর্য্য সামগ্রী ইন্দুরজন্তুর আহার; ইহাতে করিয়া তাহাদের দাঁত বিষাক্ত হইয়া থাকে, ঐ দন্তে তাহারা দংশন করিলে সে দংশন নাশক দংশন স্বরূপ হয়। এ কথা মিথ্যা, কদর্য্য বস্তু আহার করে বটে, কিন্তু ইন্দুরের ন্যায় পরিষ্কার জন্তু প্রায় দেখা যায় না, উহাদিগের কি শরীর কি দন্ত সকলই পরিষ্কার থাকে, উহাদিগের সম্মুখদন্তের অগ্রভাগে যে পীতবর্ণ পদার্থ দেখা যায়, উহা তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণ, কদর্য্য বস্তু আহার করে বলিয়া উহা হয় না। অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ইন্দুর জন্তুও সময়েং স্থান-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, খাদ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর বায়ু; সন্তান-প্রসবের অসুবিধা, এবং মনুষ্যের অত্যাচার, এই কএক বিষয় তাহাদিগের স্থান-পরিবর্ত্তনের মূল কারণ হয়।

ইন্দুরেরা ভয় পাইলে স্থান পরিত্যাগ করে। চল্লিশ

বৎসর গত হইল, সোয়ানসী-নগরে এক ব্যক্তির গৃহে অত্যন্ত ইন্দুরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে ত্যক্ত হইয়া সে ব্যক্তি একটা খাঁচা কল আনিয়া পাতাতে তন্মধ্যে একটা ইন্দুর পড়ে। পড়িলেও, ঐ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইন্দুরকে প্রাণে মারিল না, কিন্তু তাহার গাত্রের লোম সমুদয় পোড়াইয়া দিল, লোম পোড়া ইন্দুরটার দুর্দশা দেখিয়া কোন ইন্দুর তাহার বাটীতে অবস্থিতি করিল না, সকলেই ভয় পাইয়া পলায়ন করিল। একটা ইন্দুরের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিয়া সে মনুষ্য সকল ইন্দুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইল। স্থান পরিত্যাগ করণের সময়ে ইন্দুরেরা দলবদ্ধ হইয়া যায়, ইংলণ্ডদেশীয় অনেক রাখাল অতি প্রত্যূষে ইহা অনেকবার দেখিয়াছে।

ইন্দুরমাংস সুখাদ্য বলিয়া অনেক দেশে প্রচলিত আছে, মেনেকা-উপদ্বীপের লোকেরা ছাগমাংসের ন্যায় ইন্দুরমাংসকে সাতিশয় উপাদেয় খাদ্য বোধ করে, ইন্দুরমাংস পাইলে তাহারা আর কোন মাংস খাইতে চাহে না। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "কোন কর্ম্মোপলক্ষে চীনদেশের বাজারে যাইয়া আমি এক দিন দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি মরা শুষ্ক ইন্দুর বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, এক জন চীন লোক ৵০ দুই আনা পয়সা দিয়া তাহার একটি ক্রয় করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মরা শুষ্ক ইন্দুর লইয়া আপনি কি করিবেন, তিনি বলিলেন! কেন শুষ্ক মৎস্যের ন্যায় এই মরা ইন্দুরটি উষ্ণজলে ফেলিয়া সিদ্ধ করিলে ইহা উপাদেয় খাদ্য হইবে। চীনদেশে থাক,

তুমি কি ইন্দুর কখন খাও নাই, আমরা ইহাকে বড় সুখাদ্য বোধ করি।

ইন্দুর নষ্ট করণের কেবল তিনটিমাত্র উপায় আছে, প্রথম, জাঁতা কল, হুড়কা কল, খাঁচা কল, প্রভৃতি কল-দ্বারা তাহাদের প্রাণনাশ করা যায়। দ্বিতীয়, কুক্কুর বিড়াল প্রভৃতি তাহাদের স্বাভাবিক শত্রুদ্বারা তাহাদের নিপাতন করা, এবং তৃতীয়, বিষমিশ্রিত বস্তু তাহাদিগ-কে আহার করিতে দেওয়া, এই তিন উপায় অবলম্বনে সকল মনুষ্য ইন্দুরের প্রাণ বিনাশ করে বটে, কিন্তু সমূ-লে উৎপাটন তাহাদের মধ্যে একটি উপায়েও হয় না, ইন্দুর জন্তু এমনি ধূর্ত্ত, তিন চারিটি ইন্দুর প্রাণে নিহত হইলে অপর ইন্দুরেরা আর সে দিক দিয়া যায় না। বিষ-মিশ্রিত দ্রব্য প্রদান দ্বারা ইন্দুর নষ্ট করা বড় ভাল কর্ম্ম নয়; ইহাতে আপনার অনিষ্ট বই ইষ্টলাভ হয় না। ইন্দুরেরা নিভৃত স্থানপ্রিয়, গর্ত্ত অথবা দৃষ্টি রুদ্ধ স্থানে সতত বাস করে বিষ খাইয়া তাহারা যদি কোন গুপ্ত স্থানে মরে, পরিবারের মধ্যে যদি তাহাদিগকে কেহ না দেখিতে পায়, তাহা হইলে পচা ইন্দুরের দুর্গন্ধে গৃহের সমস্ত বায়ু দূষিত হয়। বিষ-মিশ্রিত সামগ্রী খাইয়া ইন্দুর যদি আর কোন দ্রব্যে মুখ দেয় সে দ্রব্য খাইলে লোকের পীড়া হইতে পারে।

ওয়ারসন সাহেব ইন্দুর দূরীকরণের যে উপায় বলিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় সে উপায় সকল উপায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন, আলকাতরা দ্বারা একটা ইন্দুরের গর্ত্ত পূর্ণ করিলে, অপর ইন্দুরেরা তদ্দুর্গন্ধে অথবা ভয়ে স্থান পরিত্যাগ করে। ইহাতেও যদি

কিছু না হয় গোটা দুই তিন ইন্দুর ধরিয়া তাহাদের গাত্রে আলকাতরা বা তারপিন তৈল মাখাইয়া দাও, এই দুই দ্রব্যের গন্ধ তাহারা প্রাণান্তেও সহিতে পারে না, সুতরাং বিপদ আশঙ্কায় এবং প্রাণ ভয়ে সকলেই সেই স্থান পরিত্যাগ করে, আর শীঘ্র তারপিন তৈল ও আলকাতরা পরিষ্কার করিতে পারে না বলিয়া যাহাদের গাত্রে উহা মাখান যায়, তাহাদেরও প্রাণ বিনাশ হয়।

কাঠবিড়াল এক দ্বিপুরোদন্তী পশু। এই পশুদিগের সরল গাত্র, চিত্রিতাঙ্গ, কোমল-কেশ, ও ক্রীড়াতৎপর চঞ্চল স্বভাবপ্রযুক্ত ইহারা অনেকেরই প্রিয় হয়। ইংলণ্ডদেশে অনেক বিলাসবতীরা এই পশুকে বিড়ালাদির ন্যায় প্রীতিপাত্র-জ্ঞানে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। দেশব্যবহার-বশীভূতা এতদ্দেশীয়া বনিতারা রন্ধনশালায় যদিও বিব্রতা, প্রিয়পশু-পালনের অবকাশ-বিহীনা, তত্রাপি কপোত ও বিড়ালীদের প্রতি বিরক্তা নহেন, এবং প্রাপ্ত হইলে কাঠবিড়ালের প্রতিপালিকা হইয়া থাকেন।

কাঠবিড়ালের অনেক জাতিভেদ আছে। কতকগুলি কাঠবিড়াল ভূমিতে বাস করিয়া শশকাদিবৎ মটর ছোলা প্রভৃতি ভূম্যুপরিস্থ উদ্ভিদ্ পদার্থ সেবন করত জীবন-রক্ষা করে; তাহাদিগকে "ভূচর-কাঠবিড়াল" শব্দে কহে। অপর কতকগুলিন সর্ব্বদা বৃক্ষোপরি কালযাপন করে, তাহারা সুতরাং দ্রুমচর; ও তন্নিমিত্তই কাঠবিড়াল মাত্রের নাম সংস্কৃত গ্রন্থে বৃক্ষমর্কটিকা বৃক্ষশায়িকা

পর্ণমৃগ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলিন কাঠ্‌বিড়াল পক্ষবিশিষ্ট এবং তৎসহকারে উড্ডীন হইতে সক্ষম হয়। তাহারা "খেচর" মধ্যে গণ্য। এই গণত্রয়ে প্রায়ঃ পঞ্চাশৎ জাতি নির্ণীত আছে; তন্মধ্যে ৩০।৩৫ জাতি কাঠ্‌বিড়াল ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অবয়ব এবং বর্ণবিষয়েও কাঠ্‌বিড়ালের অনেক ভেদ আছে; রেখাচতুষ্টয়-বিশিষ্ট সামান্য কাঠ্‌বিড়াল, অনেকের অপেক্ষায় ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে, কিন্তু মেদনীপুর, আরাকান, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে তাহাহইতে দশগুণ বৃহৎ,—প্রায়ঃ ঝুমরি কুক্কুরের তুল্যাকার কাঠ্‌বিড়াল অনেক আছে। অপর ক্ষুদ্র কাঠ্‌বিড়ালেরও অভাব নাই; নেঙুটি ইন্দুরের তুল্য কাঠ্‌বিড়াল দৃষ্ট হইয়াছে।

প্রস্তাবিত-পশুদিগের বর্ণগত অনেক ভেদ আছে। কোন২ পশু কৃষ্ণবর্ণ, কেহ বা শুক্লবর্ণ, কেহ ধূম্রবর্ণ, কেহ তাম্রবর্ণ, কেহ শুক্ল কৃষ্ণ-রেখাবিশিষ্ট, কেহ ভস্মশুক্ল, অথবা কৃষ্ণ ভস্ম ইত্যাদি বর্ণের রেখাবিশিষ্ট। পরন্তু সকল বর্ণই রম্য বটে।

এই বৃক্ষমর্কটিকাদিগের পুচ্ছ অতি সুন্দর, এবং তদনুসারে এই পশুদিগের নাম "চমর-পুচ্ছ" বলে। খেচর-কাঠ্‌বিড়াল-দিগের পুরঃপদ ও পাশ্চাত্য-পদের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে এক প্রকার ত্বক্ হইয়া থাকে, তৎসাহায্যে তাহারা অনায়াসে উড্ডীন হইতে পারে। ঐ ত্বগুপরি কোন পালক নাই, এবং তাহার আকৃতিও পক্ষীর ডানার তুল্য নহে। এই কাঠবিড়ালেরা দিবসে নিদ্রিত থাকিয়া রজনীযোগে আপন২ খাদ্য অন্বেষণ করে।

স্বভাবতঃ এই পশুরা অত্যন্ত চঞ্চল, এবং সর্ব্বদা

ধাবন, উৎপ্লবন ও ক্রীড়ায় তৎপর থাকে। শিকারিরা কহে, যে কাঠবিড়াল এতাদৃশ সত্বরে দৌড়িয়া থাকে, যে তাহার গমন-সময়ে তাহাকে বন্দুক দ্বারাও মারা অসাধ্য, এমন কি নয়নও তাহার গতির অনুগামী হইতে পারে না। হোয়াইট্ সাহেব লেখেন, যে বিড়ালীরা কাঠবিড়াল-শাবককে অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করে, এবং প্রাপ্ত হইলে সযত্নে স্তন্য পান করাইয়া আপন-শাবকের ন্যায় তাহাদিগের পোষণ করে।

শশক এক দ্বিপুরোদন্তী পশু, উহা প্রথমতঃ দীর্ঘকর্ণ ও সামান্য এই দুই জাতিতে বিভক্ত হয়। দীর্ঘকর্ণ শশকের ইংরাজি নাম "হেয়র" এবং সামান্যের নাম "রাবিট্।" দীর্ঘকর্ণ শশক এতদ্দেশে বিশেষ বিখ্যাত নহে, পরন্তু তাহা নিতান্ত অজ্ঞাতও নহে। আসাম মেদিনীপুর বর্দ্ধমান ও অন্যান্য স্থানে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার প্রিয়স্থান পরিত্যক্ত ক্ষেত্র বা অনুচ্চ জঙ্গল; তথায় মৃৎপিণ্ড বা প্রস্তরাদির আবরণ আশ্রয় করিয়া ইহারা দিবসে নিদ্রা যায়, এবং রজনীযোগে খাদ্যাহরণের নিমিত্ত বনে ভ্রমণ করে। ইহারা স্বভাবতঃ চঞ্চল ও ক্রীড়াতৎপর; অতএব রাত্রিকালে দলবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকারে উৎপ্লবন প্রোৎপ্লবনে কালহরণ করে; তৎসময়ে ইহারা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর বোধ হয়; অনেকে ঐ ক্রীড়া দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহারা নবীন শস্য ও বৃক্ষাদির অত্যন্ত শত্রু এবং কোন২ সময়ে এক রাত্রির মধ্যে কোন২ শস্যক্ষেত্রের সমস্ত বিনষ্ট

করিয়া ফেলে। পরন্তু শস্যক্ষেত্রের এই শত্রুকে নষ্ট করা দুষ্কর নহে। ইহারা সর্ব্বদা এক পথ দিয়া যাতায়াত করে, অতএব তথায় জাল পাতিয়া রাখিলেই ইহাকে অনায়াসে ধৃত করা যায়, অপর ঐ ধৃতকগণের শ্রমও বৃথা হয় না; যেহেতুক শশকমাংস অত্যন্ত কোমল এবং সুস্বাদু, সকলেই বহুব্যয়ে তাহার সম্ভোগ করিতে প্রার্থনা করে। প্রাচীন হিন্দুরা ইহার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, এবং শ্রাদ্ধাদিতে ইহার মাংস ব্যবহৃত হইত। ইংরাজেরা ইহার নিমিত্ত অনেক শ্রম স্বীকার করে, এবং শশকমৃগয়া উৎকৃষ্ট আমোদজনক ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করে। কেবল য়িহুদী এবং মুসলমানেরা ইহার সমাদর করে না; যেহেতু তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে শশকমাংস অপবিত্র এবং অখাদ্য বলিয়া বিখ্যাত আছে।

শশক নিঃসহায় এবং অত্যন্ত ভীরু; ইহার শত্রু-সঙ্খ্যাও অনেক। মনুষ্য বেজী শৃগাল ফেউ বৃহৎবাজ পেচক প্রভৃতি অনেকে ইহার সংহারে প্রবৃত্ত আছে। পরন্তু তাহাদের শত্রুতা হইতে আত্মরক্ষা-করণে শশক নিরুপায় নহে। স্বভাবতঃ ইহাদের নয়ন ও শ্রবণে-ন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; তৎসাহায্যে ইহারা অনায়াসে শত্রুর আগমন জ্ঞাত হইতে পারে, এবং পশ্চাৎপদ সুদীর্ঘ হওয়াতে ঐ সংবাদ জানিবামাত্র এতাদৃশ বেগে পলায়ন করে যে তাহার তুলনা অন্য পশুতে পাওয়া ভার। অপর নিতান্ত প্রয়োজন হইলে সন্তরণও করিয়া থাকে; সুতরাং শত্রুহইতে রক্ষা পাইবার ইহার অনেক উপায় আছে। পরন্তু ঐ সকল উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে শশক কোন তৃণাদির নিম্নে মস্তক আবৃত

করিয়া জ্ঞান করে যে তাহাতেই সে শত্রুর দৃষ্টিপথ হইতে লুক্কায়িত হইয়াছে।

সামান্য শশক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য; ফলতঃ তাহাই এতদ্দেশের প্রসিদ্ধ শশক। তাহারা দীর্ঘকর্ণ শশকহইতে কেবল কায়িক সৌষ্ঠবে ভিন্ন এমত নহে। তাহার স্বভাবও অত্যন্ত ভিন্ন। দীর্ঘকর্ণ-শশক মৃত্তিকোপরি পৃথকরূ হইয়া বাস করে। সামান্য শশকেরা বহু-সংখ্যক একত্র হইয়া মৃত্তিকা খনন করত ইন্দুরের গর্ত্তের সদৃশ গর্ত্তমধ্যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে। দীর্ঘকর্ণ-শশক রজনীতে আহারান্বেষণ করে, সামান্যেরা দিবসে তৎকর্ম্ম সাধনে তৎপর হয়। অপর তাহার বর্ণও দীর্ঘকর্ণ-শশক হইতে অনেক ভিন্ন। দীর্ঘকর্ণ-শশকের বর্ণ ঈষৎকৃষ্ণ-মিশ্রিত পাংশুরকটা; এবং কর্ণ কৃষ্ণ-কেশের গুচ্ছ-বিশিষ্ট। সামান্য শশকের কর্ণে গুচ্ছ হয়না; এবং তাহার বর্ণ শুক্লই অধিক। অপর দীর্ঘকর্ণ-শশক বিকসিত-নয়নবিশিষ্ট ও সলোম-দেহবিশিষ্ট শাবক প্রসব করে। সামান্য শশকের শাবক জন্মাইবার কএক দিন পর্য্যন্ত মুদ্রিত-নয়ন ও নির্লোম দেহ থাকে।

সামান্য শশকী একটি পৃথক্ গর্ত্তকরত তন্মধ্যে তৃণ ও আপন-দেহজাত লোম দিয়া কোমল শয্যা সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি ৭—৮ টি শাবক প্রসব করে, এবং পরে ৫—৬ সপ্তাহ ক্রমাগত অতিযত্নে অপত্যের লালন পালন করিয়া থাকে; যেহেতু ঐ কালে শাবক অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়।

দীর্ঘকর্ণ-শশকের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল ৬ মাস, তৎপরেই শশক-শাবকেরা স্বয়ং শাবক প্রসব করিতে আরব্ধ

করে। তাহাদের গর্ভ-ধারণের কাল ১ মাস এবং বৎসরে তাহারা ৭-৮ বার প্রসব করিয়া থাকে। শশকের আয়ুঃপরিমাণ চারি বৎসর; এবং তৎকাল-যাবৎ যদ্যপি শশক ক্রমাগত শাবক প্রসব করে, এবং ঐ শাবক সকলেই জীবিত থাকিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু-সময়ে তাহার গোষ্ঠীর সঙ্খ্যা ১২,৭৪,৮,৪০ হইয়া উঠে!!!

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শশকের মাংস সুখাদ্য এই প্রযুক্ত অনেকে তাহার ব্যবহার করে। অপর ইহার লোম ও চর্ম্মও অনেক প্রকারে ব্যবহৃত হয়; এই প্রযুক্ত অনেক লক্ষ শশক প্রতিবৎসর বিনষ্ট করা হয়। বোধ হয় তদ্রূপে তাহাদের বধ না করিলে তাহাদের সঙ্খ্যা এত বৃদ্ধি হইত যে তাহাদের প্রদেশে অন্য পশুর বাস করা দুষ্কর হইত; এবং তাহাদের দৌরাত্ম্যে ক্ষেত্রে শস্য হইবারও ব্যাঘাত ঘটিত।

কইপস্ পশুও দ্বিপুরোদন্তী শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়। অপর বিবর জন্তুর সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বাহ্যলক্ষণে ও কায়িক গঠনে তাহার সহিত অনেকাংশে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবেক। বাহুল্যভয়ে বিবরের বৃত্তান্ত এস্থলে লিখিতে পারিলাম না।

কইপস্ জন্তু দক্ষিণামেরিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় ইহারা নদীর কূলে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। কিন্তু বিবরেরা যেরূপ অতি মনোহর তেতালা চৌতালা ঘর নির্ম্মাণ করে, ইহারা সেরূপ করে না। স্বভাব বিষয়ে বিবরের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য

আছে। ইহাদিগের স্ত্রীরা ঐ সকল গর্ত্তে প্রসবিত্তা হয়। তাহাদিগের গর্ভে এককালে পাঁচ সাতটী সন্তান জন্মে। সন্তানদিগের প্রতি তাহাদের সমধিক স্নেহ আছে। তাহারা বড় হইলে তাহাদিগকে সঙ্গেহ লইয়া বেড়ায়। প্রস্তাবিত জন্তু জলেও বাস করিতে সমর্থ, ও তদর্থে তাহাদের শারীরিক উপযোগিতা আছে। ইহাদের শরীর দুই প্রকার পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম ঘন লোম। ঐ লোম এতাদৃশ ঘন যে তাহাতে জল প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ তদুপরি ভাগে উজ্জ্বল, দীর্ঘ ও সোজা কেশ আছে: ঐ কেশের বর্ণ কটা। ঐ বর্ণ প্রস্তাবিত জন্তুর সাধারণ বর্ণ: কেবল উহার প্রোথ অর্থাৎ থুঁতি অপরিষ্কার শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট। ইহার মস্তক বৃহৎ ও পুরু, কিন্তু উপরিভাগ নিম্ন। ইহার চক্ষু ক্ষুদ্র, এবং তাহার মস্তকের এরূপ উচ্চভাগে স্থিত আছে যে, যখন কইপস্ সন্তরণ করে তখন তাহাতে জলস্পর্শ হয় না। কর্ণ গোলাকার ও ক্ষুদ্র। গোঁফ দীর্ঘ ও কর্কশ। পুরোদন্ত বৃহৎ শক্ত ও সুন্দর পীতবর্ণ বিশিষ্ট। উপর মাড়ির পুরোভাগে রোমজ তালু দৃষ্ট হয়, ও তদ্দ্বারা জ্ঞান হয়, দন্তগুলি যেন তালুভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। পরমেশ্বর কোন প্রাণীকে অপ্রয়োজনীয় কোন পদার্থ প্রদান করেন নাই। উল্লিখিত রোমজতালু থাকাতে এই জন্তুর অপর্য্যাপ্ত উপকার সিদ্ধ হইয়াছে: যেহেতু নিম্নের ও উপরের পুরোদন্ত-সকল দ্বারা কোন কঠিন কাষ্ঠ বা কন্টকাবৃত বস্তু ব্যবহৃত করিলে তালুর হানি হয় না। কইপস ঐ তালু ও নীচের

হস্তের মধ্যে রাখিয়া কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য অক্লেশে গর্ত্তে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়।

কইপসের পশ্চাৎ পদ খর্ব্ব, কিন্তু কঠিন, সম্মুখের পদ বড় এবং বিস্তৃত। ঐ প্রত্যেক পদে দীর্ঘনখ-বিশিষ্ট পঞ্চ অঙ্গুলি আছে। কেবল অগ্র পদদ্বয়ের সম্মুখের অঙ্গুলি ব্যতিরেকে আর সকল অঙ্গুলি মাংস দ্বারা সমাবৃত হইয়াছে। লাঙ্গূল দীর্ঘ গোল, ও শল্ক এবং বিরল কেশে আবৃত। কইপস্ জন্তু বিবর অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে; লেজ সমেত সচরাচর দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ হয় না। এই জাতির শ্বাস-ক্রিয়া নানারন্ধ্র দ্বারা সম্পাদিত হয়।

ইহাদের বিষয় যে পর্য্যন্ত অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে শান্তস্বভাবান্বিত বলিতে হইবেক। ইহারা অনায়াসে পোষ মানে। কিন্তু বন্যাবস্থাতে কিরূপ আচরণ করে তাহা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। ইহাদিগের লোম অত্যন্ত ব্যবহার্য্য। তদ্দ্বারা উত্তম২ টুপি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ও তদর্থে ইহাদিগের চর্ম্ম আমেরিকা হইতে ইউরোপে সমধিক পরিমাণে বৎসর২ আনীত হয়।

ভারতসমুদ্রের দক্ষিণে আফরিকাখণ্ডের পার্শ্বে মাদাগাস্কর নামে প্রসিদ্ধ এক বৃহৎ দ্বীপ আছে; তাহা কাফরিদিগের আবাস-স্থান। ১৫০ বৎসর হইল, সোনরাট্ নামা এক জন প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ঐ দ্বীপহইতে একটি অতি আশ্চর্য্য জন্তু আনিয়াছিলেন; তাহার নাম এই-এই, ইহা দ্বিপুরোদন্তী শ্রেণীর মধ্যে গণিত। এই জন্তুর

প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে ব্যক্ত হওয়া যায়, যে তাহার দেহ কাঠবিড়ালের তুল্য, ও মস্তক কর্ণ বাদুড়ের ন্যায়। কুবিয়র্ নামা বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ তাহাকে কাঠবিড়ালের মধ্যে পরিগণিত করেন, অথচ তিনি লেখেন "যে ইহার মস্তকের অবয়ব বিবেচনা করিলে ইহাকে বানরমধ্যে গণ্য করা কর্ত্তব্য"। গ্রেবর সাহেব ইহাকে জিব্বুর পশুর বংশমধ্যে গণ্য করিয়াছেন; অপর কয়েক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞের মতে ইহা বাদুড়ের মধ্যে নিবেশিতব্য। পরন্তু ইহা কোন্ পশুর মধ্যে গণ্য হইবে, এই বিবাদ অপেক্ষায় বিশেষ আশ্চর্য্য এই, যে সোনরাট সাহেবের সময় অবধি এ পর্য্যন্ত এক শত পঞ্চাশৎ বৎসরমধ্যে অনেক সাহেব মাদাগাস্কর-দ্বীপে ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই এতদ্রূপ পশুকে দেখেন নাই।

যে পশুটি সোনরাট সাহেব আনিয়াছিলেন, তাহা দিবসে নিদ্রা যাইত, এবং রজনীযোগে পিঞ্জরমধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া ফলাদি ভক্ষণ করিত। তাহার স্বর "এইএই" শব্দবৎ, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার নাম এইএই রাখা হইয়াছে।

জীবদেহের কৌশলদৃষ্টে যেরূপ বিশ্বস্রষ্টার মহিমা অবগত হওয়া যায়, অন্য কোন পদার্থে তাদৃশ বিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে না, এই প্রযুক্ত ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তিরা জীব দেহের অনুসন্ধানদ্বারা জগদীশ্বরের মাহাত্ম্যের আলোচনা করেন। তদর্থে মনুষ্য শরীরই বিশেষ উপযুক্ত তাহা এক অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য যন্ত্র। বিদ্বানদিগের নিরন্তর পরিশ্রমে পদার্থ মাত্রের যে সকল

ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের আলোচনা করিলেও ঐ দেহ-যন্ত্রের সকল সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য নির্দ্ধারিত করা যায় না; সমস্ত রসায়ন-বিদ্যার অনুশীলন করিলেও জঠরাগ্নির কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট করা দুষ্কর। শিল্পবিৎ অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা নিরূপিত করিতে পারেন নাই। রশ্মির সমস্ত ধর্ম্ম জ্ঞাত থাকিলেও নয়নেন্দ্রিয়ের নিকৃষ্টার্থ নির্দ্ধারিত করা দুঃসাধ্য বোধ হয়। অপর ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদির আদর্শ নির্দ্ধারিত করিয়া জীব-ভেদে ও প্রয়োজন-ভেদে তাহার যে কত প্রকার অবান্তর ভেদ লক্ষিত হইয়াছে, তাহার মনন করিতে হইলে, মন এক কালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। সামান্যতঃ জীবদেহের দর্শন করিলে বোধ হয় নয়নেন্দ্রিয় রশ্মির অনুভব-করণার্থেই উৎপন্ন হইয়াছে; রশ্মির অভাব হইলে অতি প্রখর নয়নও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। কিন্তু জগৎপিতা কোন কোন নক্তঞ্চর জীবদিগের নয়ন এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা ঐ জীব অন্ধকারে দর্শনক্ষম হয়; দিবাভাগের আলোকে কিছুই নিরীক্ষণ করিতে পারে না। যে জীবের উদ্দেশে আমরা এত কথা কহিলাম, তাহার নাম কিঙ্কাজো, উহা দ্বিপুরোদন্তী পশু; দিবসে ঐ জীব নয়ন মুদ্রিত করিয়া বৃক্ষশাখায় নিদ্রাবস্থায় কালক্ষেপ করে, রজনীর প্রারম্ভ হইলে চক্ষুরুন্মীলন করত মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। দিবাভাগে তাহাকে জাগরিত করিলে আলোক তাহার পক্ষে এতাদৃশ অসহ্য বোধ হয় যে তাহার নয়নের পুত্তলি সঙ্কুচিত হইয়া একটি সূক্ষ্ম বিন্দুর সদৃশ বোধ হয়। এই আশ্চর্য্য জীবের জিহ্বাও অতি বিস্ময়-

জনিকা। কিঙ্কাজো জীবের আস্য হইতে তাহা অনায়াসে একপাদ পরিমাণে বিনির্গত হইয়া থাকে; এবং তাহা এতাদৃশ কঠোর যে তদুপরি মধুমক্ষিকা দংশন করিতে পারেনা, অথচ তাহাদ্বারা আস্বাদ গ্রহণের কোন মাত্র ব্যাঘাত হয় না। কিঙ্কাজো অন্যান্য মধুপ্রিয় জন্তু, দক্ষিণামেরিকার অরণ্যে যে প্রধানতঃ মধুপান করিয়াই দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহিত করে. তাহার জিহ্বা অন্য জীবের জিহ্বার ন্যায় কোমল হইলে অত্যন্ত ক্লেশকর হইত; অতএব জগৎকর্ত্তা তাহার জিহ্বা স্থূল করিয়া তাহাতে এ প্রকার পদার্থ রাখিয়াছেন যে তাহার স্বাদ-গ্রহণের কোন ব্যাঘাত হয় না। ঐ পশুর পুচ্ছও অন্য পশুর পুচ্ছ হইতে পৃথক, তাহা এ প্রকার মাংস-পেশী দ্বারা পরিবৃত যে মনুষ্য হস্ত দ্বারা যে প্রকার দ্রব্যাদি ধৃত করে, কিঙ্কাজো তদ্রূপ নিজ লাঙ্গুল দ্বারা বৃক্ষ শাখাদি ধৃত করিয়া বন ভ্রমণ করে। কিঙ্কাজো পশুর পরিমাণ বিড়াল হইতে কিঞ্চিৎ বড়, কিন্তু বন-বিড়ালাপেক্ষায় অনেক ছোট। যদিচ এই পশু অনায়াসে প্রাপ্য নহে, তথাচ ইহার শরীরের গঠন করিলে বিশেষরূপে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য অনুশীলন হইতে পারে।

শজারুও দ্বিপুরোদন্তী জীব-মধ্যে গণ্য; উহার শরীর দীর্ঘে সার্দ্ধ হস্ত, উচ্চে পঞ্চদশ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত, উক্ত জন্তু হেজহগ্ অর্থাৎ শূকরবৎ জন্তু বিশেষের সদৃশ কদাকার ও কণ্টকাচ্ছাদিত। তাহার পৃষ্ঠস্থ কণ্টক দশাবধি পঞ্চদশ অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং কণ্টক-শ্রেণীর

ন্যায় স্থূল, কিন্তু প্রান্তভাগদ্বয় ক্রমশঃ সূচ্যাকৃতি সূক্ষ্ম হয় এবং শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণে ক্রমিক চিত্রিত। তাহা সাধারণ পক্ষের কলম্যাপেক্ষা শক্ত ও দুশ্ছেদ্য এবং অগ্রভাগ নিরাট অথবা অন্তশ্ছিদ্র শূন্য। ঐ কন্টক সমস্ত যে প্রকার হউক তাবৎই শূকর লোমের মত অধোনত হইয়া থাকে, কিন্তু শজারু রাগান্বিত হইলে তাহা শূকরের লোম তুল্য ঋজুভাবে উচ্চ হয়, তদ্দ্বারা শজারু প্রাণান্তিক আঘাত করিতে পারে।

সুবিজ্ঞ থনবর্গ সাহেব ভারতবর্ষীয় সাগরস্থ মাটিউর উপদ্বীপে স্বীয় দ্বিতীয় যাত্রার বিবরণে লেখেন যে স্বশাবক নিমিত্তে জলানয়নার্থ শজারুর এক আশ্চর্য্য উপায় আছে। ফলতঃ তাহাদের লাঙ্গুলস্থ কন্টক সমূহ অন্তরশূন্য এবং তদগ্রভাগ ছিদ্রান্বিত, এপ্রযুক্ত তাহা জলে মগ্ন করিলে জলেতে পরিপূর্ণ হয়, শজারু স্বাবাসস্থানে আসিয়া নিজ বৎসকে সেই জল পান করায়। শজারুর মুখ শশকে সদৃশ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ, তাহার চরণ অতি খর্ব্ব এবং প্রত্যেক চরণে পাঁচ২ অঙ্গুলি। তাহার পাদচতুষ্টয় এবং উদর, মস্তক, ও শরীরের অন্যান্য অংশ স্থূলবৎ লোমাচ্ছাদিত। তাহার কর্ণদ্বয় মনুষ্য কর্ণাকৃতি এবং সূক্ষ্ম লোমদ্বারা অঘনাচ্ছাদিত। তাহার চক্ষুঃ শূকর চক্ষুবৎ ক্ষুদ্র অর্থাৎ চক্ষুর এক কোণাবধি অপর কোণ-পর্য্যন্ত অঙ্গুষ্ঠের তৃতীয়াংশ মাত্র তাহার চর্ম্ম উত্তোলিত হইলে তদ্‌গাত্রস্থ কন্টকমূলস্থ স্তনাগ্রবৎ দৃশ্য হয়।

উক্ত জন্তু অহিংসক ও শান্ত স্বভাব। তাহাদের গাত্রস্থ অস্ত্রবৎ কন্টক সকল শত্রুর আক্রমণ নিবার-

পার্শ্ব, ফলতঃ আত্মপ্রাণ রক্ষার্থক। অনেক পশুতত্ত্বজ্ঞেরা বোধ করেন, যে শজারু আপন কণ্টক বাণতুল্য নিঃক্ষেপ করত দূরস্থ শত্রুকেও নিপাত করিতে পারে। কিন্তু কিয়ৎকাল গত হইল ঐ কথা অগ্রাহ্য হইলে সম্প্রতি ইহা অনুমিত হইয়াছে যে ঐ সকল কণ্টক ত্বক্‌চর্ম্মে দৃঢ়-বদ্ধ থাকা প্রযুক্ত তাহা সম্ভবে না। যদ্যপি এলিস সাহেবের লিখিত কথা সত্য "যে হডসন খাঁড়ি নামক স্থানে একদা এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্র শজারু কণ্টকে বিদ্ধ-মুখ হইয়া মৃত পড়িয়াছিল," তথাপি এমতও বোধ হইতে পারে যে তাহা শজারুর আক্রোশেতে নহে, বরং লোলুপ ও সর্ব্বগ্রাসি ব্যাঘ্রের ক্ষুধান্বিতা প্রযুক্ত তদা-ক্রমণেতেই তাহা হইয়াছিল। যাহা হউক ইউরোপ দেশে যে সকল শজারু আনীত হইয়াছিল তৎপরীক্ষার্থে তাহাদের প্রতি ক্রোধজনক নানা অত্যাচার করিলেও তন্মধ্যে একটাকেও কণ্টক ক্ষেপণ করিতে দেখা যায় নাই। আর আফ্রিকা-দেশে বিজ্ঞবর শ সাহেবও ঐ রূপ অনেকানেক শজারুর পরীক্ষান্তর তদ্রূপ দেখেন নাই। তাহাদের আত্মরক্ষার্থ সহজের উপায় এই; তাহারা এক পার্শ্বে নির্ভর করত শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করে। পরে যখন শত্রু সুনিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহার হঠাৎ উঠিয়া অন্য পার্শ্বস্থ কণ্টক দ্বারা তাহাকে আঘাত করে।* অতএব অনুমানতঃ ইহা বোধ হয় যে শজারু

* ডি বালিএন্ট সাহেব স্বীয়যাত্রা বিবরণে কহেন, যে কাফ্রি জাতীয় তাঁহার এক ভৃত্য উক্ত জন্তুর কণ্টকদ্বারা স্বীয়পদে গুরুতর আহত হইয়া ঐ কণ্টকে কোন বিষবর্দ্ধক গুণ থাকা প্রযুক্ত ছয়মাস পর্য্যন্ত পীড়িত ছিল।

কদাচ আদৌ আক্রমণ করে না। কোন বলবান্ শত্রু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সে তৎপ্রতিকূলে নিজ কন্টক সমস্ত উচ্চভাবে বিস্তৃত করিয়া রাখে। ঐ প্রসারিত কন্টক সকল তাহাদের পক্ষে রক্ষার পরম উপায়। কোলবেন সাহেব কহেন ঈদৃক্ সময়ে সিংহও তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহসিক হয় না। এতদ্রূপে শজারু এবম্বিধ ভয়ঙ্কর শত্রুহইতেও আপনাকে রক্ষা করিতে পারক হয়।

শজারুর আহার বিশেষরূপে সর্প ও তদ্বৎ উরো-গামি জন্তু সমূহ। দেশ পর্য্যটনকারীরা কহেন যে শজারু ও সর্প এতদুভয় মধ্যে এমত বৈরিভাব যে হঠাৎ সম্মুখাসম্মুখ হইলে প্রাণনাশক যুদ্ধ ব্যতীত তাহারা পরস্পর ক্ষান্ত হয় না। কথিত আছে যে শজারু সর্পোপরি পড়িয়া তাহাকে নষ্ট করত তন্মাংস ভোজন করে। ইহা অসম্ভাব্য নহে, কিন্তু .সরাশিন্ সাহেব কহেন যে কানাদা দেশস্থ শজারু বনজ দ্রব্যমাত্র ভক্ষণ করে। এতদ্দেশে দর্শনার্থক আনীত শজারু সকল রুটী দুগ্ধ ফলাদি মাত্র ভোজনদ্বারা জীবন ধারণ করে, কিন্তু মাংস পাইলে তাহা অগ্রাহ্য করে না।

আমেরিকা দেশীয় শজারু মৃগয়ীরা কহিয়া থাকে যে শজারুর আয়ুঃ দ্বাদশ অবধি পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত। তাহা দের গর্ব্ভাধান কালে অর্থাৎ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে পুংশজারুরা অতি রাগী ও হিংস্রক হয়। তৎকালে তাহারা পরস্পর দন্তাদন্তি দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া বহুবার গতপ্রাণ হয়। স্ত্রী শজারু সপ্তমাস গর্ব্ভধারণ করত .একটিমাত্র অপত্য প্রসব করে। এবং প্রসূত শাবককে

এক মাস পর্য্যন্ত স্তনপান করায়। তদনন্তর স্বজাতীয় রীত্যনুসারে তাহাকে বনজ শাক ও বৃক্ষ ত্বগাদি আহার করিতে শিখায়। শিশুপালন সময়ে স্ত্রীশশারুও অতি হিংস্রক হয় কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা অতি ভীরু, মৃদু ও অহিংস্রক। তাহারা আপন পশ্চাদ্ধাবকদের প্রতি কখন দংশনাদি হিংসা করে না, এবং কুক্কুর বা বৃক-ব্যাঘ্র তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা ত্বরায় বৃক্ষারোহণ করিয়া যাবৎ ঐ আক্রমণকারীরা স্থানান্তরে প্রস্থান না করে তাবৎ তাহারা বৃক্ষোপরি থাকে।

দ্বিপুরোদন্তী বিষয়ক প্রশ্ন।

দ্বিপুরোদন্তী পশুর সাধারণ লক্ষণ কি।

কৃষ্ণবর্ণ ইন্দুরের বড় একটা প্রাদুর্ভাব নাই কেন।

ঈষৎ শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট [illegible] ইন্দুর নাম তাহার প্রমাণ কি।

বৎসরের মধ্যে ইন্দুরদিগের কতবার শাবক হয়, ও প্রত্যেক বারে সংখ্যাই বা কত।

কত বয়সে ইন্দুরেরা [illegible] আরম্ভ করে।

উহাদিগের বহু সন্তানোৎপাদিকা শক্তি আছে তাহার প্রমাণ কি

ক্ষুধার্ত্ত ইন্দুরেরা ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্ত কি কি খায়।

উহারা মনুষ্যকে যে দংশন করে তাহার প্রমাণ কি।

ইন্দুরজাতির শত্রু কে, ইহাদের [illegible] উপায় কি।

ইন্দুরজাতি মনুষ্যদিগের উপকারক কি না, যদি হয় কি প্রকার।

ইন্দুরজন্তু অপরিষ্কার বস্তু আহার করে কিন্তু তাহারা নিজে নিয়ত অপরিষ্কার থাকে কি না।

ইন্দুরচর্ম্মে মনুষ্যজাতির উপকার হয় কি না, তাহার প্রমাণ কি।

ইন্দুরের লাঙ্গুল কি প্রকার বস্তু, উহাতে তাহাদিগের কি উপকার হয়।

ইহাদের দন্ত কিরূপ, এবং তাহাতেই বা কি উপকার হয়।

সমুদ্রে জাহাজ থাকে তন্মধ্যে ইন্দুরেরা কি প্রকারে যায়।

গৃহে পালন করিলে ইন্দুরেরা যে পোষমানে তাহার প্রমাণ কি।

ইন্দুরজন্তুর আহার নিদ্রা এবং পান করণের রীতি কিরূপ।

ইন্দুরদন্ত বিষাক্ত কি না।

কি নিমিত্ত ইন্দুরজাতি স্থান পরিত্যাগ করে তাহার প্রমাণ কি।

ইন্দুরমাংস মনুষ্যজাতির ভক্ষ্য কি না, তাহার প্রমাণ কি।

এই জন্তু নষ্ট করণের [illegible] পায় কি।

ওয়াটরসন্ [illegible] দূরীকরণের কি উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়াছেন।

কাঠবিড়াল পশুর শরীর কিরূপ।

রামাগণ কাঠবিড়াল প্রতিপালনে যত্ন করেন কি না।

কাঠবিড়াল পশু এক স্থানে বাস করে কি না।

কাঠবিড়ালের কোন আবাস আছে কি না, তাহা কিরূপ।

ইহাদিগের সংকেত আছে কি না, তাহা কিরূপ।

কাঠবিড়ালদিগের পুচ্ছ কিরূপ। এবং তন্নিমিত্ত ইহাদিগকে কি বলা যায়।

পেচর কাঠবিড়ালেরা কোন্ অঙ্গের সহকারে উড়িতে সক্ষম হয়।

কাঠবিড়ালের স্বভাব এবং গতি কিরূপ।

জাতি-ভেদে শশক কত প্রকার, এবং কোন্ স্থান ইহাদিগের বসতি ভূমি, ও ইহাদিগের স্বভাব কিরূপ। খাদ্য কি।

কোন্ জাতিরা শশকের প্রিয়, আর কাহারা শশকের অনুরক্ত নহে।

শশকের স্বভাব কিরূপ। ও উহাদের শত্রু কে।

শশকদিগের শত্রু নিবারণের উপায় কি।

বঙ্গদেশে কোন্ শশক সুলভ।

সামান্য এবং দীর্ঘকর্ণ শশকে প্রভেদ কি।

অপত্যোৎপাদন বিষয়ে সামান্য এবং দীর্ঘকর্ণ শশকীতে প্রভেদ কি।

শশক দ্বারা মনুষ্য জাতির কি ইষ্ট এবং কি অনিষ্ট হয়।

কইপস জন্তু কোন্ দেশ বাসী। ও ইহাদিগের শরীরের গঠন কিরূপ।

বাসস্থান করণ বিষয়ে বিবর এবং কইপসে কি প্রভেদ আছে।

কইপসদিগের অপত্যস্নেহ কিরূপ।

কইপদ জন্তুদ্বারা মনুষ্য জাতির কি উপকার সিদ্ধ হয়।
এই পশু কোন্ দেশজাত? ইহার স্বভাব এবং লক্ষণ কিরূপ।
কোন্ সাহেব এই জন্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন।
কিঙ্কাজৌ পশুর কোন্ অঙ্গে চমৎকারিতা আছে; তাহা কি রূপ।
কিঙ্কাজৌদিগের স্বভাবে কি আশ্চর্য্য দেখা যায়।
শজারু কি প্রকার জন্তু, তাহার কোন্ অঙ্গ আশ্চর্য্য বলিয়া গণ্য।
বফন্স্ সাহেব শজারুর বিষয়ে কি আশ্চর্য্য কথা লিখিয়াছেন।
গাত্রস্থিত কণ্টকদ্বারা শজারু শত্রুনিপাতন করে কি না।
শজারুর আহার কি।
অপত্যস্নেহ বিষয়ে শজারুর প্রধান গুণ কি।

মধুমক্ষিকা।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মাত্রেই মধুমক্ষিকাদিগের জ্ঞান, কৌশল, শাসন-প্রণালী, ধৈর্য্য, পরিশ্রম এবং আশ্চর্য্য পরিমিতাচারের প্রশংসা করিয়াছেন; বস্তুতঃ উহারা যে প্রকার অদ্ভুত কৌশলের সহিত মধুক্রম নির্ম্মাণাদি কার্য্য সাধন করে তাহা দেখিলে সকল লোককেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কেবল মধুচ্ছিষ্টই উহাদিগের মধুক্রম নির্ম্মাণের একমাত্র উপকরণ। ঐ যৎসামান্য উপকরণ সহকারে উহারা এমনি আশ্চর্য্য প্রকার ব্যবস্থা করে ও আপনাদিগের প্রয়োজনোপযুক্ত কতিপয় ষট্‌কোণ ঘর রচনাদ্বারা সুদৃশ্য মধুক্রমের নির্ম্মাণ করে, যে, কোন বিশেষ শিল্পদক্ষ পুরুষও ঐ একমাত্র উপকরণ দ্বারা উক্ত প্রকার মধুক্রম বানাইতে সমর্থ হয়েন না। মধুক্রমের রচনায় উহারা এমনই শৃঙ্খলা পূর্ব্বক ঐ ষট্‌কোণ ঘর গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজায় যে, এক বিন্দু স্থানও নিরর্থক পড়িয়া থাকে না। যদি

কোন বিশেষ ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে এক বিন্দু মধূচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া ঐরূপ ব্যবস্থানুসারে ষট্‌কোণ ঘর রচনা দ্বারা উক্ত প্রকার মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করা যায়, বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, কিন্তু মক্ষিকারা শুদ্ধ এক সংস্কারবলে ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের দুঃসাধ্য কর্ম্মও অনায়াসে সম্পন্ন করে। ঘর গুলির আকার ষট্‌কোণ না করিয়া অন্য রূপ করিলেও উহাদিগের বাসস্থান নির্ম্মিত হইতে পারিত, কিন্তু ষট্‌কোণ গৃহ দ্বারা মধুক্রম নির্ম্মাণ করিলে যে রূপে অল্প পরিমিত মধূচ্ছিষ্ট দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে অন্য প্রকারে তদ্রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ অন্য প্রকার ঘরের অপেক্ষা মধুমক্ষিকারা ষট্‌কোণ ঘরের মধ্যে সহজে যাতায়াত করিতে পারে এবং ষট্‌কোণ ঘরদ্বারা মধুক্রম নির্ম্মাণ করিলে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘরের সঙ্খ্যাও অধিক হয়। ঐ ঘর গুলির ভিত্তি এমনি পাতলা যে ঐ ঘরে যাতায়াত করণ-সময়ে মক্ষিকাদিগের মুখের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিবার নিতান্ত সম্ভাবনা, এই জন্য উহারা প্রত্যেক ঘরের মুখের চারিদিকের ভিত্তি অপেক্ষা চারি পাঁচ গুণ পুরু করিয়া অঙ্গুরীর ন্যায় অবয়ব নির্ম্মাণ করিয়া দেয়; ইহাতে সমস্ত ভিত্তি পুরু করিলে যত মম লাগিত তত লাগে না অথচ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

মধুমক্ষিকারা সমবেত-ক্রিয়া ও সাধারণ চেষ্টা-দ্বারা আপনাদিগের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করে। উহারা সর্ব্বদা দলবদ্ধ হইয়াই কার্য্য করিতে থাকে, এবং এক এক দলে এক এক প্রকার কর্ম্মের ভার লইয়া আপন২

কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হয়। কতকগুলি মক্ষিকা মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হয়; অপর কতকগুলি মক্ষিকা আহার্য্য আহরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদান করে। মধুক্রম নির্ম্মাণ করিবার সময় উহারা আপনাদিগকে দুই তিন দলে বিভক্ত করিয়া ঘর করিতে আরম্ভ করে, এবং একেবারে ভিন্ন২ স্থলে দুই তিন দলে কার্য্যারম্ভ করাতে অতি সত্বরই মধুক্রম প্রস্তুত হইয়া উঠে। মধুক্রমের মধ্যে উহারা সারি২ ঘর সাজাইয়া তাহার মধ্যে২ আপনাদিগের প্রয়োজন মত পথ রাখে; ঐ পথ দিয়া উহারা ঘর হইতে বহির্গত হইয়া মধুক্রমের বাহিরেও যাইতে পারে এবং এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতেও সমর্থ হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ প্রয়োজনের সময় সত্বর গতায়াতের জন্য উহারা মধুক্রমের মধ্যে এক প্রকার মণ্ডলাকার গুপ্ত-পথও প্রস্তুত করিয়া রাখে।

উহারা ভিন্ন২ কার্য্যের জন্য ভিন্ন২ প্রকার ঘর প্রস্তুত করে। কতকগুলি ঘরে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে; এবং কতকগুলি ঘরে স্ত্রীজাতিরা ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখে। ঐ ডিম্বসমস্ত ঐ ঘরেই প্রস্ফুটিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের পক্ষ নির্গত হইয়া উড়িবার শক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা ঐ ঘরের মধ্যেই থাকে।

মধুমক্ষিকা তিন প্রকার, কর্ম্মচারী, প্রভু, এবং কর্ত্রী। কর্ম্মচারিদিগের অপেক্ষা প্রভুদিগের আকার বৃহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্রীর আকার বড়। এই সমস্ত মক্ষিকাদিগের আকারানুরূপ বাসস্থান প্রস্তুত হইয়া থাকে। কর্ম্মচারিদিগের অপেক্ষা প্রভুদিগের বাসস্থান বড়। এবং তদপেক্ষা কর্ত্রীর বাস স্থান বড়। কর্ম্মচারি-দিগের

সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তাহাদিগের বাসস্থানের সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। যে ঘর গুলিতে মধু থাকে, মক্ষিকারা সেই ঘর গুলিকে অন্য ঘরের অপেক্ষা গভীর ও প্রশস্ত করিয়া প্রস্তুত করে। ঐ ঘরে যখন মধু না ধরে তখন উহারা ঘরের আয়তন বড় করে।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে মক্ষিকারা কেবল দুইটি ক্ষুদ্র দন্তের সহকারে আপনাদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ঐ দুইটি দন্ত দ্বারা মধূচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া মধুক্রমে সংযোগ করে এবং উহা দ্বারা ঘরের আকারও নির্ম্মাণ করে; কর্ম্ম করিবার সময় মক্ষিকারা ঐ ক্ষুদ্র দন্ত দুইটিকে এমনি সত্বরে চালনা করে যে তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মধূচ্ছিষ্ট দ্বারা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কেবল পুনঃ২ তাহাতে দন্ত ঘর্ষণ করত তাহার চারিদিক সমান করে এবং দন্তাঘাত করিয়াই তাহাকে প্রয়োজন মত শক্ত ও পাতলা করিয়া থাকে। কোন মক্ষিকা দন্ত দ্বারা কোন ষট্‌কোণ ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করে; এবং কোন মক্ষিকা কোন নূতন ঘরের পত্তন করে। কোন২ সময় এক২ টি মক্ষিকাকে কোন ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া থাকিতে দেখা যায়। ঘর রচনা করিতে২ যদি কোন ঘরের কোন স্থানে একটু প্রয়োজনাতিরিক্ত মোম পতিত হয়, তাহা হইলে উক্ত মক্ষিকারা ঐরূপে সেই ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দন্ত দ্বারা সেই অতিরিক্ত মধূচ্ছিষ্টটুকু কর্ত্তন করত সেই ঘরের ভিত্তি সমান করে, এবং সেই উদ্বৃত্ত মোমটুকু ডেলা পাকাইয়া যে ঘরের যে স্থানে লাগাইবার

আবশ্যক হয়, সেই খানে লাগাইয়া দেয়। একটি মক্ষিকা যেমন আপন কর্ম্ম হইতে অবসৃত হয় অমনি তৎক্ষণাৎ আর একটি মক্ষিকা আসিয়া সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয়; এই রূপ অনবরত ও অনবচ্ছিন্ন ক্রিয়া দ্বারা অতি শীঘ্র মক্ষিকারা আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

মক্ষিকাদিগের মধূচ্ছিষ্ট প্রস্তুত করিবার পদ্ধতিও অতি চমৎকার। মধুমক্ষিকারা যে পুষ্পে উপবেশন করে, পশ্চাৎপদ-দ্বারা সেই পুষ্প হইতে পুষ্পরজঃ সঞ্চয় করিয়া লইয়া আইসে। উহারা প্রথমতঃ ঐ পুষ্পরেণু প্রথম জঠরে বক্ষণ করে, অনন্তর উহা তাহাদিগের দ্বিতীয় পাকস্থলীতে পতিত হইয়া মধূচ্ছিষ্ট রূপে পরিণত হয়, এবং প্রয়োজনমতে মক্ষিকারা তাহা উদ্গীরিত করিয়া মুখ মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক দন্তদ্বারা আবশ্যক স্থানে নিয়োগ করে। হিমর নামক এক জন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে মক্ষিকারা মধুক্রমের মধ্যে যেমন মধু সঞ্চয় ও ডিম্ব প্রসবাদির স্থান প্রস্তুত করে, সেই রূপ পুষ্পরেণু সঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্যও পৃথক স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখে, যখন কোন মধুমক্ষিকা কোন পুষ্প হইতে রেণু সঞ্চয় করিয়া স্বস্থানে আগমন করে, তখন মধুক্রমস্থিত অপর মক্ষিকা তাহার সেই ভার অবস্কন্দন করিয়া লইয়া ভক্ষণ করে, এবং যখন ভক্ষণ করিবার আবশ্যক না হয় তখন তাহা নির্দ্দিষ্ট সঞ্চয় গৃহে রক্ষা করে। যে ঋতু বা যে সময়ে বাতবৃষ্টি প্রভৃতির প্রতিবন্ধকে মক্ষিকারা খাদ্য সংগ্রহার্থে বন ও প্রান্তরাদিতে গমন করিতে না পারে, তখন তাহারা ঐ সঞ্চিত রেণু ভোজন করিয়া কাল যাপন করে।

ঐ ক্ষুদ্র রেণু মধূচ্ছিষ্ট হইয়া উহাদিগের মুখেতে আগত হয়। যে রসাদ্র্র মধূচ্ছিষ্ট দ্বারা মক্ষিকারা আপনাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহা একটু শুষ্ক হইলেই সামান্য মোম হয়।

মধুমক্ষিকারা আপনাদিগের বাসস্থান সমধিক উষ্ণ রাখিবার জন্য এবং তন্মধ্যে অপর কোন হিংস্র কীটাদির প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিবার জন্য আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা যখন কোন নূতন মধুক্রম অধিকার করে, তখন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহার চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিয়া দেখে, যদি কোন স্থানে এক বিন্দু ছিদ্র দেখিতে পায় তবে তৎক্ষণাৎ নানা প্রকার বৃক্ষনির্যাস দ্বারা তাহা রুদ্ধ করিয়া দেয়। মধূচ্ছিষ্ট বায়ু বা আতপ দ্বারা শীঘ্র ক্ষয় ও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহারা ঐ ছিদ্র, স্থায়ী বৃক্ষনির্যাস দ্বারা রুদ্ধ করে। কোন মক্ষিকা পশ্চাৎ ভাগের পদদ্বয়দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষহইতে নির্যাস বহন করিয়া লইয়া যায় এবং কোনং মক্ষিকা তাহার নিকট হইতে সেই নির্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ছিদ্রে প্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত থাকে। বৃক্ষ নির্যাস দ্বারা মক্ষিকারা অন্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করিয়া থাকে। যদি অকস্মাৎ অপর কোন ক্ষুদ্র কীট তাহাদিগের বাস স্থান মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহারা সেই কীটকে হুল ফুটাইয়া বধ করে, এবং তথাহইতে দূরে টানিয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু যদি কখন কোন শম্বুক প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও অনেক গুলি মক্ষিকা একত্রিত হইয়া তাহাকে বধ করে, কিন্তু তাহার অঙ্গভার বহন করিয়া সে স্থান হইতে দূরে ফেলিতে

পারে না। এই অবস্থায় মধুক্রম মধ্যে ঐ শম্বূকের মৃতদেহের অসহ্য দুর্গন্ধ বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগের কোন ক্লেশ ও অনিষ্ট হইতে না পারে, এই জন্য তাহারা পূর্ব্বোল্লিখিত বৃক্ষ নির্যাস দ্বারা সেই মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। কিন্তু যখন কোন শম্বূক উহাদিগের হুলের আঘাত পাইয়া মধ্যে স্বীয় কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন মক্ষিকারা অতি সহজে আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। নির্যাস দ্বারা কেবল ঐ শম্বূকের সম্পুটদ্বার রুদ্ধ করিলেই, সে তন্মধ্যে রুদ্ধ হইয়া থাকে আর বহির্গত হইবার সাধ্য থাকে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মক্ষিকারা শীত কালের ও গ্রীষ্ম-কালের কোনং সময় বন ও প্রান্তরাদিতে গমন পূর্ব্বক মধু আহরণ করিতে পারে না বলিয়া পূর্ব্বে সঞ্চয় করিয়া রাখে। ঐ প্রকার সঞ্চয়ের সময় উপস্থিত হইলে উহারা সর্ব্বদা পুষ্পবন মধ্যে গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের ক্ষুদ্র শুণ্ড দ্বারা নানা পুষ্প হইতে মধু শোষণ করিয়া নিগীলন করে, এবং পুনঃ২ নিগীলন করত যখন উদর পরিপূর্ণ হয়, তখন স্বস্থানে গমন পূর্ব্বক সেই মধু বমন করিয়া সঞ্চয়গৃহ সকল পূর্ণ করিয়া রাখে। সঞ্চয়ের জন্য উহারা যে মধুপান করে তাহা গলাধঃকরণ হইবার পর উহাদিগের পাকস্থলীর উপরিভাগেই অবস্থিত থাকে, আর নিম্ন দেশে যায় না। যে মক্ষিকা ঐ রূপে মধু বহন করিয়া আনে, সে তাহা উদ্গীর্ণ করিয়া অপর মক্ষিকাদিগের শুণ্ডদেশে প্রদান করে, এবং তাহারা যথাস্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখে। মধু লইয়া গমন করিবার সময় যদি পথিমধ্যে কোন ক্ষুধার্ত্ত

ক্ষিকার সহিত সাক্ষাত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ ক্ষিকা উহার উদরস্থ মধু উদ্গমন করিয়া আহ্লাদ র্বক অতিথি সেবা করিয়া থাকে। কি প্রকারে র্ত্ত মক্ষিকা অপর মক্ষিকার স্থানে আপনার প্রয়োন ব্যক্ত করে, তাহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিত নিঃসংয় স্থির করিতে পারেন নাই; কিন্তু উহারা যে উদর মধু উদ্গমন করিয়া অতিথি সেবা করে সে বিষয়ে ান সংশয় নাই। মক্ষিকারা সহসা আপনাদিগের ঞ্চত মধু স্পর্শ করে না, কোন দুর্দিন উপস্থিত হইলে ত্রে উহারা, যে সকল ঘর খোলা থাকে, তাহারই খায়, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যত্র হইতে উহাগের মধু পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ ্যন্ত কোন মতেই উহারা কোন ঘরে মুখ প্রদান র না। যে সকল ঘরে শীতকালের জন্য মধু সঞ্চিত কে সে সকল ঘরের মুখ মোম দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে। শত্রু-নিবারণের নিমিত্ত মক্ষিকাদিগের এক একটি ও বিষ আছে। ঐ বিষের এমনি শক্তি, উহার রত্তিমাত্র থাকিতে দিলে কপোতাদি প্রাণে নিহত । সুমিষ্ট মধু হইতে বিষোৎপন্ন হওয়া যদিও বড় শ্চর্য্য বিষয়, তথাপি ইহা কোন মতে অসত্য নহে, মধুমক্ষিকাগণ রাগভরে যখন কোন জন্তুর গাত্রমাংহুল ফুটাইয়া দেয়, তখন ঐ হুল পুনর্ব্বার উঠাইয়া তে তাহাদের আর ক্ষমতা থাকে না। উঠাইয়া তে গেলেই প্রায় ঐ হুল ছিঁড়িয়া যায়, তাহাতে হাদের অপমৃত্যু ঘটে। মধুচক্রের নিকট আক্রান্ত হইলে মধুমক্ষিকাগণ দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়া হঠাৎ

কোন জন্তুকে হুল ফুটায় না। ক্ষেত্র বা উদ্যানমধ্যে যখন তাহারা এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তখন কোন জীবের সহিত সংস্রব হইলেও তাহারা অনিষ্ট সাধন করে না। কেবল গোমেষাদি রোমন্থক পশুগণ হরিৎ তৃণ আহার করিতেং যদি তাহাদের মৌচাকের নিকটে যায়, তবেই তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয়। অতএব আপন প্রাণ ও সম্পত্তির রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভয়ানক অস্ত্রস্বরূপ যে এই হুল প্রদান করিয়াছেন ইহাতে কোন সংশয় নাই।

মঙ্গোপার্ক নামা এক জন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, "আফ্রিকাদেশে ভ্রমণ করিতেং আমার ভৃত্যগণ একটা মৌচাক দেখিয়া মধু আহরণ করিতে যায়। কিরূপে মধুচক্র হইতে মধু লইতে হয়, তাহারা তাহা বিশেষরূপে জানিত না, বল প্রকাশপূর্ব্বক তাহারা যেমন মৌচাক ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছিল, মৌমাছিগণ অমনি ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়িল তদ্দর্শনে আমার ভৃত্যগণ পলায়ন দ্বারা আপনাদের প্রাণরক্ষা করিল বটে, কিন্তু দুই তিন জন আহত হইল, আর ভয়ঙ্কর হুলের বিষের জ্বালাতে আমার একটি ঘোড়া ও ছয়টি গাধা মরিল।" কথিত আছে, ১৬১৫ খৃঃ অব্দে এক দল দস্যু জর্ম্মানি দেশীয় এক যাজকের গৃহে দস্যুবৃত্তি করিতে যায়। ধার্ম্মিক যাজক নানামতে ঐ দুরাত্মাদিগকে দুষ্কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু কোন মতে তাহারা তাঁহার কথাতে কর্ণপাত করিল না। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া যাজক ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা

করিলেন, আমার পালিত মৌচাক সকল আনিয়া তোমরা এই দস্যুদলের মধ্যে নিক্ষেপ কর। প্রভুর আজ্ঞায় ভৃত্যগণ ঐরূপ করিলে, মৌমাছিগণ ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়িয়া হুল ফুটাইয়া দস্যুদলকে একেবারে দূরীভূত করিল।

ভল্লুকপশু মধু খাইতে বড় ভাল বাসে, কিন্তু মধুমক্ষিকাদিগের ভয়ে তাহারা বড়ই ভীত হয়। ঐ মক্ষিকারা তাহাদিগকে আপনাদিগের বসতি স্থানের নিকট দেখিতে পাইলে সকলে দলবদ্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহাতে প্রকাণ্ডাকার ভল্লুকগণ প্রাণপণে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করে। এদেশে মধুমক্ষিকা সংগ্রহ করিয়া বাটীতে মধুচক্র স্থাপিত করা লোকের বড়একটা অভ্যাস নাই, ইংলণ্ড-দেশে এ ব্যবহার বড়ই প্রচলিত আছে। মধুমক্ষিকা পুষিয়া যাহারা মধুচক্র স্থাপন করে তাহাদিগের সাবধান থাকা নিতান্ত আবশ্যক হয়, মৌচাক ঘাঁটাইয়া মৌমাছিদিগকে বিরক্ত করিলে কখনং ভয়ঙ্কর আপদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

একদা এক যুবতী স্ত্রী বাটীতে মধুচক্র স্থাপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক মধুমক্ষিকাদিগকে প্রতিপালন করিত: তাহার গৃহে একখানি বেঞ্চের উপর ঐ মৌচাক স্থাপিত ছিল। কার্য্যক্রমে ঐ মৌচাকখানি উঠাইবার আবশ্যক হইলে, যুবতী আপনি তাহা উঠাইতে গেল। মধুমক্ষিকা দ্বারা তাহার কখন অনিষ্ট হয় নাই, অতএব সে নিঃশঙ্ক হইয়া যেমন তাহা তুলিতেছিল, অমনি হাত পিছলিয়া গিয়া মৌচাকটি মেঝ্যাতে পড়িয়া গেল,

তাহাতে চার পাঁচটি মৌমাছি হত হইল। এইরূপে স্বজাতির প্রাণবিনাশ দেখিয়া সকল মৌমাছি ভোঁ ভোঁ শব্দে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল, আর যাবতীয় মৌমাছি ঐ স্ত্রীকে হুল ফুটাইতে লাগিল, তাহাতে যুবতী মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতলে পড়িল। যদি কবিরাজেরা তিন চারি মাস ধরিয়া তাহার চিকিৎসা না করিতেন, তবে মৌমাছির বিষের জ্বালাতে অবশ্যই তাহার প্রাণ বিনাশ হইত। ডাক্তার বেটন সাহেব বলেন, মৌমাছি দংশন-করণ-সময়ে আঘাতীর স্থির হইয়া থাকা উচিত, তাহা হইলে মধুমক্ষিকাগণ আপনাদের হুল উঠাইয়া লইতে পারে, মৌমাছিরা আপনাদের হুল আপনারা উঠাইয়া লইলে জ্বালা ও যাতনার অনেক শান্তি হইয়া থাকে। ক্ষতস্থানে স্পিরিট অর্থাৎ মদ লাগাইয়া ঘর্ষণ করিলে হুল উঠিয়া যায়, অনেক ব্যক্তি ঘড়ির চাবি-দ্বারা হুল উঠাইয়া থাকে।

দয়া এবং সদ্ব্যবহার করিলে মধুমক্ষিকাগণ মনুষ্যের প্রতি বড়ই সদ্ব্যবহার করে, অসদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ত্যক্ত করিলে তাহারা বড়ই রুষ্ট হয়। কথিত আছে, মধুমক্ষিকাগণ আপনাদের প্রভুকে চিনিতে পারে, ও তাঁহার সন্তান সন্ততির সহিত তাহারা বন্ধুত্ব ব্যবহার করে। যাহারা তাহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়ালু ব্যবহার করে, তাহাদিগকে তাহারা মধুচক্রের নিকট যাইতে দেয়, চক্র পরীক্ষা ও স্থানান্তর করিতে দেয়, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন তখন সে স্থানে অবস্থিতি করিতে দেয়। কিন্তু সতর্ক হইতে হইবে, যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস তাহাদিগের উপর কোন মতে পতিত না হয়, ও তাহারা

মুখের নিকটবর্ত্তী হইলে মুখের আঘাত তাহাদিগকে কোন প্রকারে না লাগে, তাহা হইলে তাহারা অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে।

একবার এক ভদ্রলোক আপনার দাসীকে মৌচাক স্থানান্তর করিতে কহিয়াছিলেন, কিরূপে মধুচক্র নাড়িতে হয় দাসী তাহার কিছুই জানিত না, সে বস্ত্রদ্বারা চক্ষু মুখ আবরণ করিয়া মধুচক্র নাড়িতেছিল। যেমন নাড়িবে অমনি কতকগুলা মৌমাছি তাহার বস্ত্রে পড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে ঐ ভদ্রলোক সাবধান২ তোমার নিশ্বাস যেন মৌমাছির উপর না পড়ে, ও আঘাতে যেন একটি মৌমাছির প্রাণ বধ না হয়, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর আপনি যাইয়া আস্তে২ মৌমাছিদের রাণীকে ধরিয়া নিয়মিত স্থানে রাখিয়াদিলেন। তাহাতে সকল মৌমাছি তাঁহার সঙ্গে আসিয়া রাণীর নিকট বসিল, কেহ দাসীকে হুল ফুটাইল না। মধুমক্ষিকাদিগের গতিশক্তি নিক্ষিপ্ত তীরের গতি অপেক্ষা দ্রুততর হইয়া থাকে। মধু অন্বেষণ করণার্থে মধুচক্র ছাড়িয়া তাহারা চারি পাঁচ ক্রোশ দূর গমন করে বটে, কিন্তু বহনযোগ্য মধু প্রাপ্ত হইলে তাহারা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে স্বস্থানে প্রত্যাগত হয়। ঝড় বৃষ্টির ভয়ে তাহারা সাতিশয় ভীত হয়, মধু আহরণে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিলেও মেঘাগম হইলে স্বস্থানে প্রস্থান করে। তাহাদিগের বসতি স্থানের পথ যত ঘোর ফের হউক না কেন, আসিবার সময় শূন্যমার্গে উঠিয়া তাহারা ঠিক সোজা আইসে। ইহাতে বোধ হয়, মধুমক্ষিকারা গন্তব্য স্থানের ঠিক নিরূপণ করিয়া রাখে, সহসা

গমনীয় পথ পরিত্যাগ করে না, সকলেই আপনাদিগের নিরূপিত এক২ পথ দিয়া স্ব স্ব মধুচক্রে উপস্থিত হয়।

নিরূপিত পথ দিয়া মধুমক্ষিকাগণ স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে গমন করে বলিয়া, মধ্বপহারক শিকারী লোকেরা অনায়াসেই তাহাদের মধুচক্র অন্বেষণ করিয়া লয়। প্রথমতঃ তাহারা একটী পুষ্পোদ্যানে যাইয়া মধুযুক্ত একটী কাঁচের পাত্র ঐ উদ্যানের মধ্যে স্থাপন করে। পুষ্প-মধু খাইতে২ ক্রমে২ মধুভুকগণ ঐ পাত্রের মধু খাইতে যায়, দশ পনেরটি মক্ষিকাকে একত্রে বসিয়া মধু খাইতে দেখিলেই, এক জন শিকারী দৌড়িয়া আসিয়া ঐ মধু-ভাণ্ড আচ্ছাদিত করে। পরে একটী ছাড়িয়া দেয়, সেটি উড়িয়া যেদিকে যায়, তাহারাও সত্বর দৌড়িয়া সে দিকে যাইতে থাকে। যখন মৌমাছিটি চক্ষুর অগোচর হয়, তখন আর একটী ছাড়িয়া দেয়, এবং তাহারাও পশ্চাৎ২ পূর্ব্ববৎ গমন করিয়া থাকে, এইরূপে চারি পাঁচটি ছাড়িয়া দিলেই তাহারা মধুচক্রের অনুসন্ধান পায়। সোজা পথে গমনকারী মধুমক্ষিকাদিগের সঙ্গে ঠিক সোজা যাইয়া তাহারা মধু আহরণ করে।

পূর্ব্বকালে অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যে মধুমক্ষিকা ছিল না, অল্পাল্প দিন হইল ইংলণ্ডদেশীয় এক ভদ্রলোক তথায় মধুমক্ষিকা প্রচলন করেন। মধুমক্ষিকা কি পদার্থ অষ্ট্রেলিয়া দেশবাসী লোকেরা তাহা জানে না, এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বাণিজ্যোপলক্ষে তিনি ইংলণ্ড-হইতে অষ্ট্রেলিয়া যাইবার সময় এক দল মধুমক্ষিকা ও মধুচক্র লইয়া যান। মৌচাকখানি জাহাজের ছাদের উপরে ছিল, মৌমাছিগণ সমুদ্রজলের উপরিভাগে

সমস্ত দিন উড়িয়া বেড়াইত, কিন্তু কোথাও থাকিত না, সন্ধ্যা হইলে নিজ-নিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত হইত। এই-রূপে আট হাজার ক্রোশ যাইয়া তিনি অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরে উপস্থিত হইলেন, আর সর্ব্বাগ্রে তত্রস্থ শাসন-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মধুচক্র ও মধুমক্ষিকা দল তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন। শাসনকর্ত্তা সমাদর-পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিয়া আপনার উদ্যানে স্থাপন করিলেন। তথায় নানাজাতীয় সৌরভ-যুক্ত পুষ্পের নানাপ্রকার মধু খাইয়া মধুমক্ষিকাগণ সাতিশয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, একেবারে এত বৃদ্ধি হইল, যে এক বৎসরের মধ্যে সেই এক দল মধুমক্ষিকা হইতে কুড়ি ঝাঁক মক্ষিকা ও কুড়িটি মধুচক্র হয়। শাসনকর্ত্তা তদ্দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইয়া এক একটি মধুচক্র তাঁহার এক এক জন বন্ধুকে দিলেন, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যে বিস্তর মধুচক্র হইয়া উঠিল। এক্ষণে সে দেশে মধু এমনি সুলভ হইয়াছে যে, তিন আনাতে দুই সের মধু অনায়াসে পাওয়া যায়, আষ্ট্রেলিয়ার মধু সাতিশয় উত্তম মধু বলিয়া ইউরোপখণ্ডে গণ্য হইয়াছে। সে দেশের লোকেরা এক্ষণে মোমবাতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় অত্যল্পকালের মধ্যে ঐ দেশ মোমবাতির বাণিজ্যেই সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবে।

মধুমক্ষিকাদিগের পরস্পর যুদ্ধ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় হয়। এই যুদ্ধ একদল অন্য দলের মধুচক্র অধিকার করিতে না গেলে ঘটে না, পূর্ব্বাধিকারী পক্ষ স্বামিত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে তুমূল যুদ্ধ করিতে থাকে;

বিপক্ষ পক্ষকে মধুচক্রের নিকট সহসা আসিতে দেয় না। কিন্তু যুদ্ধ করিতেং যদি রাণীর বিনাশ হয়, তবে আর তাহারা সমরে প্রবৃত্ত হয় না, শত্রুপক্ষের রাণীর অধীন হইয়া উভয়-পক্ষ একপক্ষ হইয়া উঠে।

মনুষ্য-জাতির ন্যায় মধুমক্ষিকারাও কখনং দস্যু-বৃত্তিতে রত হইয়া থাকে। কিন্তু নিতান্ত অভাব না হইলে তাহারা এ কুকর্ম্ম কদাচ করে না। বর্ষা শীত বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত মধু আহরণ করিতে যখন তাহারা কোন মতে সমর্থ না হয়, যখন পাঁচ সাত দিন তাহাদিগকে উপবাস দিতে হয়, তখনই এই কর্ম্ম করে। সে সময়ে অন্য কোন দল যদি আতিথ্য ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের সঞ্চিত মধুর কিয়দংশ তাহাদিগকে আহার করিতে দেয়, তবে ক্ষুধিত মধুমক্ষিকারা চৌর্য্যবৃত্তি-রূপ জঘন্য পাপ একেবারে পরিত্যাগ করে। চৌর্য্যবৃত্তি করণের পূর্ব্বে অগ্রে তাহারা চর পাঠাইয়া দেয়, দস্যু-দূতগণ অপর পক্ষের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের বল বীর্য্য পরীক্ষা করিতে থাকে। যদি দস্যু-দলের চর আসিয়াছে, মধুমক্ষিকারা এমন জানিতে পারে, তবে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মধুচক্রের নিকট আসিতে দেয় না। না জানিতে পারিলেই সমর উপস্থিত হয়, কিন্তু সমরের সময় দস্যুদল কেবল রাণীকে মারিবার চেষ্টা করে, রাজ্ঞীকে মারিতে পারিলেই তাহাদের জয়লাভ হয়। কারণ রাণী মরিলে অপর মৌমাছিগণ দস্যুনিবারণ হেতু আর কোন চেষ্টা করে না, আপনাদের সঞ্চিত মধু দস্যুদিগকে দিয়া তাহাদের রাণীর অধীন হয়।

পূর্ব্বোক্ত সমবেতক্রিয়া ও অসাধারণ চেষ্টাদ্বারাই যে মক্ষিকাদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ ও সদ্ভাব প্রকাশ পায় এমন নহে। যখন কোন কারণে উহাদিগের রাণী বা চক্রাধিষ্ঠাত্রীর মৃত্যু ঘটে, তখন উহাদিগের মধ্যে প্রবল শোকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মক্ষিকারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ম্লানভাবে কালযাপন করে। কোন নূতন মধুক্রম প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে তাহা অমনি বন্ধ থাকে এবং মধু বা মধূচ্ছিষ্ট সংগ্রহও রহিত হয়। যাবৎ কোন নূতন রাণী পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষিক্তা না হয়, তাবৎ উহাদিগের উক্ত প্রকার অবস্থাই থাকে। উহাদিগের মধ্যে প্রধান২ মক্ষিকারা একত্রিত হইয়া সর্ব্ব সম্মতিক্রমে অবিলম্বেই নূতন রাণী স্থির করে। যাহাদিগকে রাণী করিবার মনস্থ হয়, তাহাদিগকে বিশেষ স্থানে রক্ষা করিয়া অনবরত মধুপান করাইয়া শীঘ্রই হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তোলে।

মক্ষিকাদিগের রাজ্যশৃঙ্খলাও অতি চমৎকার। উহারা সকলেই রাজপরতন্ত্র হইয়া এক রাণীকে মান্য করে। ঐ রাণীর মতে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং সকল নিয়ম রক্ষা পাইয়া থাকে। ঐ প্রধানা হইতে সকলের উৎপত্তি ও অবস্থিতি হয় বলিয়া সকলেই উহার প্রাধান্য স্বীকার করে। ইহাদের আচরণ-দ্বারা প্রধানার প্রতি ভক্তিভাবের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানার জন্য দলস্থ সমুদায় মক্ষিকাই অনবরত নানাপ্রকার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে। তিনি গর্ভবতী হইলে তাঁহার প্রসবের জন্যে পূর্ব্ব হইতে মক্ষিকারা সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিয়া রাখে

এবং প্রসূত শাবকদিগের ভোজনের জন্য আহার্য্য সঞ্চয় করিয়াও রক্ষা করে। মক্ষিকারা কেবল সংস্কার বলে যে কার্য্য করিয়া থাকে, বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য তাহার অনুকরণ করিলেও মহৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

মহিউবর নামক এক জন পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, একং দলে একংটি রাণী প্রধানা হইয়া সেই দলকে পরিচালন করেন। বসন্ত ঋতু সমাগত হইলে প্রধানা বা রাণী অগ্রে কতকগুলি পুং ডিম্ব প্রসব করেন। তৎ-কালে কর্ম্মচারী মক্ষিকারা একত্রিত হইয়া প্রশস্তং ঘর প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়, সেই সমস্ত ঘর প্রস্তুত হইলে রাণী পুনর্ব্বার কন্যা প্রসব করেন। ঐ কন্যারা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া কালেতে রাণীর পদে অভিষিক্তা হয়।

মধুমক্ষিকা বিষয়ক প্রশ্নাবলি।

মধুমক্ষিকাদিগের মধুক্রম কিরূপ।

মধুমক্ষিকাদিগের মধুক্রম নির্ম্মাণের উপকরণ কি। উহাদিগের মধুক্রমের আকার কিরূপ।

মধুমক্ষিকারা ষট্‌কোণ ঘর নির্ম্মাণ করে কেন।

মধুক্রম নির্ম্মাণের সময় তাহারা পরস্পর কিরূপ কর্ম্ম করে, এবং উহা নির্ম্মাণ করণের প্রণালী কিরূপ।

মধুক্রমে যতগুলি ঘর থাকে, সকল ঘর গুলির কি একই প্রকার। মৌমাছি কয় প্রকার। পদভেদে মধুমক্ষিকাদিগের বাসস্থানের ভেদ হয় কি না।

কোন্ অঙ্গ দ্বারা মধুমক্ষিকারা বাসস্থান নির্ম্মাণের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের রীতি কিরূপ।

শীত বা বর্ষা ঋতু উপস্থিত হইলে যখন মধুমক্ষিকারা মধু সঞ্চয়

করিতে না পারে তখন তাহাদিগের জীবন ধারণ কি প্রকারে হয়।

সামান্য মোম কি প্রকারে হয়।

মধুক্রমে হিংস্রকীটাদির প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য মধুমক্ষিকারা কি কৌশল করে।

শম্বুক যদি মধুক্রমে প্রবেশিত হয়, তবে তন্নিবারণ হেতু মধুমক্ষিকারা কি করিয়া থাকে।

অতিথি সেবার ধর্ম্ম মধুমক্ষিকাদিগের আছে কি না।

শত্রু নিবারণ হেতু মধুমক্ষিকারা কি উপায় অবলম্বন করে।

হুল ফুটাইয়া মৌমাছিরা যে শত্রু নিবারণ করে তাহার প্রমাণ কি।

কোন পশু বা কোন ব্যক্তিদ্বারা স্বজাতির প্রাণ নষ্ট হইলে মধুমক্ষিকারা কিরূপ ব্যবহার করে।

মৌমাছিদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা যে সদ্ব্যবহার করে তাহার প্রমাণ কি।

মধুমক্ষিকার দলের মধ্যে যুদ্ধ ঘটে কি না। ঐ যুদ্ধ কিরূপে শান্তি হয়।

মৌমাছিদিগের দস্যুবৃত্তি কিরূপ।

মৌমাছিদিগের গতিশক্তি কিরূপ।

কোন পথ দিয়া মৌমাছিরা মৌচাকে আইসে।

নিরূপিত পথ দিয়া মৌমাছিগণ স্ব স্ব বাসস্থানে আসে বলিয়া তাহাদের কোন বিপদ ঘটে কি না।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে মধুর প্রাদুর্ভাব কিরূপে হইয়াছে।

রাণী মরিলে মৌমাছিরা কিরূপে শোক প্রকাশ করে।

মৌমাছিদিগের রাজ্যের সুশৃঙ্খলা কিরূপ।

মৌমাছির বিষয় মহি উবর পণ্ডিত কি লিখিয়াছেন।

সমাপ্ত।